NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৮ এক মাস পর মাঠে হেরে মেজাজ হারালেন রোনাল্ডোর

ওয়ার্নারের ম্যাচে দারুণ লড়ে হার ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৮

কলকাতা ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২৬ মাঘ ১৪৩০ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ২৩৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 10.02.2024, Vol.17, Issue No.239, 8 Pages, Price 3.00

কেন্দ্রের ক্যাগ রিপোর্ট নিয়ে রাজ্যের ভূমিকা স্পষ্ট করলেন মুখ্যসচিব

নিজস্ব প্রতিবেদন: কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল ক্যাগ -এর রিপোর্টে তোলা অভিযোগ খারিজ করে দিল রাজ্য। রাজ্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বরাদ্দ খরচের সংশাপত্র বা ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা না করার অভিযোগ উঠেছে ওই রিপোর্টে। শুক্রবার নবান্নে এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যসচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা এবং অর্থসচিব মনোজ পন্থ যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন সিএজি রিপোর্টে বহু অসঙ্গতি রয়েছে। রাজ্য সরকার এই রিপোর্ট মানছে না।

মুখ্যসচিব বলেন, সিএসজি রিপোর্টের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দপ্তরের অধীনে চলা কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি পর্যালোচনা করা হয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে সমস্ত প্রকল্পের ব্যবহারিক সংশাপত্র নিয়ম মত দিল্লিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার ভিত্তিতে পরবর্তী কিস্তির টাকাও বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র। কোনও প্রকল্পের ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট বকেয়া নেই। একই সঙ্গে ২০০২-০৩ সাল থেকে যে সময়সীমার কথা ক্যাগ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে তা নিয়েও মুখ্যসচিব বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনি জানান, অন্যদিকে পঞ্চায়েত-সহ বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় সরকার গত প্রায় দু-বছরে ৩৩৪ টি পরিদর্শক দলকে রাজ্যে পাঠিয়েছে। তাঁরা যে সমস্ত ব্যাখ্যা তলব করেছিলেন তার জবাবও দিল্লিতে যথাসময়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে মুখ্যসচিব জানান।

শুক্রবার নবান্নে সিএজি রিপোর্ট নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকা। কেন্দ্রের পাঠানো সিএজি রিপোর্টে ২০২১ সালে ২ লক্ষ ২৯ হাজার কোটি টাকার ইউসি (ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট) দেওয়া হয়নি বলে দাবি করা হয়েছে। মুখ্যসচিব জানান, এটা ভুল রিপোর্ট। সরকার এটা মানছে না। তিনি আরও জানান, 'আটটা দপ্তর নিয়ে আলাদা করে বলা হয়েছে যে এদের ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট বাকি আছে। আমরা আটটা দপ্তরকেই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বলি। শুধু ২০২২ নয়, ২০২১-২০২২ পর্যন্ত সব ইউসি জমা দেওয়া হয়েছে।'

এ বিষয়ে মুখ্যসচিব আরও ব্যাখ্যা করে বলেন, 'যখনই কোনও দপ্তর কেন্দ্র থেকে টাকা পায়, তখন সেই টাকা পাওয়ার আগে ইউসি জমা দিতে হয়। জমা না দিলে টাকা পাওয়া যায় না। এই রিপোর্টে প্রায় ২০ বছরের একটা হিসাব দেওয়া হচ্ছে। এতগুলো বছর ধরে যদি ইউসি না দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে এতদিন পরে কেন এটা বলা হল না? এটি ভ্রান্ত রিপোর্ট। আমাদের অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের কাছ থেকে এটা তো জেনে নেওয়া যেত।'

সন্দেশখালিতে অব্যাহত মহিলাদের বিক্ষোভ

বিভিন্ন জায়গায় লাগানো হল আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালিতে বিক্ষোভকারীদের পাল্টা মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূল নেতা শিবু হাজরার অনুগামীদের বিরুদ্ধে। শুক্রবার ওই নেতার বাড়ি, বাগানবাড়ি এবং পোলট্রি ফার্মে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। তার পরেই শিবুর সমর্থকেরা পাল্টা মারধর শুরু করেন বলে অভিযোগ। বিক্ষোভকারী মহিলাদেরও মারধর করা হয়েছে। এলাকা ঘিরে রেখেছে পুলিশ। ঘটনাস্থলে নামানো হয়েছে র‍্যাফও।

অভিযোগ, গ্রামবাসীদের এমন মারধর করা হয়েছে যে, জ্বলন্ত পোলট্রি ফার্মের পাশে শুয়ে তাঁরা কাতরাচ্ছেন। তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া বা চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ করা হয়। অন্যদিকে, সন্দেশখালি থানার সামনে শুক্রবার বিকেলে নতুন করে বিক্ষোভ শুরু করেন একদল গ্রামবাসী। লাঠি হাতে থানার সামনে বসে পড়েন তাঁরা। দাবি, তাঁদের জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। অবিলম্বে শাহজাহান, শিবুদের গ্রেপ্তার করে সেই জমি ফেরত দিতে হবে।

শুক্রবার সকালে সন্দেশখালির জেলিয়াখালি এলাকায় শিবুর তিনটি পোলট্রি ফার্মে আগুন ধরিয়ে দেন এলাকার মানুষ। নেতৃত্বে ছিলেন মহিলারা। শিবু ছাড়াও শাহজাহান, উত্তম হাজরাদের গ্রেপ্তারির দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। ওই এলাকার কাছাকাছি দমকল না থাকায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে। পরে শিবুর বাড়ি এবং বাগানবাড়িতেও আগুন ধরিয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা।

শাহজাহান, শিবুদের মতো তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের অভিযোগ, গ্রামে অত্যাচার চালান তাঁরা। জোর খাটিয়ে গ্রামবাসীদের দিয়ে নানা কাজ করিয়ে নেন ইচ্ছার বিরুদ্ধে। জমি জবরদখল থেকে শুরু করে বিভিন্ন অত্যাচারের অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছে। জমি দখল করেই ওই পোলট্রি ফার্ম তৈরি করা হয়েছে বলে অভিযোগ। বিক্ষোভকারী মহিলারা জানান, তাঁদের স্বামীদের জোর করে কাজ করতে বাধ্য করা হত। কাজ করার পর মেলে না প্রাপ্য পারিশ্রমিক। টাকা চাইতে গেলে মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ শিবুদের বিরুদ্ধে।

বৃহস্পতিবার সন্দেশখালিতে শাহজাহানদের গ্রেপ্তারির দাবিতে যাঁরা পথে নেমেছিলেন, তাঁরা নিজেদের তৃণমূল সমর্থক বলেই দাবি করেছিলেন। অভিযোগ, দলের নাম ভাঙিয়ে এলাকায় দাপিয়ে বেড়ান শাহজাহান, শিবু, উত্তম এবং তাঁদের সহযোগীরা। তাঁদের বক্তব্য, দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার পর তাই পাল্টা গর্জে উঠেছেন গ্রামবাসীরাও। গ্রামবাসীদের দাবি, দীর্ঘ দিনের চাপা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ সন্দেশখালির এই বিক্ষোভ। যে কোনও প্রকারেই হোক শিবু, শাহজাহান, উত্তমদের গ্রেপ্তার করতে হবে বলে জানান তাঁরা।

'সন্দেশখালির পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে'

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালিতে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সেখানে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। যে বহিরাগতরা গোলমাল পাকাচ্ছে তাদের চিহ্নিত করতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্য পুলিশের এডিজি আইন-শৃঙ্খলা মনোজ ভার্মা এ কথা জানান।

তিনি বলেন, গত তিনদিন ধরে সন্দেশখালির ঘটনা প্রবাহের ওপর নজর রাখা হচ্ছে। কারা এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে, এই ঘটনার পিছনে কাদের মদত আছে, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তদন্ত চালানো হচ্ছে। তদন্তের পর সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এডিজি আইন শৃঙ্খলা জানান, শুক্রবার দুপুরের দিকে বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু বিকেল থেকে সন্দেশখালি, জেলিয়াখালি এইসব এলাকায় পরিস্থিতি শান্ত আছে। এদিনের ঘটনায় আটজনকে আটক করা হয়েছে। কেউ কোনও অভিযোগ করলে তার তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন। এদিকে বারাসাতের ডিআইজি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, যারা মদত দিচ্ছেন, গ্রামবাসীদের ক্ষিপ্ত করছেন, তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে পুলিশ। এদিকে, জেলিয়াখালিতে সাধারণ মানুষের জমি জোর করে দখল করে তাতে পোল্ট্রি ফার্ম করেছিল তৃণমূল নেতা শিবপ্রসাদ হাজরা। বুধবারের পর ফের শুক্রবার সকাল থেকে সেই সব জমি দখলের নামলো গ্রামবাসীরা। যদিও গোয়েন্দাদের রিপোর্ট অনুযায়ী গত দু-দিন ধরে গ্রামবাসীদের হাতে বহিরাগতলা এসে টাকা গুঁজে দেয়।

আরাবুলের গ্রেপ্তারির পরই উত্তপ্ত ভাঙড়

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১২ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আরাবুলকে। ভাঙড় কলকাতা পুলিশের আওতায় আসার পর এই প্রথম কোনও বড় রাজনৈতিক গ্রেপ্তারি। আরাবুলকে বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার করা হয় আইএসএফ কর্মী খুনের মামলায়। পঞ্চায়েত ভোটের আবহে বিজয়গঞ্জ বাজারে আইএসএফ-তৃণমূলের সংঘর্ষে মইনুদ্দিন মোল্লা নামে এক আইএসএফ কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। সেই ঘটনার জেরেই এই গ্রেপ্তারি বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

এদিকে, আরাবুল ইসলামকে গ্রেপ্তারির পরদিনই পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ বাধে। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ভাঙড়ের কোচপুকুর এলাকা। পরিস্থিতি আয়ত্তে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী। লাঠিচার্জও করা হয় বলে অভিযোগ। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় আয়ত্তে আসে পরিস্থিতি। তবে এখনও থমথমে এলাকা। এদিকে পোলের হাট এলাকা থেকে উদ্ধার হয়েছে বোমা। যাকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে ভাঙড়ের কোচপুকুর এলাকায় তৃণমূলের তরফ থেকে পতাকা লাগানো হচ্ছিল। অভিযোগ, তাতে বাধা দেয় আইএসএফ কর্মীরা। আরাবুল গ্রেপ্তার হয়েছেন, তাহলে পতাকা কীসের, সেকথাও বলা হয় বলে খবর। এর পরই দুই দলের কর্মীদের মধ্যে বচসা বেঁধে যায়। ক্রমেই তা বিরাট আকার নেয়। হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে তাঁরা। রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় উত্তর কাশীপুর থানার পুলিশ।

পুলিশের সামনেও চলে অশান্তি। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কেন্দ্রীয় বাহিনী। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে লাঠিচার্জ করা হয়। ঘটনার পর বেশ কিছুক্ষণ পেরিয়ে গেলেও থমথমে এলাকা। এখনও মোতায়েন রয়েছে পুলিশ।

বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট বিজেপির মুলতুবি প্রস্তাব খারিজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার বিধানসভায় তুমুল হট্টগোলের পর ওয়াকআউট করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ গেরুয়া শিবিরের বাকি বিধায়করা।

চা শ্রমিকদের জমির পাট্টাদান নয়, বরং জমির মালিকানা দিতে হবে। এ নিয়ে মুলতুবি প্রস্তাব আনে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল। বিজেপি বিধায়ক মনোজ ওরাওকে প্রস্তাব পাঠ করতে দেওয়া হলেও এ নিয়ে আলোচনার অনুমতি দেননি স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তাতেই শুরু হয় হট্টগোল। বিধানসভার ভিতরই স্লোগান তুলে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন পদ্মশিবিরের বিধায়করা। এর পরই ওয়াক আউট করেন তাঁরা।

মনোজ ওরাও জানিয়ে দেন, চা শ্রমিকদের অধিকার পূরণে সঠিক ভূমিকা গ্রহণ করছে না প্রশাসন। তাঁদের পাট্টাদান করলে চলে না। মালিকানা দিতে হবে। যখন-তখন চাবাগান বন্ধ করার সিদ্ধান্তে সমস্যায় পড়ছেন শ্রমিকরা। সেই বিষয়েও কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। তাই আগামী দিনেও তাঁরা শ্রমিকদের হয়ে সুর চড়াবেন। শুভেন্দু অধিকারীর গলাতেও একই সুর। তিনি বলেন, বাজেটে চা শ্রমিকদের জন্য যে ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে তাঁরা উপকৃত হবেন না।

এদিকে, শুভেন্দু-সহ বিজেপি বিধায়কদের বিরুদ্ধে অধিবেশনে রাজ্য সঙ্গীত চলাকালীন বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। যার বিরুদ্ধে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এবং নির্মল ঘোষ অভিযোগ দায়ের করেছেন অধ্যক্ষের কাছে। সেই অভিযোগ অধিবেশনে খতিয়ে দেখার ঘোষণা করেন বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

খুন হতে পারি: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার বিধানসভায় গন্ডগোল নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, বিধানসভায় ক্যাডার নিয়োগেও দুর্নীতি হয়েছে। নিরাপত্তারক্ষীদের নামে স্পিকারের এলাকার ওই ক্যাডাররাই বিজেপির উপর আক্রমণ করেছেন। সেইসঙ্গে শুভেন্দু খুন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও প্রকাশ করলেন। এদিকে, বৃহস্পতিবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলনের সময় মাইক বিভ্রাটের ঘটনার পর আজ থেকে বন্ধ করে দেওয়া হল বিধানসভার প্রেস কর্নার, মিডিয়া সেন্টার। বিজেপি সাংবাদিক বৈঠক করতে গেলে দেখা যায়, প্রেস কর্নার তালাবন্ধ। তখন বিরোধী দলনেতার ঘর থেকেই সাংবাদিক বৈঠক করা হয়।

এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে শুভেন্দু হামলাকারী হিসেবে ১০ জনের নাম জানান। তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বিধানসভার সচিবকে আবেদন জানিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'আমরা আক্রান্ত। খুন হওয়ার আশঙ্কা করছি। এরা সব চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী, নিরাপত্তা রক্ষীর নামে এদের নেওয়া হয়েছে। বিধানসভায় পার্টির ক্যাডার ঢুকিয়েছে। ভুয়ো নিয়োগ করা হয়েছে। বিধানসভার নিরাপত্তারক্ষী সন্দীপ চন্দ, পিয়ালি বল, জুঁই দে, আর গুল দীপক, শেখ বাপি, দীনেশ মৃধা, সুপ্রিয় সরদার, অয়ন দাস, তন্ময় সাহা, সফিউদ্দিন সরদার। এই ১০জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। এদের বিরুদ্ধে এফআইআর করব।' শুভেন্দুর এই অভিযোগ মানতে নারাজ শাসকদল। পরিষদীয় মন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের পালটা দাবি, কেউ তাঁদের ধাওয়া করেননি। বাজেটে ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণার পর সরকারি কর্মীদের একাংশ বিধানসভার বাইরে উচ্ছ্বাস দেখিয়েছেন।

পাকিস্তানে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে এগিয়ে ইমরানের দল

বড় চমক নির্দলদের

ইসলামাবাদ, ৯ ফেব্রুয়ারি: জেলে থেকেও পাকিস্তানে ক্ষমতা দখলের পথে ইমরান খান! নির্বাচনের ফলপ্রকাশের শুরুতে সেরকম ইঙ্গিত মিললেও বেলা বাড়তেই পিছিয়ে পড়েছিলেন প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী। উলটে দাপট শুরু হয়েছিল আসিফ আলি জারদারির পাকিস্তান পিপলস পার্টি ও নওয়াজ শরিফের পাকিস্তান মুসলিম লিগের। তবে এই প্রতিবেদন লেখার সময় শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে ইমরানের দল পিটিআই।

ব্যাপক নাশকতার মধ্যেই বৃহস্পতিবার ভোট হয়েছে পাকিস্তানে। অশান্তি এড়াতে দেশজুড়ে মোবাইল পরিষেবা বন্ধ রেখেছিল প্রশাসন। তার জেরেই ব্যাহত হয়েছে ভোট গণনার প্রক্রিয়া, এমনটাই দাবি করেছে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। গোটা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মার্কিন সাংসদ ব্র্যাড শেরমান। তিনি বলেন, নির্বাচনের ফল ঘোষণা করতে পাকিস্তান যেন অহেতুক দেরি না করে। সংবাদমাধ্যমও যেন স্বচ্ছভাবে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের স্বাধীনতা পায়।

শুক্রবার ভোরবেলা ফল প্রকাশের ঘোষণা শুরু করে পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন। তার পরেই দেখা যায়, একাধিক আসনে জিতেছেন পিটিআই প্রার্থীরা। দলের নেতা ওমর আয়ুব খান সাফ জানিয়ে দেন, তাঁদের সমর্থিত নির্দল প্রার্থীরাই পরের সরকার গড়তে পারবেন। যদিও এগজিট পোলে নওয়াজ শরিফের দলকেই এগিয়ে রেখেছিলেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু ভোটগণনা শুরু হতেই দেখা যায়, দৌড়ে সবার আগে রয়েছেন নির্দল প্রার্থীরা। তাঁদের অধিকাংশকেই সমর্থন করেছে পিটিআই। তবে বেলা বাড়তেই একেবারে পালটে যায় ছবিটা।

এদিকে, কোনও দলই যে সরকার গড়ার মতো অবস্থায় নেই, তা প্রাথমিক প্রবণতা থেকেই স্পষ্ট। তা বুঝতে ভুল করেননি পিএমএনএল প্রধান নওয়াজ শরিফ। তিনি দেশের অন্য দলগুলিকে জোট সরকার গড়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। অন্যদিকে, লাহোরে ইমরান খান সমর্থিত নির্দল প্রার্থীর কাছে পরাজিত হয়েছে মুম্বই হামলার মাস্টারমাইন্ড হাফিজ সইদের ছেলে।

ক্রমাগত হিংসার জেরে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার দাবি উঠেছিল একাধিক শিবিরের তরফে। সেই নিয়ে নিরাপত্তা আধিকারিকদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসে পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন। সীমান্তের প্রদেশগুলোতে লাগাতার হিংসা সত্ত্বেও নির্বাচন পিছোতে নারাজ ছিল কমিশন। কিন্তু পিটিআইয়ের দাবি, সন্ত্রাসের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করেই ভোট দিয়েছেন সাধারণ মানুষ।

লোকসভার আগে মাস্টার স্ট্রোক মোদির ভারতরত্ন পাচ্ছেন নরসিমা রাও, চরণ সিং ও স্বামীনাথন

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি: একসঙ্গে ভারতরত্ন পাচ্ছেন তিনজন। দুই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চরণ সিং ও পিভি নরসিমা রাওয়ের পাশাপাশি দেশের সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হবে বিজ্ঞানী এম এস স্বামীনাথনকেও। শুক্রবার টুইট করে এই খবর জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিশেষজ্ঞদের মতে, লোকসভা নির্বাচনের আগে এই ঘোষণা আসলে মোদির মাস্টারস্ট্রোক। ভারতের ইতিহাসে 'যোগ্য অথচ ব্রাত্য'দের হাতে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান তুলে দিয়ে 'পক্ষপাতিত্বের' বদনাম ঘোচালেন প্রধানমন্ত্রী।

১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন পিভি নরসিমা রাও। আর্থিক উদারীকরণের মাধ্যমে আধুনিক ভারতের অর্থনীতিকে নয়া দিশা দেখিয়েছিল নরসিমার সরকার, এমনটাই মনে করেন বিশেষজ্ঞদের অনেকেই। কিন্তু কংগ্রেস থেকে প্রাপ্য সম্মান পাননি নরসিমা রাও, একাধিকবার এই কথা শোনা গিয়েছে মোদির মুখে। অল্প সময়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী হলেও চৌধুরি চরণ সিংয়ের আমলে কৃষকদের জন্য নানা সংস্কার করে কেন্দ্র। কিন্তু সেভাবে স্বীকৃতি পায়নি তাঁর কাজ।

লোকসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেস ও জনতা দলের দুই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে ভারতরত্ন দেওয়ার কথা জানালেন মোদি। দুই পূর্বসূরির অবদান নিয়ে বিস্তারিত টুইট করেন তিনি। কেবল প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নয়, নিজেদের রাজ্যে মন্ত্রী থাকাকালীনও কীভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন দুই নেতা, সেই কথাও উঠে এসেছে মোদির টুইটে। উল্লেখ্য, শোনা যাচ্ছে এনডিএতে যোগ দিতে চলেছে চরণ সিংয়ের নাতির দল আরএলডি। সেই জল্পনার পরেই ভারতরত্ন পেলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। খবর পেয়েই আরএলডি প্রধান জয়ন্ত চৌধুরি বলেন, 'হৃদয় জিতে নিয়েছে'।

দুই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও ভারতরত্ন দেওয়া হবে বিজ্ঞানী এমএস স্বামীনাথনকেও। সবুজ বিপ্লবের জনক বলেই এই কৃষিবিজ্ঞানীকে চেনে অনেকে। ভারতের কৃষি ব্যবস্থাকে আমূল বদলে দিতে স্বামীনাথনের অবদানকে স্বীকৃতি দিতেই ভারতরত্ন দেওয়া হবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৭/০২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৯২৮ নং এফিডেভিট বলে Mahadeb Paul S/o. Chittaranjan Paul ও Mahadeb Kr. Paul S/o. C. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি কাদের আলিসেখ ড্রাইভিং লাইসেন্স ও LIC পলিসিতে Kadar Ali Shaikh S/o. Bakkar Ali Shaikh আছে ৬-২-২৪ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে Kadar Ali Sekh S/o. Abubakkar Sekh ও Kadar Ali Shaikh S/o. Bakkar Ali Shaikh উভয়ে একই ব্যক্তি আমার আসল নাম Kadar Ali Sekh S/o. Abubakkar Sekh.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী

আমি পরিমল চ্যাটার্জ্জী পিতা- ললিত মোহন চ্যাটার্জ্জী, ঠিকানা- বিজয়া এ্যাপার্টমেন্ট, নন্দঘোষলেন, ফটকগোড়া, পোঃ ও থানা- চন্দননগর, জেলা-হুগলী, 1st Class, J.M. এফিডেভিট দ্বারা Sl. No- 700 গত ইংরাজী ০৬-০২-২০২৪ তারিখে পরিমল কুমার চ্যাটার্জ্জী নামে সর্বত্র পরিচিত হইলাম। পরিমল চ্যাটার্জ্জী ও পরিমল কুমার চ্যাটার্জ্জী একই অভিন্ন ব্যক্তি হইতেছে।

নাম-পদবী

আমি সুনীল দুবে, ভরত দুবে ও নির্মলা দুবের ছেলে, স্ত্রীর নাম মঞ্জুষা দুবে, ঠিকানা, ব্লক ২৭, ফ্ল্যাট ন. ৪বি, গ্রীন ফিল্ডস সিটি প্রজেক্ট, শিবরামপুর রোড, দক্ষিণ ২৪পরগনা, পি.এস মহেশ তলা, পিন-৭০০১৪১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। গত ০৭.০২.২০২৪ তারিখে আলিপুর নোটারি পাবলিক কোর্টে এফিডেভিটের বলে আমি সুনীল দুবে এবং সুনীল কুমার দুবে উভয় এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম।

CHANGE OF NAME

আমি Khalilur Rahaman পিতা মহ মোমেন হোসেন, গ্রাম : হরিএকতলা, পো এবং থানা : কাঁকরতলা, বীরভূম, ০১.০২.২০২৪ তারিখে ফার্স্টক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, দুবরাজপুর আদালত, বীরভূম (পব) সমীপে হলফনামা নং ৮১-৫৩৯ দাখিল বলে Khalilur Rahman নামে পরিচিত হইলাম। Khalilur Rahaman এবং Khalilur Rahman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

Change of Name

I, **Kishor Das** S/o Late. Sattu Das presently residing at H. No.- 320/7, New Town, P.O.: Inda, P.S.- Kharagpur (T), Dist.- Paschim Medinipur, W.B. PIN : 721305, hereby solemnly affirm and declared that Late. **SATTU DAS** & **SATTU ANUP DAS** and **GAINDI DAS** & **GAINDI DAS SATTU DAS** and **MANJURANI** & **MANJU RANI KISHOR DAS** the one & same identical person i.e. my deceased father & mother and my wife only in person vide Affidavit No. N/03 dated 09/01/2024 Before the Notary Public at Kharagpur.

CHANGE OF NAME

আমি, Manoj Kumar Shaw, S/o Late Nanda Lal Shaw (Alias Nandlal Shaw), ঠিকানা- 22/20, Raja Manindra Road, Kolkata -700037 and 61/3, Belgachia Road, Kolkata-700037, কিন্তু আমার Life Insurance Policy-তে আমার নাম আছে Manoj Kumar Gupta, গত 28/04/2023 তারিখে আলিপুর কোর্টে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস) এফিডেভিট বলে Manoj Kumar Shaw ও Manoj Kumar Gupta এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

আমি রতন কোলে, পিতা-স্বর্গীয় মন্মথ নাথ কোলে গ্রাম- রামনগর, পোঃ- নয়াসরাই, থানা-বলাগড়, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২৫১৩, এবং আমার আরও ১৮ জন শরিক মোট ১৯ জন মিলে গত ইংরাজী ২২-১১-২০২৩ তারিখে সম্পাদিত ও ইংরাজী ২৮-১১-২০২৩ তারিখে হুগলী এ. ডি. এস. আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির ১০৮৬৪ নম্বর জেনারেল পাওয়ার অফ এ্যাটর্নি বা আমমোক্তারনামা পত্র বলে সেখ আজাদ আলি পিতা সেখ নিজাম আলি সাকিম ও পোঃ ডুমুরদহ থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলী পিন- ৭১২৫১৫ এবং সেখ আবির আলি পিতা সেখ নাসির আলি, সাকিম শেরপুর, পোঃ- নয়াসরাই, থানা- বলাগড় জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৫১৩ এই দুইজনকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়া ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলাম। গত ইংরাজী ০৭-০২-২০২৪ তারিখে হুগলী ডি. এস. আর. ১ নং অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV- ০৬০১০০০২০/২০২৪ নম্বর রদ বা রহিত করণ পত্র দ্বারা উক্ত ১০৮৬৪ নম্বর জেনারেল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি বা আমমোক্তারনামা পত্রটি রদ বা রহিত বা বাতিল করা হইল। উক্ত ১০৮৬৪ নম্বর জেনারেল পাওয়ার অফ এ্যাটর্নিটির আর কোন আইনগত বৈধতা রহিল না ও ফল এবং বল রহিল না। উক্ত ১০৮৬৪ নম্বর জেনারেল পাওয়ার অফ এ্যাটর্নিটি দ্বারা উক্ত সেখ আজাদ আলি এবং সেখ আবির আলি আর কোনরূপ কোন কার্য্যাদি করিতে পারিবেন না।

স্বা/- রতন কোলে
০৯/০২/২০২৪

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১০ই ফেব্রুয়ারি। ২৬শে মাঘ, শনিবার, প্রতিপদ তিথী। জন্মে মকর রাশি। অষ্টোত্তরী রাহু র মহাদশা। বিংশোত্তরী মঙ্গল মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : ব্যবসায়ী ধন বৃদ্ধির সম্ভাবনা বাণিজ্যে নতুন পথ তৈরি হবে আলাপ আলোচনার দ্বারা যে প্রতিবেশী আপনার শত্রু তার আচরণ করেছিলেন আজ তার দ্বারা অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। সন্তানের বিদ্যালয়ে কোন চিঠি নিয়ে গোলযোগ উপস্থাপিত হলে আজ মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল বিদ্যালয় কর্মের অনুসন্ধানে রয়েছেন তাদের শুভ যোগাযোগ শিল্পকলা বিদ্যাতে যারা আছেন তাদেরও শুভত্ব বৃদ্ধি হবে হর হর মহাদেব বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃষ রাশি : সতর্কতার সঙ্গে ধৈর্য সহ যদি চিন্তাভাবনা করেন তাহলে আজ বাণিজ্যে অর্থ লাভ ইলেকট্রনিক্স নতুন জিনিস বাড়িতে আসার জন্য আনন্দে শান্তির বাতাবরণ তৈরি হবে। রবিন নাগরিকের কথার মর্যাদা দিন বাণিজ্যে শুভ হবে গৃহশান্তি তবে সন্ধ্যার পর কোন গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত থেকে সতর্ক থাকবেন। বিবাহ দাম্পত্য জীবনের যে গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসার ছিল তা থেকে সতর্ক থাকুন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন গুপ্ত শত্রুতা থাকলেও তার ষড়যন্ত্র আপনার কাছে টিকতে পারবে না উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আজ আপনাকে মানবিক দৃষ্টিতে দেখবেন তবে প্রবীণ যে সদস্য পরিবারে আছেন তাকে নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি হতে পারে হাসপাতালে এবং চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলে হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল দুর্গা নামকরণ শুরু হবে।

কর্কট রাশি : সতর্ক থাকুন গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত থেকে কোন ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য কেনা থেকে সতর্ক থাকুন বাড়ি জমি বাস্তু গৃহ কলহ থেকে সতর্ক থাকতে হবে নদী ভ্রমণ জল ভ্রমণে নিষেধ দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো ঐশ্বরিক কৃপা প্রার্থনা করুন দৈব বশক্তির প্রয়োজনে মন্দিরে রক্ত জবা দিলে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : সময় অতীব শুভ পরিবারে আনন্দ বিরুধি প্রতিবেশীর সহযোগিতা প্রাপ্ত হবে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র নাশ হবে শরীর ব্যধিমুক্ত হবে পরিবারের প্রবীণ সদস্যের দ্বারা লাভ-বৃদ্ধি হবে যারা হোটেল রেস্তোরাঁ ব্যবসা করেন তারা সুনাম বৃদ্ধি করবেন অর্থপ্রাপ্তি হবে কর্মের প্রয়োজনে যারা বিভিন্ন সাক্ষাৎকার মূলক পরীক্ষায় বসছেন তাদের অগ্রগতি নিশ্চিত বিবাহের ব্যাপারে পরিবারে কিছু সুভদ্ধ বৃদ্ধি হবে মন্দিরে রক্ত জবা প্রদান করুন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : শুভদিন লেখক শিল্পী সাংবাদিকদের জয় নিশ্চিত যারা দূরদর্শন বা চিত্রে অভিনয় করেন যারা সম্পাদনা এবং ক্যামেরা পরিচালনা করেন তাদের শুভর্তবৃদ্ধি নতুন যোগাযোগের পথ ধৈর্য দেখে কথা বললে সম্মান বৃদ্ধি যোগ কোন প্রবীণ মানুষের দ্বারা সুযোগ বৃদ্ধি হবে তবে প্রবীণ নাগরিকের শরীর খ রাপের জন্য চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে পারেন সতর্কতা মন্দিরে লাল জবা দিন শুভ হবে।

তুলা রাশি : পরিবারের দাম্পত্য শুভ বাতাবরণ ঐশ্বরিক কৃপা, পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা তবে রূঢ় শব্দ স্পষ্ট বাক্য বলার আগে একবার চিন্তা করলে সুবত্র বৃদ্ধি হবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় যারা কাজ করেন তাদের শুভর্তবৃদ্ধি উচ্চ বিদ্যা যোগের শুভ ফলপ্রাপ্তি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেকনিক্যাল কর্মে যারা আছেন তাদের সন্তানের জন্য বিশেষ চিন্তা সন্তানের বিবাহ বিষয় বিশেষ চিন্তা থাকবে মন্দিরে হলুদ পুষ্প সহ দেবদেবীর পুজো দিন অতীব শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : সতর্ক থাকবেন বিবাদ বিতর্ক হবে কোন দোকানে জিনিসপত্র ক্রয় নিয়ে বিবাদ বিতর্ক দানা বাঁধবে সেটি পরবর্তী আকারে বড় হবে সকালবেলায় পূর্ব দিকে সূর্যদেবকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরুন সুবক্তবৃদ্ধি হবে। পুরাতন বন্ধু বা বান্ধবীর দ্বারা বিবাদ বিতর্ক সৃষ্টি হবে যারা টেকনিক্যাল কর্মে আছেন তাদের কাজ মাঝপথে আটকে যাবে বিবাহের পাকা কথা মাঝপথে আটকে যাবে দৈব কৃপা পাওয়ার জন্য মন্দিরে গিয়ে ২১ টি প্রদীপ জ্বালুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : শুভদিন কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে গুপ্ত শত্রুর আচরণে ফ্ল্যাটে বা বাড়িতে যেখানে আপনি বসবাস করেন তারা আশে পাশে গুপ্ত শত্রু ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ধৈর্য ধরে মন্দিরে সাতটি দ্বীপ জালুন আপনার নাম গোত্র নিয়ে অতীব শুভ ফল দেবে আপনার নাম সুনামকে বহু মানুষ সহ্য করতে পারবে না। আজ সেই দিন যে সুযোগের অপেক্ষায় শত্রু প্রবল আকার ধারণ করতে পারে।

মকর রাশি : পরিবারের নতুন জিনিসের কেনাকাটার আনন্দ উপভোগ করবেন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ তবে শিশু কন্যা বা শিশুপুত্রকে নিয়ে কিছু সমস্যা তৈরি হবে বাড়ির ব্যাংক বা ইন্সুরেন্স এর কাগজ গুছিয়ে রাখুন সময় মত কাজে লাগবে বাড়ির দলিল বাস্তুর দলিল কাছে রাখুন সুবিধা হবে মন্দিরে আপনার নাম গোত্র নিয়ে শান্তি প্রদীপ জ্বালুন শুভ হবে পরিচারিকার বুদ্ধিতে যদি বড় কোন সিদ্ধান্ত নেন সেটা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে হাঁটু বা হাড়ের কোন চোট লাগার সম্ভাবনা।

কুম্ভ রাশি : শুভদিন বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা, যারা সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের জন্য শুভ সম্মান সূচক দিন। যারা নিম্নবিত্ত মানুষ যারা সারাদিন অতীব পরিশ্রম করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন কাজের অনুসন্ধানে যারা রয়েছেন তাদের নতুন সম্ভাবনাময় দিন সতর্ক থাকুন গুপ্ত শত্রু থেকে মন্দিরে ২১ টি প্রদীপ প্রদান করুন নিজের নাম গোত্র সহ শুভ হবে।

মীন রাশি : আজকে পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ দুশ্চিন্তার কালো মেঘ গ্রাস করবে আপনাকে নৈরাশ হতাশার অন্ধকার আপনাকে ছুঁয়ে যাবে। তবে পুরাতন এক বান্ধবী দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ আছে সন্ধ্যার পর কোন নিমন্ত্রণ অনুষ্ঠানে গেলে সম্মান প্রাপ্তির পূর্ণ সম্ভাবনা বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ ছিল কিন্তু আজ তা বাধা পড়বে মন্দিরে ২১টি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন আপনার নাম গোত্র সহ শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বন্ধন ব্যাঙ্কের মোট ব্যবসা ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বন্ধন ব্যাংক ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিকের ফলাফল ঘোষণা করল। ব্যাংকের মোট ব্যবসা ১৭ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২.৩৩ লক্ষ কোটি টাকায়। ব্যাংকের মোট আমানতের মধ্যে রিটেল ব্যবসার পরিমাণ ৭১ শতাংশ। ডিস্ট্রিবিউশনের সম্প্রসারণ এবং অনুকূল পরিচালন পরিবেশের সঙ্গে ব্যাংক এই ত্রৈমাসিকে সুষম ব্যবসায়িক বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করেছে।

এই ত্রৈমাসিকে ব্যাংক সারা দেশে ২৬টি শাখা খুলেছে। এখন ভারতবর্ষে ৬,২৫০টির বেশি ব্যাংকিং আউটলেটের মাধ্যমে ৩.২৬ কোটির বেশি গ্রাহককে পরিষেবা দেয় বন্ধন ব্যাংক। বর্তমানে ব্যাংকে কর্মরত রয়েছেন ৭৫,০০০-এর বেশি কর্মচারী।

২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে ব্যাংকের আমানত গত বছরের এই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৫ু বেড়েছে। ব্যাংকে মোট আমানতের পরিমাণ বর্তমানে ১.১৭ লক্ষ কোটি টাকা। অন্যদিকে মোট অ্যাডভান্স হল ১.১৬ লক্ষ কোটি টাকা। বর্তমানে কাসা (কারেন্ট অ্যাকাউন্ট সেভিংস অ্যাকাউন্ট) অনুপাত ৩৬.১ শতাংশ, যা বেশ ভালো। ক্যাপিটাল অ্যাডিকোয়েসি রেশিও (সিএআর) যা কোনও ব্যাংকের সুস্থিরতা প্রতিফলিত করে। বন্ধন ব্যাংকের ক্ষেত্রে সিএআর এখন ১৯.৮ শতাংশ, যা নিয়ন্ত্রক নির্ধারিত প্রয়োজনীয় মাত্রার তুলনায় অনেকটাই বেশি।

আর্থিক ফলাফলের প্রসঙ্গে বন্ধন ব্যাংকের এমডি এবং সিইও চন্দ্রশেখর ঘোষ বলেন, 'বহুবছর ধরেই তৃতীয় ত্রৈমাসিকটা আমাদের ব্যাংকের জন্য বৃদ্ধির পর্ব। এই ত্রৈমাসিকের শুরুতে আমরা কোর ব্যাংকিং সিস্টেম (সিবিএস) আপগ্রেড করেছি। এই নতুন সিস্টেমের সঙ্গে আমরা আরও ভালো ব্যবসা পাবার ব্যাপারে আত্মপ্রত্যয়ী। ব্যাংক সমস্ত গ্রাহককে তাঁদের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পণ্য ও পরিষেবা জোগাতে বদ্ধপরিকর। এর পাশাপাশি আমরা দেশজুড়ে আরও বেশি মানুষের কাছে সক্রিয়ভাবে পৌঁছনোর ও আমাদের বিতরণ ব্যবস্থা আরও সম্প্রসারণ করার পথগুলোর মূল্যায়ন করতে থাকব।'

ব্যাংক ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অন্যান্য প্রোডাক্ট সম্ভারের মধ্যে এসএমই লোন, গোল্ড লোন, পার্সোনাল লোন ও গাড়ির লোনের ভার্টিকালে নিজের পোর্টফোলিও বিস্তার করে থাকবে। ব্যাংক সম্প্রতি কমার্শিয়াল ভেহিকেল লেন্ডিং এবং ব্যবসার জন্য লোন এগেইনস্ট প্রপার্টি এর মতো নতুন নতুন ক্ষেত্রেও ব্যবসা সম্প্রসারণ করছে। এর ফলে আগামী কয়েকটি ত্রৈমাসিকে ব্যাংকের লোন বুকের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে।

ভারত-মালদ্বীপ দ্বন্দ্বের মাঝে মালদ্বীপকে গুরুত্বপূর্ণ আখ্যা দিল আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ৯ ফেব্রুয়ারি: গত এক মাসে ভারতের সঙ্গে মালদ্বীপের সম্পর্কের যথেষ্ট অবনতি হয়েছে। রেকর্ড হারে ভারতীয় পর্যটক কমতে শুরু করেছে দ্বীপরাষ্ট্রটিতে। অন্তর্বর্তী বাজেটে মালদ্বীপের বরাদ্দ অনুদানে বড়সড় কাটছাঁট করে দিয়েছে কেন্দ্র। সব মিলিয়ে দু'দেশের মধ্যে পরিস্থিতি বেশ ঘোরাল। এই আবহে এবার মালদ্বীপকে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী বলে উল্লেখ করল আমেরিকা।

গত বছর নভেম্বরেই মালদ্বীপে নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেছে। দেশটির নয়া প্রেসিডেন্ট হয়েছেন 'চিনপন্থী' মহম্মদ মুইজ্জু। এই নতুন রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার জন্য সম্প্রতি মালদ্বীপ সফরে গিয়েছেন আমেরিকার দক্ষিণ এবং মধ্য এশিয়ায় দায়িত্বে থাকা সহকারী সচিব ডোনাল্ড লু। সেখানে মুইজ্জুর সঙ্গে বৈঠকও করেছেন তিনি। সেই সফর প্রসঙ্গেই সংবাদ সংস্থাকে ডোনাল্ড লু জানান, মালদ্বীপের সঙ্গে সহযোগিতা আরও দৃঢ় করতে আমেরিকা আগ্রহী। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলকে মুক্ত, অবাধ ও সুরক্ষিত রাখতে আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী হয়ে উঠবে মালদ্বীপ।

জানা গিয়েছে, মালদ্বীপে এখনও পর্যন্ত আমেরিকার কোনও দূতাবাস তৈরি হয়নি। তা তৈরির কাজ চলছে। দূতাবাস দ্রুত গড়ে তোলার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে দুই রাষ্ট্রের। বিশ্লেষকদের মতে, মালে ও নয়াদিল্লির সংঘাত নিয়ে এখনও পর্যন্ত সরসারি কিছু বলেনি ওয়াশিংটন। কিন্তু আমেরিকার এই মন্তব্যের পর ভারত কোনও প্রতিক্রিয়া দেয় কি না সেদিকে এখন নজর সকলের। উল্লেখ্য, গত জানুয়ারি মাসের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির লাক্ষদ্বীপ সফরের পরেই মালদ্বীপ-ভারত সংঘাত তুঙ্গে ওঠে। মোদিকে নিয়ে নানা বিতর্কিত মন্তব্য করেন প্রেসিডেন্ট মুইজ্জুর দলের একাধিক নেতা। এমনকী ভারতের সমুদ্র সৈকতগুলো নোংরা, দুর্গন্ধযুক্ত বলেও কটাক্ষ করেন সেদেশের কয়েকজন নেতা। তার পরই নিন্দার ঝড় ওঠে। গোটা ভারত জুড়ে শুরু হয় 'বয়কট মালদ্বীপ'। বহু তারকা থেকে সাধারণ মানুষ সোশ্যাল মিডিয়ায় মালদ্বীপের বদলে লাক্ষাদ্বীপে যাওয়ার আহ্বান জানান।

জম্মু ও কাশ্মীরের সোপোরে থেকে উদ্ধার অস্ত্র ও গোলাবারুদ, ধৃত ২

শ্রীনগর, ৯ ফেব্রুয়ারি: জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার সোপোরে এলাকা থেকে অস্ত্র এবং গোলাবারুদ সহ ২জনকে গ্রেপ্তার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। শুক্রবার এক নিরাপত্তা আধিকারিক জানিয়েছেন, সোপোরে থানা এলাকায় গত বছর হওয়া একটি সন্ত্রাসবাদী ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি মামলার তদন্তের স্বার্থে গিয়ে নিরাপত্তা বাহিনী বৃহস্পতিবার রাতে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সহ ২জন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে।

বৃহস্পতিবার এক জঙ্গির ভাই আব্দুল রশিদ নাজারের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশি চালিয়ে বাহিনী আইইডি, পিস্তল, গুলি ও অন্যান্য আপত্তিকর ইলেকট্রনিক সামগ্রী উদ্ধার করেছে। নিরাপত্তা আধিকারিকরা জানিয়েছেন, আব্দুল রশিদ নাজারকে হেপাজতে নেওয়ার পরে তার জিজ্ঞাসাবাদে তিনি একই ধরণের নাশকতামূলক কার্যকলাপে সোপোরের বাসিন্দা আব্দুল জামিল লারাহের জড়িত থাকার কথা প্রকাশ করে। এরপরই এই ২জনকে জঙ্গিদের সহযোগী সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়।

শ্রীনগর কাঁপছে মাইনাস ৪.৮ ডিগ্রিতে

শ্রীনগর, ৯ ফেব্রুয়ারি: কনকনে ঠান্ডায় আবারও কাঁপতে শুরু করেছে কাশ্মীর উপত্যকা। ভূস্বর্গের নানা স্থানে হিমাঙ্কের নীচে নেমে গেল সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। শুক্রবার শ্রীনগরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে মাইনাস ৪.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কাশ্মীরের প্রবেশদ্বার কাজিগুন্দে তাপমাত্রার পারদ নেমে মাইনাস ৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে।

মহারাষ্ট্রের নান্দেড়ে সেতু থেকে গাড়ি পড়ে গিয়ে মৃত ৫, আহত সমসংখ্যক যাত্রী

মুম্বই, ৯ ফেব্রুয়ারি: মহারাষ্ট্রের নান্দেড় জেলায় সেতু থেকে গাড়ি পড়ে গিয়ে ঘটনাস্থলেই ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে নান্দেড় জেলার ভোকার-উমরি সড়কের মুগলির কাছে একটি দ্রুতগামী গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেতু থেকে নিচে পড়ে গেলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থলেই ৫ জনের মৃত্যু হয়, আহত হন ৫ জন। আহতদের নান্দেদ জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার গায়কোয়াড় ও ভালেরাওয়ের পরিবারের ১০ জন সদস্য বিয়েতে অংশ দিতে নান্দেদ থেকে ভোকারে এসেছিলেন। বৃহস্পতিবার রাতে বিয়ে থেকে গাড়িতে করে ফেরার পথে হঠাই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুগলির কাছে সেতু থেকে নিচে পড়ে যায়। মৃতদের নাম, সবিতা শ্যাম ভালেরাও (২৫), প্রীতি পরমেশ্বর ভালেরাও (৪), সুশীল মারোতি গায়কওয়াড় (৯), রেখাবাই পরমেশ্বর ভালেরাও (৩) এবং অঞ্জনাবাই জ্ঞানেশ্বর ভালেরাও (২৮)।

সঙ্গীত-তবলায় জমাটি কলাশ্রীর ৪০তম সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালি: সম্প্রতি পরম্পরা মেনে বালি দেশবন্ধু তরুণ সংঘের প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল 'কলাশ্রী' সংস্থার ৪০তম উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন। রবীন্দ্র সঙ্গীতের মাধ্যমে রমা মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। তবলা লহরা পরিবেশন করেন সুকুমার দে এবং পণ্ডিত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। বেহাগ রাগে খেয়াল পরিবেশন করেন সৌমশ্রী কাঁড়ার।

অনুষ্ঠান মঞ্চে কলাশ্রী সংস্থার কর্ণধার পণ্ডিত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় বিশিষ্ট গুণীজনদের মধ্যে গৌতম হালদার, গৌতম বিশ্বাস, দীপিকা ধর, আশিস কংসবণিক, অশেষ সরকার, আয়রা দে, (কত্থক নৃত্য শিল্পী), শেখর গুহ (তবলা), অনুময় ভৌমিক (চিত্র শিল্পী), আনন্দ শীল, সৌমিলি কাঁড়ার (নাট্যকার), অনিশ মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ পাল (উত্তরপাড়া সঙ্গীত চক্র সম্পাদক) সব্যসাচী সরকার (উত্তরপাড়া সঙ্গীত চক্র অ্যাকাডেমির সম্পাদক) প্রমুখকে উত্তরীয় অর্পণের মাধ্যমে বরণ করে নেন।

অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্যায়ে রাগাশ্রয়ী সঙ্গীত পরিবেশন করেন তাপস রানা এবং পাপিয়া রানা। তবলায় এবং পার্কাসনে সঙ্গত করেন জয়দীপ চক্রবর্তী এবং শ্যামল পোড়েল। চিন্ময় লাহিড়ির উত্তরসূরী সুযোগ্য শিক্ষার্থী পণ্ডিত সিদ্ধেশ্বর ভৌমিক রাগাশ্রী রাগে খেয়াল পরিবেশন করেন। তবলায় সঙ্গত করেন পণ্ডিত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় এবং সুমন কাঁড়ার। মেঘ রাগে সেতার পরিবেশন করেন ইন্দ্রানী কাঁড়ার। তবলায় সঙ্গত করেন সুমন কাঁড়ার। বিখ্যাত কত্থক শিল্পী শ্রীলেখা মুখোপাধ্যায়ের সুযোগ্য দুই শিক্ষার্থী রাকেশ ভান্ডারী এবং কস্তুরী বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারত নাট্যম পরিবেশন করেন নীলিমা দাস ও সৌমশ্রী কাঁড়ার। আয়রা দে শাস্ত্রীয় নৃত্যাঙ্গীকে সৃজনশীলতার পরিচয় রাখেন।

অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ তবলিয়া পণ্ডিত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে পরিকল্পিত সমবেত তবলা লহরা পরিবেশিত হয়। অন্যান্যদের মধ্যে অংশ নেন পণ্ডিত সুমন কাঁড়ার, পণ্ডিত জটিলেশ্বর ভৌমিক, জয়দীপ চক্রবর্তী, তাপস রানা, সুমন দাস, সুকুমার দে এবং হারমোনিয়ামে পণ্ডিত সিদ্ধেশ্বর ভৌমিক। পণ্ডিত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও জটিলেশ্বর ভৌমিক এবং পণ্ডিত সুমন কাঁড়ার গুরু শিষ্যের সমবেত তবলা লহরায় সমঝদার উপস্থিত শ্রোতাদের মন জয় করে নেন। অনুষ্ঠানের সামগ্রিক পরিচালনায় ইন্দ্রাণী কাঁড়ার, তাপস রানা, পাপিয়া রানা, সুশান্ত চক্রবর্তী এবং সুকুমার দে সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় রাখেন।

৬৮তম রেল সপ্তাহ পালন করল দক্ষিণ-পূর্ব রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ-পূর্ব রেলের তরফ থেকে শুক্রবার কলকাতায় ৬৮তম রেল সপ্তাহ বিশিষ্ট রেল সেবা পুরস্কার উদযাপন করা হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার অনিল কুমার মিশ্র। উপস্থিত ছিলেন অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার এ কে দুবে, সিনিয়র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার অভয় কুমার গুপ্তা সহ অন্যান্য দপ্তরের প্রধানরাও। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খড়গপুর, আদ্রা, চক্রধরপুর ও রাঁচি ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারেরাও।

এদিনের অনুষ্ঠানে ২০২২-২৩ সালের রেল বিভাগের ৮৯ জন নির্বাচিত আধিকারিক ও কর্মীকে তাঁদের অসামান্য সেবা ও নিষ্ঠার স্বীকৃতিস্বরূপ সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অন্যান্য বিভাগে দক্ষতা ঢালও বিভিন্ন বিভাগ, কর্মশালা এবং স্টেশন প্রদান করা হয়। রাঁচি স্টেশনটি সেরা সংরক্ষিত স্টেশন হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে।

শ্যামনগর ওয়েভারলি জুটমিলে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শুক্রবার বেলায় আচমকা আগুন লাগে শ্যামনগর ওয়েভারলি জুটমিলে। যদিও ওই মিলের বর্তমান নাম 'এভরিল ইনফ্রা স্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড।' মিল শ্রমিক লালু শেখ জানান, এদিন বেলা দেড়টা নাগাদ পাটঘরে আগুন লাগে। সেখানে মজুত থাকা প্রচুর পাট পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। তবে কিভাবে পাটঘরে আগুন লাগল, তা জানি না। দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। যদিও মিলের ভেতরে সাংবাদিকদের ঢুকতে দেয়নি মিল কর্তৃপক্ষ। তৃণমূল সমর্থিত জুট টেক্সটাইল ওয়ার্কার ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক অজয় রায় বলেন, প্রচার পরিমানে পাট মজুত থাকা পাটঘরে আগুন লেগেছিল। কিভাবে পাটঘরে আগুন লাগলো, তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়।

শিয়ালদা-কল্যাণী সীমান্ত লোকালের নতুন স্টপেজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিয়ালদা-কল্যাণী সীমান্ত লোকালে যারা যাতায়াত করেন তাদের জন্য সুখবর শোনাল পূর্ব রেল। বিধাননগর স্টেশনে প্রচুর নিত্যযাত্রীদের দেখা যায় বহু সংখ্যক যাত্রী বাড়ি ফেরার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। আর এই কথা মাথায় রেখে পূর্ব রেলওয়ে শিয়ালদা-কল্যাণী সীমান্ত লোকালের স্টপেজ সংখ্যা বাড়াল। সন্ধে ৭টা ১০ মিনিটের যে কল্যাণীগামী লোকালটি শিয়ালদা থেকে রওনা হত সেই ট্রেনটি আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে বিধাননগর স্টেশনে দাঁড়াবে। পূর্ব রেলের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে এই ট্রেনটি বিধাননগর স্টেশনে এসে পৌঁছবে সন্ধে ৭টা ১৭ মিনিটে। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, এতদিন এই ট্রেনটির বিধাননগরে কোনও স্টপেজ ছিল না।

সরস্বতী পুজোয় মেট্রোর সময়সূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৪ ফেব্রুয়ারি বুধবার সরস্বতী পুজো। আর এই পুজো উপলক্ষ্যে, সকাল ৬টা থেকে ৫০ মিনিট থেকে রাত ২২টা ৩৫ পর্যন্ত মিলবে মেট্রো পরিষেবা। কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে জানানো হয়েছে এদিন মোট ২৩৪টি মেট্রো চালানো হবে উত্তর -দক্ষিণ করিডরে অর্থাৎ ব্লু লাইনে। যার মধ্যে ১১৭টি আপ ও ১১৭ টি ডাউন লাইনে চালানো হবে।

প্রথম পরিষেবা

সকাল ৬৫০ মিনিটে- কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর (কোনও পরিবর্তন নয়)

সকাল ৬৫০ মিনিটে- দমদম থেকে কবি সুভাষ (কোনও পরিবর্তন নেই)

সকাল ০৬৫৫ মিনিটে- দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর (কোনও পরিবর্তন নয়)

সকাল ৭টায়- দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ (কোনও পরিবর্তন নেই)

শেষ পরিষেবা

রাত ২১২৮ মিনিটে- দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ (কোনও পরিবর্তন নেই)

রাত ২১৩০ মিনিটে- কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর (কোনও পরিবর্তন নয়)

রাত ২১৪০ মিনিটে- দমদম থেকে কবি সুভাষ (কোনও পরিবর্তন নেই)

রাত ২১৪০ মিনিটে- কবি সুভাষ থেকে দমদম (কোনও পরিবর্তন নেই)

ব্যারাকপুর ধোবিঘাট থেকে যুবকের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শুক্রবার সকালে গঙ্গার তীরবর্তী ব্যারাকপুর ধোবিঘাট থেকে পুলিশ এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম দীপক গুপ্তা (৩৫)। তাঁর বাড়ি নোয়াপাড়া থানার গারুলিয়ার সোদলা ট্যাঙ্ক রোডে। পুলিশ জানিয়েছে, গারুলিয়ার কোনও ঘাটে হয়তো স্নান করতে নেমে ওই যুবক তলিয়ে গিয়েছিল। পরে মৃতদেহটি ভেসে ধোবিঘাটে এসে ঠেকেছে।

জয়রামবাটীতে ঠাকুর সীতারামদাসের মহোৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলি জেলার জয়রাবাটীতে সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব প্রতিষ্ঠিত জীবটা ভুবনেশ্বরী আশ্রমের সুবর্ণ জয়ন্তী পূর্তি উপলক্ষে ১১ এবং ১২ ফেব্রুয়ারি শনিবার ও রবিবার দু'দিনব্যাপী বিরাট নামযজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে। উৎসবের প্রথম দিন শনিবার সন্ধ্যায় শ্রী শ্রী ঠাকুর সীতারামদাস দেবের রচিত নাটক নদিয়া নাগর অভিনীত হবে। দু'দিন ষোলো প্রহরব্যাপী নাম যজ্ঞ, রঘুবিষ্ণু যজ্ঞ, নগর সংকীর্তন, ঠাকুর কথা, ভাগবত কথা, সীতারাম কথা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। ১২ ফেব্রুয়ারি রবিবার অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের সর্বাধীশ বিঠঠল রামানুজ মহারাজ কর্তৃক দীক্ষাদান। মহাপ্রসাদের আয়োজন করা হয়েছে বলে আশ্রমের পক্ষে উত্তম দে জানিয়েছেন।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২৬ মাঘ ১৪৩০ শনিবার

আইএসএফ কর্মী খুনের মামলায় ১২ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ আরাবুলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ১২ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হল আরাবুলকে। ভাঙড় কলকাতা পুলিশের আওতায় আসার পর এই প্রথম কোনও বড় রাজনৈতিক গ্রেপ্তারি। আরাবুলকে বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার করা হয় আইএসএফ কর্মী খুনের মামলায়। পঞ্চায়েত ভোটের আবহে বিজয়গঞ্জ বাজারে আইএসএফ-তৃণমূলের সংঘর্ষে মইনুদ্দিন মোল্লা নামে এক আইএসএফ কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। সেই ঘটনার জেরেই এই গ্রেপ্তারি বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ভাঙড়ে শাসক শিবিরের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা হিসাবেই আরাবুল ইসলামকে সকলে চেনেন। তবে এদিন যেভাবে আরাবুলকে আদালতে তোলা হয়, তাতে তাঁকে দেখে চেনার উপায়ই নেই। একেবারে সাদা কাপড়ে শক্ত করে বাঁধা মুখ। কারও ধারনা মুখ

লুকিয়েছেন আরাবুল।

এদিকে বৃহস্পতিবার বিকালে উত্তর কাশীপুর থানায় আচমকাই ডেকে পাঠানো হয়েছিল আরাবুলকে। সেখান থেকেই গ্রেপ্তারি। এরপর সোজা লালবাজারে আনা হয় আরাবুলকে। পঞ্চায়েত ভোটের সময় মনোনয়ন জমা থেকে শুরু করে গণনা অবধি হিংসা জিইয়ে রেখেছিল ভাঙড়। এই সময় বারবার অভিযোগে নাম জড়িয়েছিল আরাবুলের।

এদিকে শুক্রবার শুনানি পর্বে ১৪ দিনের পুলিশ হেপাজত চান সরকার পক্ষের আইনজীবী। অন্য অভিযুক্তদের চিহ্নিত করতে এবং এই ঘটনায় ব্যবহার হওয়া অস্ত্র উদ্ধার করার জন্য আরাবুলকে হেপাজতে নেওয়া প্রয়োজন বলে জানান তিনি। আরাবুল কীভাবে এই ঘটনায় যুক্ত তার পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ রয়েছে কেস ডায়েরিতে, জানান সরকার পক্ষের আইনজীবী।

অন্যদিকে আরাবুলের আইনজীবীরা বলেন, ৮ মাসের পুরনো ঘটনায় হঠাৎ থানায় ডেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আরাবুলকে। আরাবুল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি এর সঙ্গে যুক্ত নন। রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় এসব হচ্ছে। সঙ্গে এও জানান, আরাবুল অসুস্থ। এরই পাশাপাশি আইনজীবীর আর্জি তাঁর উচ্চ রক্তচাপ তাই জেলেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক। উভয়পক্ষের সওয়াল জবাব শেষে ১২ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি ফের এই মামলার শুনানি।

১০০ দিনের কাজেও টাকা আত্মসাৎ হয়েছে পরিকল্পনা মাফিক, দাবি ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুরসভা ও স্কুলে নিয়োগে দুর্নীতির পাশাপাশি এবার মতোই রাজ্যে একশো দিনের কাজ প্রকল্পে 'জব কার্ড' দুর্নীতির অভিযোগও সামনে এসেছে। যেখানে পরিকল্পনামাফিক টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সংস্থা ইডির তরফ থেকে। একইসঙ্গে অভিযোগ, ওই আত্মসাতের প্রক্রিয়ায় কমিশনের টোপ দেওয়া হত 'জব কার্ড' হোল্ডারদের। এই প্রসঙ্গে ইডি'র দাবি, একশো দিনের কাজের টাকা হাতাতে বেশ কয়েকটি পন্থা নিয়েছিলেন অভিযুক্তরা। আর এখানেই কমিশনের টোপ দিয়ে টাকা আত্মসাতের বিষয়টি উঠে আসছে। ইডির তরফ থেকে জানানো হচ্ছে, কমিশনের টোপ দিয়ে একশো দিনের জব কার্ডে নাম তোলানো হতো পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দাদের। তাঁদের সঙ্গে অভিযুক্তদের চুক্তি থাকত, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা ঢুকলে তার কত শতাংশ দিতে হবে। অভিযোগ, ২০ থেকে ৫০ শতাংশ কমিশন দিতে হত একাংশ জব কার্ড হোল্ডারকে। এই অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে চাইছেন তদন্তকারীরা। গ্রামবাসীদের জব কার্ডে নাম তোলা থেকে দুর্নীতি শুরু হত। যাঁরা পঞ্চায়েত সদস্যদের ঘনিষ্ঠ হতেন, তাঁরা একশো দিনের কাজে

অগ্রাধিকার পেতেন। আর যাঁদের কাজের প্রয়োজন সত্যিই, বাস্তবে তাঁরাই বেশি বঞ্চিত হতেন। আর এখানেই ইডির তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে, নিচুতলা থেকে শুরু করে সরকারি আধিকারিকরাও এই দুর্নীতিতে যুক্ত। তাঁরাও টাকার ভাগ পেয়েছেন। অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে এ বিষয়ে আরও তথ্য মিলতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। এই প্রসঙ্গেই ইডির তরফ থেকে অনুমান করা হচ্ছে পঞ্চায়েত সদস্য এবং সরকারি আধিকারিকদেরও একাংশ এই দুর্নীতিতে যুক্ত। তবে এ বিষয়ে আরও তথ্য পেতে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বহরমপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সঞ্চয়ন পানকে তলব করা হয়েছে। ওই দিনই আসতে বলা হয়েছে চন্দননগরের নির্মাণ-সহায়ক কর্মী সন্দীপ সাধুখাঁকেও। পরবর্তী পর্যায়ে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি তলব করা হয়েছে ঝাড়গ্রামের সংখ্যালঘু দপ্তরের আধিকারিক শুভ্রাংশু মণ্ডলকেও।

প্রসঙ্গত, গত মঙ্গলবার কলকাতা, হুগলি, ঝাড়গ্রাম এবং মুর্শিদাবাদে তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু নথিপত্র উদ্ধার করেছিল ইডি। সেই সব নথি খতিয়ে দেখার পর সন্দেহের তালিকায় থাকা অভিযুক্তদের একে একে সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করে জিজ্ঞাসাবাদের প্রক্রিয়া শুরু করতে চাইছে কেন্দ্রীয় তদন্তসংস্থা। তারা মনে করছে, শিক্ষাক্ষেত্রে এবং পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির মতো একশো দিনের 'জব কার্ড' দুর্নীতিও আটঘাট বেঁধে করা হয়। এদিকে ইডি'র তদন্ত শুরুর আগে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা এবং হুগলির ধনেখালিতে ৫টি এফআইআর রুজু হয়েছিল। তার ভিত্তিতে তদন্তও শুরু হয়েছিল। এমনকী তদন্তে নেমেছিল সিআইডি'র ইকনমিক অফেন্স উইংও।

ভুয়ো ডিরেক্টর নিয়োগ মামলায় একক বেঞ্চের নির্দেশই বহাল ডিভিশন বেঞ্চে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভুয়ো ডিরেক্টর নিয়োগের মামলায় এবার বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের একক বেঞ্চের নির্দেশই বহাল রাখল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সূর্যপ্রকাশ কেশরওয়ানি ও বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চ। বৃহস্পতিবার বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় ওই মামলায় এসএফআইওকে (স্পেশ্যাল ফ্রড ইনভেস্টিগেশন অফিস) তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। শুক্রবার সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন এক সংস্থার ট্রাস্টি বোর্ডের দু'জন সদস্য। শুক্রবার এই মামলাই ওঠে হাইকোর্টের বিচারপতি সূর্যপ্রকাশ কেশরওয়ানি ও বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চে। এরপরই ডিভিশন বেঞ্চ একক বেঞ্চের নির্দেশই বহাল রাকে। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেঞ্চ বৃহস্পতিবার যে এসএফআইও তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল, তাতে কোনও স্থগিতাদেশ নয় বলেই জানায় ডিভিশন বেঞ্চ।

এদিনের মামলার শুনানিতে বিচারপতি সূর্যপ্রকাশ কেশরওয়ানি ও বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চের তরফ থেকে

জানানো হয়, যেহেতু তদন্ত শুরু হয়েছে, তাই এই মুহূর্তে এই মামলার কোনও প্রয়োজন নেই। তাই ওই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। প্রসঙ্গত, 'ডেলটা লিমিটেড' ও 'ওডিশা প্রাইভেট লিমিটেড'- নামে ওই দু'টি সংস্থায় ডিরেক্টর পদে নিয়োগ ঘিরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বৃহস্পতিবার ওই মামলায় বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের একক বেঞ্চ ইডিকে তদন্তের নির্দেশ দেয়। একইসঙ্গে এসএফআইও-কে দিয়েও তদন্তের নির্দেশ দেন বিচারপতি। সেই নির্দেশের পর 'ডেল্টা লিমিটেড' সংস্থার ট্রাস্টি বোর্ডের দু'জন সদস্য ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তবে ডিভিশন বেঞ্চ সেই আর্জি খারিজ করে দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সংশয় প্রকাশ করে পর্যবেক্ষণে জানিয়েছিলেন, কেউ এদের সাজিয়ে রেখে পিছন থেকে কাজ করছে। এরপর শুক্রবার আদালতে এএসজি অশোক চক্রবর্তীও জানান, এই নিয়োগ কীভাবে হয়েছিল, সেটা তদন্ত করা প্রয়োজন। এরপরই বিচারপতি সূর্যপ্রকাশ কেশরওয়ানিও এদিন মামলকারী আইনজীবীর কাছে জানতে চান কিসের এক্সট্রা অর্ডিনারি পরিস্থিতির কথা তিনি বলছেন তা নিয়েই।

একইসঙ্গে বিচারপতি এও জানান, 'ডিরেক্টরদের তিনজন স্বীকার করেছেন, তাঁরা নিয়োগ করতেন কারও নির্দেশে। নিশ্চিত কেউ এর পিছনে আছে।'

এদিকে মামলাকারীদের আইনজীবী সৌম্য মজুমদার যুক্তি দেখান, যেহেতু মাত্র পাঁচ জন রয়েছেন এখানে, তার জন্য এসএফআইও কীভাবে প্রয়োজন। কিন্তু বিচারপতি সূর্যপ্রকাশ কেশরওয়ানি আইনজীবীর উদ্দেশে বলেন, 'হয়তো আপনি ঠিক বলছেন। তাও এফআইআর হয়ে গিয়েছে। তদন্তে বাধা দেওয়ার কোনও অর্থ হয় না। তাই আপাতত নির্দেশ বহাল থাকছে।'

তোলার টাকা না দেওয়ায় পানিহাটিতে আক্রান্ত চাল ব্যবসায়ী ও তার বৃদ্ধা মা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তোলার টাকা না দেওয়ায় আক্রান্ত এক চাল ব্যবসায়ী ও তার বৃদ্ধা মা। ঘোলা থানার পানিহাটি পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের বৃহস্পতিবার বিকেলের ঘটনা। ওই ওয়ার্ডের মিলনগড়ের বাসিন্দা চাল ব্যবসায়ী অমিত কুন্ডু জানান, বেশ কিছুদিন ধরেই স্থানীয় বিজেপি নেতা বিশাল দাস তার কাছে টাকা চাইছিল। অমিতের অভিযোগ, টাকা দিতে অস্বীকার করায় বিশাল দাস অতর্কিতে লোহার রড নিয়ে তার ওপর চড়াও হয়। লোহার রড দিয়ে বিশাল তার মাথায় সজোরে আঘাত করে। পুত্রকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন ব্যবসায়ীর ৭০ বছরের বৃদ্ধা মা মীরা কুণ্ডু। আক্রান্ত বৃদ্ধা জানান, আক্রমণকারী মেরে তাঁর চশমা ভেঙে দিয়েছে। তাছাড়া হাতে-পিঠে ঘুষিও মেরেছে। ঘটনার দিন আক্রান্ত ব্যবসায়ী ঘোলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। যদিও ঘটনার পর থেকে বেপাত্তা অভিযুক্ত বিজেপি নেতা। পুলিশ অভিযুক্তের খোঁজ চালাচ্ছে। ঘটনা নিয়ে বিজেপি নেতা জয় সাহা বলেন, দু'জনের চাল ব্যবসায়ী। ব্যবসা সংক্রান্ত বিবাদ ঘিরে এই ঘটনা। তবে কেউ দোষ করলে তাকে শাস্তি পেতেই হবে।

পিএফ না মেলায় ইডিকে তদন্তের নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রভিডেন্ট ফান্ডের (পিএফ) টাকা না পেয়ে মামলা করেছিলেন ডেলটা লিমিটেড ও ওডিশা লিমিটেড নামে ওই দুই সংস্থার অবসর নেওয়া কয়েকজন কর্মী। তাঁদের দাবি, প্রায় ২১ কোটি টাকার প্রভিডেন্ট ফান্ড বকেয়া রয়েছে। একইসঙ্গে অভিযোগ, সারদার মতো চিটফান্ডের কায়দায় 'ভুয়ো' ডিরেক্টর নিয়োগ করা হয়েছে দু'টি চটকলে। যার সূত্রে অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, চিটফান্ডের ছায়া কি এবার চটকলে! বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বৃহস্পতিবারই তদন্ত শুরুর নির্দেশ দেন ইডিকে। এবার এই মামলায় আদালতের নির্দেশ সংস্থার পাঁচ ডিরেক্টরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্তে নামতে হবে। হাইকোর্টের আগের নির্দেশে শুক্রবার পাঁচ ডিরেক্টরও আদালতে হাজির হন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে শেরিফের অফিসে বসিয়ে রাখার নির্দেশ দেয় কোর্ট। আদালতের আরও নির্দেশ, প্রাথমিক অনুসন্ধান বা জিজ্ঞাসাবাদ করে যে তথ্য পাওয়া যাবে, সেটা এসএফআই-ও কে জানাবে ইডি। সেই অনুযায়ী ইডি পদক্ষেপ করবে।

বিচারপতির আশঙ্কা, এই গোলমালের পিছনে পাটশিল্পের বড় কিছু মাথা জড়িত থাকতে পারেন। বিচারপতির বক্তব্য, 'তাঁরা আমাকে বদলিও করতে পারেন। তবু আমি চাই আসল অপরাধীরা ধরা পড়ুক।'

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, শুক্রবার ডেলটা লিমিটেড ও ওডিশা লিমিটেড নামে ওই দুই সংস্থার পাঁচ ডিরেক্টরকে এদিন আদালতে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি। সেই মতোই এদিন হাজির হন তাঁরা। কথা বলার পর বিচারপতি জানান,'দুই সংস্থা সম্পর্কে এই পাঁচ ডিরেক্টর প্রায় কিছুই জানেন না। সংস্থা সম্পর্কেও তেমন ধারণা নেই তাঁদের।' সংস্থার আয় ব্যয় বা কার্যপ্রণালী নিয়েও বিচারপতির কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি এঁরা। আর এই প্রসঙ্গে আদালতের বক্তব্য, এঁরা সবাই জুট মিলের সুপারভাইজার থেকে ডিরেক্টর হয়েছেন। এগুলো প্রাইভেট লিমিটেড, নাকি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি, সেটুকুও এই পাঁচজন জানেন না। শেষ ত্রৈমাসিকে কত লাভ-লোকসান হয়েছে, সে সম্পর্কেও এঁদের ধারণা নেই বলে মন্তব্য করেন বিচারপতি। তাঁর পর্যবেক্ষণ, এঁদের কে ডিরেক্টর হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন, সেটাও তাঁরা জানেন না।

এরই প্রেক্ষিতে আদালতের ধারণা, এই পাঁচ জন এখনও কোনও অপরাধ করেননি। তবে জিজ্ঞাসাবাদ প্রয়োজন। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের আশঙ্কা, এদের সামনে রেখে কেউ বা কারা পিছন থেকে কলকাঠি নাড়াচাড়া করছে। এদের বলির পাঁঠা করা হচ্ছে। সঙ্গে বিচারপতি এও বলেন, 'এরা চাইলে পদত্যাগ করতে পারেন। এখনও এদের গ্রেপ্তার করার প্রয়োজন নেই।' এদের যাতে সম্মানহানি না হয়, এজলাসে উপস্থিত শেরিফের প্রতিনিধিকে সে ব্যাপারেও নির্দেশ দেন বিচারপতি।

অভিষেকের আবেদনের একটি অংশ স্বতঃপ্রণোদিত মামলার সঙ্গে যুক্ত করার আশ্বাস শীর্ষ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সুপ্রিম কোর্টে ফের ধাক্কা তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। শুক্রবার বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সাক্ষাৎকারে আদালতের হস্তক্ষেপের দাবি খারিজ করে সুপ্রিম কোর্ট। প্রসঙ্গত, বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট পদক্ষেপ করুক, এই দাবির পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে চলা সব মামলা হাইকোর্ট থেকে কোনও স্পেশ্যাল বেঞ্চে স্থানান্তরিত করার আবেদন করেছিলেন অভিষেক। তবে প্রথম আবেদনটি খারিজ করলেও দ্বিতীয় অংশটি বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ। সূত্রে খবর, সুপ্রিম কোর্টের স্বতঃপ্রণোদিত মামলার সঙ্গে এই আবেদনটি যুক্ত হবে।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর্জি ছিল, আদালত ও আদালতের বাইরে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় আবেদনকারী সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করেছেন, সেগুলি যেন চলতি তদন্ত প্রক্রিয়ায় প্রভাব না ফেলে, তা নিশ্চিত করুক সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি এ দাবি করেছিলেন, বিচারাধীন বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সাক্ষাৎকার দেওয়ায় বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হোক। একইসঙ্গে আর্জি জানানো হয়, বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় এবং

বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসের শিক্ষা সংক্রান্ত মামলাগুলি কোনও স্পেশ্যাল বেঞ্চে পাঠানো হোক। সঙ্গে সংযোজন, বিচারাধীন বিষয় সম্পর্কে বা মামলায় যুক্ত কোনও পক্ষ সম্পর্কে বিচারপতিরা যাতে মন্তব্য না করেন, সেজন্য সব হাইকোর্টকে নির্দেশ দেওয়া হোক। পাশাপাশি তাঁকে নিয়ে চলা মামলাগুলি সংবাদ প্রকাশ্যে স্থগিতাদেশ জারি হোক।

এরপরই এদিন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ অভিষেকের আইনজীবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, একজন বিচারপতির বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আপনি আবেদন করছেন। আমরা এই বিষয়ে কোনও নোটিস জারি করব না। প্রসঙ্গত, বিচারপতি সৌমেন সেন সম্পর্কে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্যকে কেন্দ্র করে ৫ বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ শুনানি করছে। সেই বেঞ্চে অভিষেকের আবেদনের একটি অংশ যুক্ত করার আশ্বাস দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

হালকা শীতের আমেজ থাকবে ভ্যালেন্টাইন্স উইকে, জানাল আবহাওয়া দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হালকা শীতের আমেজ উপভোগ করতে করতে ভ্যালেন্টাইন্স উইক কাটতে চলেছে বঙ্গবাসীর, এমনটাই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, খেয়াল খুশিতে পরিবর্তন হচ্ছে আবহাওয়ার। কখনও রোদ, কখনও বৃষ্টি আবার কখনও শীতের দাপট আবহাওয়ার মুড সুইং-এর দাপটে নাজেহাল হতে হচ্ছে বঙ্গবাসীকে। শীতের শেষ ব্যাটিং জেলায় ভালোভাবেই হবে এমনটাই মনে করা হচ্ছে। রাজ্যে প্রবেশ করছে উত্তর-পশ্চিমী বায়ু। এর ফলে অনেকখানি কমেছে তাপমাত্রার পারদ। ফলে রোদের তেজ গায়ে লাগলেও শীতের আমেজ উপভোগ করা যাচ্ছে। ফের আবারও আরেক দফা শীতের ইনিংস চলতে পারে জেলায় এমনটাই পূর্বাভাস মিলেছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, দক্ষিণবঙ্গে আবারও তাপমাত্রার পারদ বেশ খানিকটা কমেছে।

শনিবার পর্যন্ত থাকবে এই হালকা শীতের আমেজ। কলকাতায় ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি এবং জেলায় ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি নেমেছে পারদ। শুক্রবার একধাক্কায় পারদ কমে শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হয়েছে ১৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি কম। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, উত্তর-পশ্চিমি হাওয়ার দাপটে তাপমাত্রা পতন হয়েছে। শনিবার পর্যন্ত তাপমাত্রা আরও একটু কমতে পারে। শহর কলকাতা-সহ শহরতলির আশেপাশের এলাকাগুলিতে বিগত দিনের তুলনায় তিন থেকে চার ডিগ্রি পর্যন্ত কমেছে তাপমাত্রার পারদ। তবে রবিবার থেকে ফের আবহাওয়া পরিবর্তন হবে। বুধবারের মধ্যে ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে। ফলে সব মিলিয়ে আপাতত আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তাপমাত্রার খামখেয়ালিপনা চলবে। এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, শৈত্য প্রবাহের সতর্কতা রাজ্যের আট জেলায়। দক্ষিণবঙ্গের ৬ জেলায় শীতের সর্তকতার কথা জানানো হয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে। তবে চলতি সপ্তাহে তাপমাত্রা কমলেও হাড় কাঁপানো শীতের আর সম্ভাবনা নেই দক্ষিণবঙ্গে। সকালের দিকে রাজ্যের একাধিক জেলায় আকাশ আংশিক মেঘলা থাকলেও বৃষ্টির সম্ভাবনা আপাতত নেই।

প্রশ্নের উত্তর না বলায় ইছাপুরে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর ওপর হামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: প্রশ্নের উত্তর না বলায় পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে বেরোতেই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর ওপর হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল কয়েকজন পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে। হামলায় গুরুতর জখম পরীক্ষার্থী হাসপাতালে ভর্তি থাকায় দু'টো পরীক্ষা সে দিতে পারেনি। নোয়াপাড়া থানার ইছাপুরের ঘটনা।

গত ২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা। ইছাপুর বিভূকিঙ্কর হাইস্কুলে সিট পড়েছে ইছাপুর নর্থ ল্যান্ড হাইস্কুল ও গারুলিয়া মিল হাইস্কুলের। গত ৫ ফেব্রুয়ারি ছিল ইতিহাস পরীক্ষা। জানা গিয়েছে, ইতিহাস পরীক্ষার দিন প্রশ্নের উত্তর লিখতে না পারায় ইছাপুর নর্থ ল্যান্ড হাই স্কুলের ছাত্র শুভ বর্মনের কাছে কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছিল গারুলিয়া মিল হাইস্কুলের দু-তিনজন ছাত্র। কিন্তু উত্তর না বলায় শুভ-র ওপর ক্ষোভ জন্মায়। অভিযোগ, পরীক্ষা কেন্দ্র বিভূকিঙ্কর স্কুল থেকে বাইরে বেরোতেই শুভর ওপর হামলা চালায় গারুলিয়া মিল হাই স্কুলের তিন-চারজন ছাত্র। সেইসময় আক্রান্তের এক সহপাঠী পুলিশকে তৎক্ষণাৎ জানায়। পুলিশ এসে আক্রমণকারীদের ঘটনাস্থল থেকে হটিয়ে দেয়। জানা গিয়েছে, আক্রান্ত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী গারুলিয়া পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের নিরঞ্জন বি-ব্লকের বাসিন্দা। আক্রান্তের পিতা কালু বর্মনের অভিযোগ, পুলিশ প্রথমে হামলাকারীদের সরিয়ে দেয়। কিন্তু

পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে ১৫০ মিটার দূরত্বে একটা মাল্টি জিম সেন্টারের সামনে ফের হামলাকারীরা ছেলেকে ঘিরে ধরে বেধড়ক পেটায়। কালু বাবু আরও জানান, ওরা মেরে ছেলের নাক-মুখ ফাটিয়ে দিয়েছে। গুরুতর জখম অবস্থায় পরদিন ছেলেকে কলকাতার আরজিকর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বৃহস্পতিবার রাতে ছেলেকে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে আনা হয়েছে। ওইদিন রাতেই নোয়াপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। কালু বাবুর দাবি, হাসপাতালে ভর্তি থাকায় ছেলে ভূগোল ও গণিত পরীক্ষা দিতে পারেনি। যদিও এদিন জীবন বিজ্ঞান পরীক্ষা কোনওক্রমে দিয়েছে। সোমবার ফের ওকে চিকিৎসার জন্য আরজিকর হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। তবে ঘটনায় জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব আক্রান্ত পড়ুয়ার পরিবার ও পড়শিরা। ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় কাউন্সিলর অসীম বর্মন বলেন, খুব দুঃখজনক ঘটনা। প্রশাসনের নজর দেওয়া উচিত ছিল। অসীম বাবু আরও বলেন, ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, সেদিকে নজর রেখে ঘটনায় জড়িতদের অবিলম্বে পাকড়াও করা উচিত।

হরিহরপাড়ার নাবালিকা ধর্ষণকাণ্ডে দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নাবালিকাকে অপহরণ করে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। কারণ অভিযোগ রয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ও ইনকয়েস্ট রিপোর্টের মধ্যে তফাৎ রয়েছে। আর সেই কারণেই শুক্রবার দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের নির্দেশ দিল আদালত। পাশাপাশি এ নির্দেশও দেওয়া হয় এসএসকেএম হাসপাতালের চিকিৎসকদের দিয়ে ময়নাতদন্ত করাতে হবে। সঙ্গে বিচারপতি সেনগুপ্ত এও নির্দেশ দেন, আগামী ৬ মার্চ কেস ডায়েরি আদালতে হাজির করতে হবে। প্রসঙ্গত, এই ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটে গত জানুয়ারি মাসে। মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানা এলাকায় বাবা ও নাবালক ছেলের বিরুদ্ধে ১৩ বছরের এক নাবালিকাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করার অভিযোগ ওঠে। পরে নৃশংসভাবে খুনও করা হয় বলে অভিযোগ। চোখ খুবলে তুলে নেওয়া থেকে দেহের বিভিন্ন অংশ আঘাতের চিহ্নও মিলেছে। এমনকী অ্যাসিড ঢেলে দেহ পোড়ানোর চেষ্টারও অভিযোগ ওঠে। এদিকে ময়নাতদন্তের যে রিপোর্ট সামনে এসেছে, তাতে এরকম কোনও তথ্যের উল্লেখ নেই বলে আদালত সূত্রে খবর। শুক্রবার আদালতে মামলাকারীর তরফে আইনজীবী জানান, এই ঘটনায় বাবা ও নাবালক ছেলে কয়েক মাস আগেও অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত হন। আগের এই ঘটনা যুক্ত করে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ৩০২ ও পকসো ধারা দেওয়ার আবেদন জানানো হয়।

সম্পাদকীয়

আত্মপ্রচারের ঢক্কানিনাদে আত্মমর্যাদা, আত্মসমীক্ষা, আত্মত্যাগ ফ্যাকাশে হচ্ছে

ব্র্যান্ডেড সালোঁর স্থানীয় শাখায় অপেক্ষা করার সময় চোখে পড়েছিল, এক তরুণী নিজের মুঠোফোনে তাঁর কেশদামের সৌন্দর্যায়ন প্রণালীর প্রতিটি পর্যায়ের সেলফি তুলে তৎক্ষণাৎ সমাজমাধ্যমে পোস্ট করছেন। এ ভাবে প্রতি মুহূর্তে নিজেকে জাহির করা কিংবা নিজের উপস্থিতি জানান দেওয়ার প্রবণতা, ক্রমেই আসক্তির পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে। মুঠোফোনে নিজস্বী তোলার প্রেক্ষাপট হোটেল-রেস্তরাঁ, পুজোমণ্ডপ, বিয়েবাড়ি থেকে শুরু করে রেললাইন, ব্রিজ, বাঘ-সিংহের খাঁচা, যা কিছু হতে পারে। মুহূর্তে আন্তর্জালে ছড়িয়ে দেওয়া সে সব ছবিতে লোকের সাড়া পেলে ভাল, না পেলে নতুন কোনও প্রেক্ষাপটে নিজস্বীর আত্মপ্রকাশ। এর ফলে তরুণ সমাজের মধ্যে দেখা দিচ্ছে আত্মপরিচয়ের সঙ্কট।

সেলফির এই নেশাকে হাতিয়ার করে মোবাইল প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলোও বদলে নিয়েছে তাদের বিপণন কৌশল। সেলফি ক্যামেরা আর মেগাপিক্সেলের মোহে ধরা দিচ্ছেন ক্রেতারা। মনে পড়ে, বহু বছর আগে দাদার বিয়েতে অ্যানালগ এসএলআর ক্যামেরায় ছবি তুলতে গিয়ে, বিয়েবাড়িতে ‘ক্যামেরা ম্যান’ হিসেবে চিহ্নিত হতেন কেউ কেউ। বর্তমানে ডিজিটাল এসএলআর ব্যবহার করলেও, সেই তকমা জোটে না। কারণ হাতে হাতে মোবাইল ক্যামেরা আর সকলেই ‘ক্যামেরা ম্যান’। যদিও ক্যামেরায় ছবি তোলা আর মোবাইলের ক্যামেরায় ছবি তোলার মধ্যে বেশ কিছু মৌলিক পার্থক্য আছে।

মুঠোফোনের সেলফি-র ভার্চুয়াল সম্প্রচারে আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই, যতক্ষণ না পর্যন্ত তথাকথিত নেটিজেনদের কাছ থেকে প্রভূত সাড়া পাওয়া যায়। অন্য দিকে, আত্মপ্রচারের এই প্রবল ঢক্কানিনাদে আত্মমর্যাদা, আত্মসমীক্ষা, আত্মত্যাগ, আত্মনিয়ন্ত্রণ-এর মতো শব্দগুলো যেন ক্রমেই ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। সেলফি জেনারেশন-এর এই নিজস্বী নিমগ্নতাকে এক-এক সময় কেমন যেন দিশাহীন দেখায়।

জন্মদিন

আজকের দিন

জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

১৯৪৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রাজেশ পাইলটের জন্মদিন।*
১৯৭৭ *বিশিষ্ট সুরকার ও সঙ্গীতশিল্পী জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৮৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী পায়েল সরকারের জন্মদিন।*

শিশু-অপরাধে রাশ টানতে দরকার ছোটদের মনকে গঠনমূলক ও ইতিবাচক করা

অশোক সেনগুপ্ত

ঘটনা ১: স্কুলে ছুটি পাওয়া যাবে। তাই ছ'বছরের এক ছাত্রকে পাথর দিয়ে থেঁতলে খুন করে স্কুলেরই অষ্টম শ্রেণির আর এক ছাত্র। পরে দুপুরে ক্লাশ করে সে। সন্ধ্যায় হোস্টেলে গিয়ে প্রার্থনাতেও যোগ দেয়। পুরুলিয়ার একটি আবাসিক স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রটিকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। গত ৩০ জানুয়ারি স্কুলের বাইরে একটি পুকুরের পাশে উদ্ধার হয় বাচ্চাটির দেহ।

ঘটনা ২: ইট-পাথরের স্তূপের মধ্যে পড়েছিল একটি প্ল্যাস্টিকের বস্তা। তা দেখে সন্দেহ হয় এক মহিলার। পরে পুলিশ এসে বস্তার মধ্যে থেকে হবে উদ্ধার করে একজনের দেহ। মৃতের বয়স ১২। মধ্যপ্রদেশের এক গ্রামে সে খুন হয়।

পুলিশ প্রথমে ভেবেছিল, এটা পেশাদার অপরাধীদের কাজ। পরে জানা যায়, এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তিন নাবালক। তাদের একজনের বয়স মাত্র ১১। পরিকল্পনা করে তারা ছেলেটিকে ফাঁকা জায়গায় ডেকে আনে। তিনজন প্রথমে সাইকেলের চেন দিয়ে ছেলেটির শ্বাসরোধ করে। তারপর পাথর দিয়ে থেঁতলে দেয় মাথা। শেষে মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য গলার নলি কেটে দেয়। এটি গত বছর মে মাসের ঘটনা।

মাঝে মাঝেই কিশোর-অপরাধের ঘটনা ঘটে। ন্যাশনাল ক্রাইমস রেকর্ডস ব্যুরোর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ২০২১ সালে নাবালকরা ৩১ হাজার ১৭০ অপরাধ করেছে। ২০২০ সালে ওই সংখ্যা ছিল ২৯ হাজার ৭৬৮। অর্থাৎ এক বছরে শিশুদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে ৪.৭ শতাংশ। এরকম অপরাধীর ৭৬.২ শতাংশ ১৬-১৮ বছর বয়সী। কিশোর অপরাধী ৬.৭ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৭.০ শতাংশ। ২০২২-এ অবশ্য নাবালক-অপরাধের সংখ্যা '২১-এর তুলনায় ২ শতাংশ কমে হয়েছে ৩০ হাজার ৫৫৫।

অনেকের ধারণা, নানা টিভি, ক্ষুদ্র স্বার্থ, ইঁদুর দৌড়, পারিবারিক অশান্তি প্রভৃতি নানা কারণে ছোটদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা বাড়ছে। কমছে শিশুসুলভ সরলতা। প্রায় চার দশক ধরে শিশুদের নিয়ে চর্চা করছেন মনস্তত্ব পরামর্শদাতা সত্যগোপাল দে। তাঁর কথায়, তশিশুরা ক্রমশই অধৈর্য্য হয়ে উঠছে এমন কথা আমি বিশ্বাস করিনা। বরং বলতে পারি বড়দের অধৈর্য্য মানসিকতার দ্বারা ছোটরা প্রভাবিত হচ্ছে, ছোট থেকেই তারা শুনছে ভাল ছাত্র হতে হবে, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে। কিন্ত কেউ কি বলছেন ভাল মানুষ হতে হবে? মানবিক গুণাবলির সমষ্টি হচ্ছে নৈতিকতা বা নীতিবোধ কিংবা মূল্যবোধ। মানুষ পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মকে ভিত্তি করে সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়মনীতি মেনে চলে। এই নিয়মগুলো মেনে চলার প্রবণতা, মানসিকতা, নীতির চর্চাই হলো নৈতিকতা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বড়রা নৈতিকতা ছাড়া ছোটদের অন্য সব কিছুর শিক্ষা দেন। অন্তত একজন ভালো মানুষ হতে হলে, নৈতিকতটাকেই আগে ভালোবেসে আঁকড়ে ধরতে হয়।

বাংলাদেশের সুপরিচিত কবি ও লেখক ড. মির্জা গোলাম সারোয়ার জানিয়েছেন, তকোনও শিশু অপরাধী হিসেবে জন্মায় না। বরং সে নিষ্পাপ হিসেবে জন্মায়। পরিবেশ, পরিস্থিতি, পারিপার্শ্বিকতা, পিতা-মাতার আচরণ ইত্যাদি অনেক কারণে তার মধ্যে অপরাধপ্রবণতা দেখা দেয়। শিশুর অপরাধী হওয়ার মূল কারণ তার মধ্যেই নিহিত থাকে। অর্থাৎ অপরাধী হওয়ার প্রাথমিক কারণগুলো শৈশবে সৃষ্টি হয়। অজ্ঞানতার কারণে কিংবা সজ্ঞানে এ অপরাধপ্রবণতা তার মধ্যে বেড়ে চলে। এক পর্যায়ে সে অপরাধী হয়ে ওঠে *(দৈনিক বাংলা, ৬ ডিসেম্বর, ২০২৩)।*

দীর্ঘদিন ধরেই দাবি উঠছে, নাবালক অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইন আরও কড়া হোক। বিশেষত দিল্লিতে নির্ভয়ার ঘটনার পরে দেশ জুড়ে অনেকেই ওই দাবি তুলতে শুরু করেছিলেন। কারণ, জানা গিয়েছিল, নির্ভয়াকে ধর্ষণ ও নৃশংস খুনের ঘটনায় এক নাবালক জড়িত। কিন্তু বয়স কম হওয়ার দরুণ সে খুব বেশি শাস্তি পাবে না।

কড়া আইন নিশ্চয় দরকার কিন্তু শুধু তা দিয়ে নাবালকদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা কমানো যাবে না। যে সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য যত বেশি, সেখানে অপরাধপ্রবণতাও তত ব্যাপক। নাবালকরা অধিকাংশ সময় দারিদ্রের কারণেই চুরি-ডাকাতিতে যুক্ত হয়। নাগরিকদের মধ্যে যদি আর্থিক স্বচ্ছলতা আসে, তাহলে সবরকম অপরাধই খানিকটা কমবে। নাবালক অপরাধীর সংখ্যাও কমবে। দ্বিতীয়ত, সরকারকে লক্ষ রাখতে হবে, কোনও শিশু সমাজে বা পরিবারে অবহেলার শিকার হচ্ছে কিনা। কারণ এই ধরনের শিশুরা অনেক সময় হিংস্র হয়ে ওঠে। তৃতীয়ত, যে সমাজে জাতপাত বা সাম্প্রদায়িক বিভেদ বেশি, সেখানেও শিশুরা বেশি অপরাধপ্রবণ হয়।

বিক্রমশীলা এডুকেশন রিসোর্স সোসাইটির শিশু সংরক্ষণ বিভাগের প্রধান সত্যগোপাল দে-র মতে, 'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মনুষ্যত্বের শিক্ষাটাই চরম শিক্ষা, বাকি সব তার অধীন। একটা সময় মানুষের বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল, ধনই সব নয়, মনটাই প্রধান। এখন সে অবস্থা নেই। আমি মনে করি ছোটরা কাদার তাল। যেভাবে মূর্তি গড়া হবে সেটাই তো হবে। একটি শিশু বড় হলে কেমন হবে তার ভিত্তি তৈরির জন্য তিন থেকে ছয় বছর বয়স খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে পরিবার শিশুকে কিভাবে গড়ে তুলছে, কি শেখাচ্ছে তার উপর নির্ভর করে বড় হয়ে তার বুদ্ধিমত্তা, স্বভাব, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, আচরণ, আত্মবিশ্বাস ইত্যাদি কেমন হবে, এটাকে বলে ফাউন্ডেশনাল লিটেরাসি। এখন শিশুকে খেলার মাঠে নিয়ে যাওয়ার বদলে তার হাতে উঠছে স্মার্ট ফোন। যন্ত্রটি শিশুদের অধৈর্য করার হাতিয়ার।'

ড. মির্জা গোলাম সারোয়ারের মতে, শিশু অপরাধীরা সাধারণত প্রাথমিক অপরাধী। তবে এদের অনেকে অপরাধ জীবন বয়স্ককাল পর্যন্ত অব্যাহত রেখে প্রকৃত তথা শেষ পর্যায়ের অপরাধী হয়। শিশুর চাহিদা পূরণ হলে সফল আর না হলে নিজেকে অসফল মনে করে। অসফলতা তাদের রাগান্বিত, ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্ত, বিরূপ ভাবাপন্ন ও অসন্তুষ্ট করে। ফলে তারা অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে। তিন বছর পর্যন্ত শিশুরা বেড়ে ওঠে। তখন তার মধ্যে ক্রমেই অপরাধপ্রবণতার আবির্ভাব ঘটে (দৈনিক বাংলা, ৬ ডিসেম্বর, ২০২৩)।

সুতরাং শিশুরা যাতে সুকুমার প্রবৃত্তিগুলি হারিয়ে না ফেলে সেজন্য সমাজে সহনশীলতা, বহুত্ববাদ ইত্যাদি গুণগুলির চর্চা হওয়া প্রয়োজন। আর প্রয়োজন খেলাধুলোর পর্যাপ্ত আয়োজন। ফুটবল, ক্রিকেট তো আছেই দলবদ্ধ হয়ে মাঠে গিয়ে খেলার ব্যবস্থা ফেরাতেই হবে। খেলাধুলো ছোটদের মনকে গঠনমূলক ও ইতিবাচক করে।

> অনেকের ধারণা, নানা টিভি, ক্ষুদ্র স্বার্থ, ইঁদুর দৌড়, পারিবারিক অশান্তি প্রভৃতি নানা কারণে ছোটদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা বাড়ছে। কমছে শিশুসুলভ সরলতা। প্রায় চার দশক ধরে শিশুদের নিয়ে চর্চা করছেন মনস্তত্ব পরামর্শদাতা সত্যগোপাল দে। তাঁর কথায়, তশিশুরা ক্রমশই অধৈর্য্য হয়ে উঠছে এমন কথা আমি বিশ্বাস করিনা। বরং বলতে পারি বড়দের অধৈর্য্য মানসিকতার দ্বারা ছোটরা প্রভাবিত হচ্ছে, ছোট থেকেই তারা শুনছে ভাল ছাত্র হতে হবে, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে। কিন্ত কেউ কি বলছেন ভাল মানুষ হতে হবে? মানবিক গুণাবলির সমষ্টি হচ্ছে নৈতিকতা বা নীতিবোধ কিংবা মূল্যবোধ। মানুষ পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মকে ভিত্তি করে সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়মনীতি মেনে চলে। এই নিয়মগুলো মেনে চলার প্রবণতা, মানসিকতা, নীতির চর্চাই হলো নৈতিকতা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বড়রা নৈতিকতা ছাড়া ছোটদের অন্য সব কিছুর শিক্ষা দেন। অন্তত একজন ভালো মানুষ হতে হলে, নৈতিকতটাকেই আগে ভালোবেসে আঁকড়ে ধরতে হয়।

প্রতিদিন পৃথিবীতে ভালোবাসা সুন্দরভাবে লালিত হয়

শুভজিৎ বসাক

একটা মানুষকে মূলত উভয়পক্ষের ভালো লাগার দিক বিবেচনা করে ভালোবাসতে হয়। কেননা প্রকৃতির নিয়মে মানুষের কিছু কিছু চাহিদা থেকে থাকে। প্রত্যেক মানুষের চিন্তাধারা, প্রত্যেক মানুষের ইচ্ছা, প্রত্যেক মানুষের চাওয়া-পাওয়া আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। এক কথায়, সেক্রিফাইস বা ত্যাগের মাধ্যমে মানিয়ে নিতে হবে দু'জনকে। যদি বলা হয় যে মানুষকে কিভাবে ভালোবাসতে হয় তাহলে এর উত্তর হবে, বিপরীত সেই মানুষকে মানিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে তাকে ভালো রেখে এবং নিজেকে ভালো রাখার মধ্য দিয়ে সেই প্রিয় মানুষকে ভালোবাসতে হবে, যে ভালোবাসার মধ্যে দু'জনেই পুরোপুরিভাবে সুখ খুঁজে পাবে।মানসিকতায় উর্বরতা প্রদান করাই ভালোবাসার গভীর নিদর্শন, সঙ্কীর্ণতা তার প্রতিরূপ নয়।

প্রতিবছর নিয়ম করে ফেব্রুয়ারি মাস পড়তেই বিশ্বজুড়ে ভালোবাসা সপ্তাহ উদযাপনের তোড়জোড় শুরু হয় যার পরিসমাপ্তি ঘটে ১৪ই ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন্স ডে-এর মাধ্যমে। এই পর্বে ভালোবাসার মানুষটিকে নিয়ে নানারকম দিন উদযাপন করা হয়, কিন্তু ভালোবাসা কি দেখিয়ে আসে বা তার প্রকাশ যদি জনসমক্ষে করাতেই তার পূর্ণ প্রকাশ তাহলে ভালোবাসার সম্পর্কে আজ দৃষ্টান্তমূলক কোনও পরিসর অলক্ষ্যে কেন তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া দুষ্কর।

মানুষ প্রেম করে কেন, এটা একটা অনর্থক প্রশ্ন বলা চলে। কেননা প্রেম এবং ভালবাসা এটা একটা প্রকৃতির নিয়ম বলা যেতেই পারে। মূলত প্রেম ভালোবাসা রয়েছে এইজন্যই আমরা মানুষ। কারো প্রতি মায়া থেকে সৃষ্টি হয় ভালোবাসার। আর ভালোবাসা মানুষকে আপন করতে সাহায্য করে। ভালোবাসা তৈরি হয় মনের এক গোপন অনুভূতি থেকে। যার নেই কোনও ভাষা, নেই কোনও বর্ণনা, নেই কোনও সংজ্ঞা। ভালোবাসা আপন খেয়ালেই হয়ে থাকে। তাই সত্যি বলতে, ভালোবাসা কিভাবে হয়, এই প্রশ্নের নেই কোন সুনির্দিষ্ট উত্তর। সত্যিকারের ভালোবাসা হয় প্রচন্ড রকমের স্নিগ্ধ ও মনমুগ্ধকর। তবে সেই ভালোবাসা বাইরের সকলে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারবে না। তবে দুটো পরস্পর মন যুগলের মধ্যে যদি সত্যিকারের ভালোবাসা থেকে থাকে তাহলে তারা সেটা বিশেষভাবে অনুভব করতে পারবে। একটি সম্পর্কে মূলত ঝগড়া-দ্বন্দ্ব-কলহ লেগে থাকে। কিন্তু যারা প্রকৃতপক্ষে একে অপরকে ভালোবাসে তারা হাজারো বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে একসঙ্গে থাকে এবং একসঙ্গে বেঁচে থাকার অঙ্গীকারবদ্ধ হয়।

এই ভালোবাসা প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞানীদের মত, একজন মানুষ অন্য কারো প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের মস্তিষ্ক মোট চার মিনিট নব্বই সেকেন্ড সময় নয় এমনটাই গবেষণায় প্রকাশিত হয়েছে। সেইসাথে আরও জানা গিয়েছে মানুষের মস্তিষ্ক বিপরীত সেই মানুষের প্রেমে পড়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তির কিছু বিষয় বিবেচনা করে। তার মধ্যে ৯৫ হচ্ছে অঙ্গভঙ্গি এবং বাহ্যিক রূপ আর বাকি ৩৮ শতাংশ কণ্ঠস্বর কথা বলার ভঙ্গি এবং ৭ তাদের মূল বক্তব্য ও ব্যক্তিত্ব। এছাড়াও বিজ্ঞানীরা প্রেমের স্তরকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছে। কেননা তিনটি স্তরে ভিন্ন ভিন্ন হরমোন ও রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা পরিচালিত হয় এমনটাই জানা গিয়েছে গবেষণায়। সেই তিনটি পর্যায় হচ্ছে- ভালোবাসার ইচ্ছে, আকর্ষণ এবং সংযুক্তি।

বিজ্ঞানীরা আরও বলেছেন; যখন একটা মানুষের কাউকে প্রচন্ডভাবে ভালো লেগে যায় তখন তার মাঝে ভালোবাসার ইচ্ছে সঞ্চারিত হয়। আর যদি সে ছেলে হয়ে থাকে তার ভিতরে টেস্টোস্টেরন হরমোন নিঃসৃত হয়। অন্যদিকে যদি সে মেয়ে হয়ে থাকে তাহলে ইস্ট্রোজেন হরমোন মিশ্রিত হয়। যে হরমোন দুইটি দীর্ঘদিন ভালোলাগার ফলে এক ধরনের আকর্ষণ বোধ এর সৃষ্টি করে। তাহলে এই বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে বলা যায় বিজ্ঞানীদের মতে, ভালোবাসার ইচ্ছে, আকর্ষণ এবং সংযুক্তির মূলত কাউকে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ।

এইক্ষেত্রে বলতেই হয় যে কারও প্রতি অনুভূতি থাকা মানেই ভালোবাসা, এই কথাটা আংশিক সত্যি। কেননা মানুষ অনুভূতি সম্পন্ন এক ব্যক্তিত্ব। তাই একের অধিক মানুষকে দেখে ভালো লাগার অনুভূতি কাজ করতেই পারে। কিন্তু বিশেষভাবে যদি কাউকে ভালো লেগে যায় এবং তাকে গভীরভাবে অনুভব করার প্রবণতা জাগে তখন সেই মানুষটি বিপরীত মানুষটির জীবনের একটি অংশ হয়ে যায় এবং সবকিছুর সাথে তারা যদি একে অন্যকে খুঁজতে থাকে তাহলে বলা যায় এই ধরনের অনুভূতি মানে ভালোবাসা।

একটা মানুষকে মূলত উভয়পক্ষের ভালো লাগার দিক বিবেচনা করে ভালোবাসতে হয়। কেননা প্রকৃতির নিয়মে মানুষের কিছু কিছু চাহিদা থেকে থাকে। প্রত্যেক মানুষের চিন্তাধারা, প্রত্যেক মানুষের ইচ্ছা, প্রত্যেক মানুষের চাওয়া-পাওয়া আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। এক কথায়, সেক্রিফাইস বা ত্যাগের মাধ্যমে মানিয়ে নিতে হবে দু'জনকে। যদি বলা হয় যে মানুষকে কিভাবে ভালোবাসতে হয় তাহলে এর উত্তর হবে, বিপরীত সেই মানুষকে মানিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে তাকে ভালো রেখে এবং নিজেকে ভালো রাখার মধ্য দিয়ে সেই প্রিয় মানুষকে ভালোবাসতে হবে, যে ভালোবাসার মধ্যে দু'জনেই পুরোপুরিভাবে সুখ খুঁজে পাবে।মানসিকতায় উর্বরতা প্রদান করাই ভালোবাসার গভীর নিদর্শন, সঙ্কীর্ণতা তার প্রতিরূপ নয়।

অতএব ভালোবাসা সম্পূর্ণ একটি মনস্তাত্বিক বিষয় যার মধ্যে সুঠাম চিন্তাভাবনা জড়িয়ে থাকে যা যেকোনও যুগলকে বলিষ্ঠ ও সমৃদ্ধ করতে সক্ষম। আজকের ভালোবাসা সেই অর্থে কিছুটা দিশাহীন। অহেতুক খোলামেলা ও উত্তেজক জামকাপড় পরা, সর্বসমক্ষে ভালোবাসার মানুষের সাথে অন্তরঙ্গ মুহূর্ত স্থাপন করা, নিজেদের দেখানো কতটা বেশি ভালো আছে তারা, বিশেষ কোনও সপ্তাহে এর প্রতি গদগদ হয়ে ওঠা, সর্বোপরি বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়া নির্ভর যান্ত্রিক যোগাযোগের মাধ্যমে সম্পর্ককে স্থায়ী হিসাবে বিবেচনা করে এগোনো ইত্যাদি এগুলো ভালোবাসার উৎকর্ষতা নয়। যদি তাইই হত তাহলে আজ বহুল পরিমাণে বিবাহ বিচ্ছেদ, পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়া, বিয়ের পরে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের মত বিষয়গুলি কখনই প্রাধান্য পেত না। এই সবকিছুই গড়ে ওঠে পারস্পরিক অবিশ্বাসের প্রধান্যতায়। এমনকি শুধু নিজেরা ভালো থাকবে বলে নিজের বাবা-মায়ের থেকে দূরত্বকেও প্রাধান্য দিতে পারত না যেখানে বাবা-মায়ের প্রতি ভালোবাসাও আন্তরিক হওয়া প্রয়োজন। আসলে বর্তমান সময়ের সম্পর্কগুলো অনুভূতিহীন ও তাৎক্ষণিক মুহূর্তে গড়ে ওঠে আর একইসাথে একে অন্যের ওপরে প্রভাব বিস্তার করে টিকে থাকার সমান্তরাল মানসিক যুদ্ধের প্রতিফলন। একটা সময়ে তার প্রতি আকর্ষণ কমতে বাধ্য এবং যার পরিসরে অচিরেই কত সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

শেষে বলতেই হয়, ভালোবাসা খালি প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যেই গড়ে ওঠে তা নয়, সেটা অভিভাবক, বন্ধু, বয়সে ছোট সকলের সাথেই গড়ে ওঠা সম্ভব। ভালোবাসা মনের পূর্ণতার প্রকাশ ঘটায় যা অভিব্যক্তিতে এক আলাদাই আভিজাত্য ফুটিয়ে তোলে, যেখানে অহম বোধের ঠাঁই নেই উপরন্তু উদার সখ্যতার মাধ্যমে সুসম্পর্কের প্রতিষ্ঠান হবে এবং প্রয়োজনীয় ও নিষ্প্রয়োজন মানসিকতা সম্পর্কে সুস্থ ধারণা থাকবে তবেই যেকোনও সম্পর্ক সুস্থায়ী হবে। তার জন্য আলাদা কোনও দিন বরাদ্দ থাকে না, সোশ্যাল মিডিয়াতে সেটা প্রকাশ করারও তাগিদ থাকে না কারণ প্রতিদিন পৃথিবীতে ভালোবাসা সুন্দরভাবে লালিত হয়, মনে গেঁথে বসে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মায়ের দানের জায়গায় শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে অত্যাচারের অভিযোগ ছেলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: বর্ধমানের মেমারিতে মায়ের দান করা জায়গায় শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে ছেলের অত্যাচারে স্কুলের শিক্ষক সহ ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা অতিষ্ঠ বলে দাবি।

জানা গিয়েছে, মা আইসিডিএস শিশু শিক্ষাকেন্দ্র স্কুলের জন্য জায়গা মৌখিক ভাবে দান করে গিয়েছেন। প্রায় ১০ থেকে ১২ বছর আগে ওই জায়গাতে তৈরি হয়েছে স্কুল। বর্তমানে ওই মহিলার ছেলের কর্মকাণ্ডে অবাক এলাকার মানুষ। অভিযোগ, বিগত কয়েক বছর ধরে একের পর এক অত্যাচার স্কুলের ওপর করে চলেছেন তিনি। শুক্রবার ওই স্কুলের শিশুদের অভিভাবক সহ ওই স্কুলের শিক্ষিকা এহেন অভিযোগ তুলেছেন। ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি এক নম্বর ব্লকের গোপ গন্তার এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের। গন্তার আইসিডিএস ২৪৪ নং স্কুলের নাকুরি পাড়া এলাকার ঘটনা।

বিগত কয়েক বছর আগে শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের স্কুলের জন্য ওই এলাকার বাসিন্দা গোকুল চন্দ্র ঘোষের মা জায়গাটি মৌখিক দান করেন। অভিযোগ, দীর্ঘদিন যাবত গোকুল চন্দ্র ঘোষ স্কুলটিতে কখনও গোবর, কখনও মদের বোতল, কখনও আবার নিজেই প্রস্রাব করে প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগে করে ছুড়ে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছেন। বাদ যায়নি মরা পাখির দেহ। এমন অভিযোগ করেন ওই স্কুলের শিক্ষিকা মিনতি ঘোষ সহ স্কুলের অভিভাবকরা। স্কুলের শিক্ষিকা মিনতি ঘোষের দাবি, একাধিক বার প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই গোকুল চন্দ্র ঘোষের দাবি, 'সম্পূর্ণ অভিযোগ মিথ্যে। আমাকে ফাঁসানোর জন্য এমন কাজ করা হচ্ছে।'

'মিথ্যা প্রতিশ্রুতির বাজেট' বলে কটাক্ষ বামপন্থী নেত্রী মীনাক্ষী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে সিপিএম রাজ্য রাজনীতিতে ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে। সামনেই লোকসভা ভোট। ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদিকার গলাতেও সাংবাদিক সম্মেলনে এদিন সেই সুর শোনা গিয়েছে। ইনসাফ যাত্রার সফলতা ও আসন্ন লোকসভা ভোটে সর্বস্ব লড়াই কথার কথা জানিয়েছেন। শুক্রবার আরামবাগ শহরে সিপিআইএমের ১ নম্বর এরিয়া কমিটির কার্যালয়ে সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে আভ্যন্তরীণ বৈঠক করেন। দলীয় কার্যালয়ে সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। বাজেট প্রসঙ্গে বলেন, এই বাজেটে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। সরকারের ছয় লক্ষ কোটি টাকা ধার রয়েছে। কোথা থেকে শোধ হবে। তিন তিনটে প্যানাল্টি গুনছে। একটি সিঙ্গুর,একটি হলদিয়া পেট্রো কেমিক্যালসের সঙ্গে আর একটি পরিবেশ। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা বৃদ্ধির প্রসঙ্গে বলেন, আমরা তো সাড়ে সাত হাজার টাকা দেওয়ার কথা বলেছি। নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে টাকা দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি প্রসঙ্গে বলেন, বামপন্থীদের কাছে লড়াইটা প্রতিদিনের জন্য। নির্বাচন আলাদা কোনও লড়াই নয়। আবার নির্বাচনকে বাদ দিয়েও লড়াই নয়। রাজনীতির মাটিটা কঠিন। বেঁচে থাকার লড়াইটা আরএসএস ও তৃণমূলের রাজত্বে আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। সেখানে মাটিতে দাঁড়িয়ে থেকে, টিকে থেকে কষ্টের কথা, রুজি রুটির কথা যারা গলা উঁচিয়ে বলে লড়ে জিতে আসার মানসিকতা দেখাবে মানুষ তাদের সঙ্গে থাকবে। তাঁর দল যে লোকসভা ভোটে সর্বস্ব শক্তি দিয়ে লড়বে সে কথাও তিনি এদিন জানান। আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলর যুব সভাপতি পলাশ রায় বলেন, উনি ৬ লক্ষ টাকা ঋণের কথা বলেছেন কিন্তু ভুলে গিয়েছেন, বাম আমলের ২ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকা ঋণের বোঝা মা মাটি সরকার ক্ষমতায় আসার পর ঘাড়ে পড়েছিল। সেই ঋণের বোঝা এই সরকারকে এখনও বয়ে চলতে হয়েছে। বামপন্থীরা নতুন মুখদের সামনে এনে আবার আবার মিথ্যা ও বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচারের কৌশল নিচ্ছে। মানুষ ওদের কথায় আর বিশ্বাস করে না। সবমিলিয়ে এদিন লোকসভা ভোটের আগে কর্মীদের দিশা দেখাতে আরামবাগে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়।

কচুরিপানা থেকে সার তৈরির কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: এরাজ্যের চাষিরা উৎপাদিত ফসলের উপযুক্ত দাম পাচ্ছেন না এবং সার ও চাষের খরচ বাড়ার দাবি। ফলে চরম সংকটে রয়েছেন চাষিরা। এই সংকট থেকে রেহায় পেতে সোনামুখীর রামপুরে আয়োজিত হল একদিনের কর্মশালা। জেলার বিভিন্ন এলাকার ৬২ জন লোকশিল্পী এই কর্মশালায় অংশ নেন। সার হিসাবে কচুরিপানার ব্যবহার নিয়ে লোক শিল্পীদের বোঝানো হয়। চাষিদের সচেতন করতে এবিষয়ে গান বানানো এবং সুর দিয়ে পরিবেশনের তালিম দেওয়া হয় লোক শিল্পীদের। কচুরিপানা আবর্জনা বা আগাছা নয় বরং চাষের কাজে সম্পদ। এই ভাবনা নিয়ে বেশকিছু পরিবেশবাদী গান তৈরি করা হয়। এই শিবিরের প্রশিক্ষিকা সংগীতা ধর বিশ্বাস জানান যে, কচুরিপানা থেকে ৫০- ৫৫ দিনে ভালো কম্পোস্ট সার তৈরি হয়। যেখানে অন্য আগাছা বলা কৃষিজ বর্জ্য থেকে কম্পোস্ট সার হতে ৬৫ থেকে ৭০ দিন সময় লাগে।

এছাড়া ভালো ফসল উৎপাদনের জন্য যেখানে সাধারণ কম্পোস্ট সার ১০ থেকে ১২ টন লাগে, সেখানে কচুরিপানা কম্পোস্ট সার লাগে ৩ থেকে ৪ টন। এই বিষয়গুলি গানের মাধ্যমে তুলে ধরতেই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের আর্থিক সহযোগিতায় যে এনভায়রনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যাল হতে চলেছে তারই প্রস্তুতি হিসাবে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এই শিল্পীদের দিয়েই এবিষয়ে প্রচার চালানো হবে।

সংস্থার সম্পাদক ঝর্না গঙ্গোপাধ্যায়ের দাবি, কচুরিপানার সারে যে গ্রোথ হরমোন বা জিব্বেরেলিন থাকে, তা ফসলের পক্ষে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। তাছাড়া নোংরা, নর্দমা বা খাটালের দূষিত ও গন্ধযুক্ত জলে কচুরিপানা দ্রুত বাড়ে এবং জল অনেকটাই পরিষ্কার রাখে। নিকেল ও ক্যাডমিয়ামের মতো বিষাক্ত পদার্থ শোষণের ক্ষমতা রয়েছে কচুরিপানার। এই সব সমস্যা থেকে চাষিদের রেহাই দিতেই ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক এনভায়রনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যালের উদ্যোগ নিয়েছে।

এই কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বেলিয়াতোড়ের বাউলশিল্পী হরিহর মহন্ত ও সত্যেন রায়ের দাবি, 'এত দিন জানতাম কচুরিপানা মানেই আগাছা। কচুরিপানার জন্য সাপ ও মশা-মাছির বাড়বাড়ন্ত হয়ে থাকে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইস্তাহারে কচুরিপানা দূর করার কথা বলতে শুনেছি। এমনকী গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী গানেও কচুরিপানা মুক্ত করার ডাক দেওয়া হয়েছে। এই কর্মশালায় অনেক কিছু নতুন তথ্য পেলাম। তা দিয়ে গানও তৈরি করেছি। এই গান গ্রামে গ্রামে এবং এনভায়রনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যালগুলিতে গাইব।'

বধূকে উত্যক্ত, প্রতিবাদে কুড়ুলের কোপের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: বাড়ির বধূকে উত্যক্ত করার অভিযোগ উঠছিল প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। প্রতিবাদ করতে গিয়ে শ্বশুর, স্বামী সহ দুই দেওরকে কুড়ুলের কোপ মারার অভিযোগ। গুরুতর আহত অবস্থায় ভর্তি করা হল মহকুমা হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার রাতে অণ্ডালের সরিষাডাঙা এলাকায় এই ঘটনাকে ঘিরে রক্তাক্ত পরিস্থিতি এলাকায়।

শ্বশুর অভিযোগ করেন, প্রতিবেশী তপন রুইদাস এবং আশা রুইদাস তাঁর বউমাকে ইভটিজিং করতেন। সেই সমস্যা সমাধানের জন্য ওঁদের নিয়ে আলোচনা চলছিল। তখনই কুড়ুল, শাবল নিয়ে তাঁকে এবং তাঁর তিন ছেলে সঞ্জয় রুইদাস, মঞ্জয় রুইদাস এবং অজয় রুইদাসের ওপর হামলা চালান ওঁরা। তাঁরা অণ্ডাল থানার পুলিশের কাছেও অভিযোগ দায়ের করেছেন। দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন আক্রান্ত পরিবার।

বেহাল রাস্তা, প্রতিবাদে ভোট বয়কটের ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: গ্রামের একটি রাস্তা শুধুমাত্র ঢালাই তাও আবার কিছুটা পরিমাণ। বাকি সমস্ত রাস্তা কাঁচা। বছরের পর বছর বেহাল রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করতে হয় বলে দাবি বাসিন্দাদের। এরই প্রতিবাদে এবার লোকসভা ভোট বয়কটের ডাক দিলেন গ্রামবাসীরা। পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান সদর ২ নম্বর ব্লকের নবস্থা ১ নম্বর পঞ্চায়েতের বেগুট গ্রামের বাসিন্দারা প্রতিবাদে সরব হলেন। গ্রামজুড়ে ভোট বয়কটের ডাকে লাগানো হয়েছে দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ভোট এলেই প্রতিশ্রুতি দেন রাজনৈতিক দলের নেতারা। দু' দশক ধরে শুধুই কথা দিচ্ছেন নেতারা। তারপর ভোট মিটলে আর কেউ খোঁজ রাখে না বলে অভিযোগ। প্রতিবাদে বেশ কিছুটা সময় আগেই ভোট বয়কটের ডাক দিলেন এলাকাবাসী। গ্রামের সমস্ত রাস্তা ঢালাই করার দাবিতে একজোট হয়েছেন গ্রামের বাসিন্দারা। এমনকী ভোটের প্রচার ও কোনও দলকে এলাকায় করতে দেবেন না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। বিষয়টি বর্ধমান ২ নম্বর বিডিও দিব্যজ্যোতি দাসকে জানানো হলে তিনি কতদূর কী কাজ হয়েছে এবং কোন পর্যায়ে কাজ আটকে রয়েছে সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাস দিয়েছেন।

সংশোধনী

গত ০৯.০২.২০২৪ তারিখে প্রকাশিত এনপিআর ফিনান্স লিমিটেড -এর অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের ক্রম নং ৪ -এর প্রথম কলামে [৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)] ০.৭১ -এর পরিবর্তে "০.১৭" পড়তে হবে। আর্থিক ফলাফলের বাকি তথ্য অপরিবর্তিত থাকবে। ভুল প্রকাশের জন্য দুঃখিত।

লেক কালীবাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগুরুদেবের পুণ্য ১০২তম জন্মজয়ন্তীতে তাঁর চরণে প্রণত হয়ে তাঁর উত্তরাধিকার বহন করে তাঁর শিক্ষার প্রসারের শক্তি প্রার্থনা করি।

নিতারা প্রোজেক্টস লিমিটেড
CIN : U45100WB2013PLC195409
রেজি অফিস : বি/১৭/এইচ/১/১ বলাই সিনহা লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০৯
ফোন নং : +৯১-৯৯৩০০০৪০২৪
ইমেল আইডি : accounts@nitaragroup.com
"ফর্ম নং আইএনসি-২৬"
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
ইস্টার্ন রিজিওন বেঞ্চ, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
নিতারা প্রোজেক্টস লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস **বি/১৭/এইচ/১/১ বলাই সিনহা লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০৯ সম্পর্কিত**
....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, বৃহস্পতিবার ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **'হরিয়ানা রাজ্যে'** কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে। যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
রেজিস্টার্ড অফিস : **বি/১৭/এইচ/১/১ বলাই সিনহা লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০৯**

নিতারা প্রোজেক্টস লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
বিক্রম সিং
ডিরেক্টর
তারিখ : ০৮.০২.২০২৪
স্থান : কলকাতা
ডিন-০৫২৫০৪৯২

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রেজিস্টার্ড ডাকে এ/ডি সহ প্রেরিত বণ্টন ব্যর্থ হওয়ায় বিজ্ঞপ্তির দ্বারা অবগত করা হচ্ছে
রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
৩য় তল পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪ ০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
দাবি নোটিশ
১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
RC/07/2023 **17.01.2024**
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
মেসার্স শ্যামল কুমার সাহা এবং অন্যান্য
প্রতি
(সিডি ১) মেসার্স শ্যামল কুমার সাহা, একটি স্বত্বাধিকারী সংস্থা, গ্রাম : দক্ষিণপাড়া, পো : সম্মতিনগর, জেলা : মুর্শিদাবাদ।
(সিডি ২) শ্রী শ্যামল কুমার সাহা, পিতা সত্যেন্দ্রনাথ সাহা, গ্রাম : রঞ্জিতপুর, পো : সম্মতিনগর, জেলা মুর্শিদাবাদ, আরও ঠিকানা : গ্রাম : দক্ষিণপাড়া, পো দক্ষিণপাড়া, থানা : হাঁসখালি, পিন : ৭৪১১৫১
(সিডি ৩) শ্রী মনসুর শেখ, পিতা ইসলাম শেখ, গ্রাম : রঞ্জিতপুর, পো : সম্মতিনগর, জেলা : মুর্শিদাবাদ।
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল শিলিগুড়ি কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **TA/770/2017** অনুযায়ী পরিমাণ **১০,৭১,২৭৫ টাকা (দশ লাখ একাত্তর হাজার দুশো পঁচাত্তর টাকা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ **১৪.৫০** শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক **১১.০৩.২০১১** থেকে সমুদয় শুল্ক **১৩,০০০ টাকা (তেরো হাজার টাকা)** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/ সম্পূর্ণ/সীমিত)।
২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুলস অধীনে আদায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।
৪. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট ১৫.০২.২০২৪ তারিখে সকাল ১০.৩০টায় পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।
৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্ত আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়ে দায়বদ্ধ :
(ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য নোটিশ অনুযায়ী অব্যবহিত পরে যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য।
(খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং ওয়ারেন্ট প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য প্রযোজ্য হবে।
স্বহস্তে ট্রাইবুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : ১৭.০১.২০২৪
স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল শিলিগুড়ি
ভারত সরকার
অর্থমন্ত্রক, শিলিগুড়ি - ১

ফর্ম নং ৩
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ১৫(১)(এ)]
ডেটস রিকভারি অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল, কলকাতা সমীপে
৮ম তল, ৯, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১
আবেদন নং ৫৭-২০২২ সালের
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক ...... আবেদনকারী
বনাম
শ্রী কৃষ্ণা ইন্টারন্যাশনাল এবং অন্যান্য ...... বিবাদিগণ
প্রতি
মেসার্স শ্রী কৃষ্ণা ইন্টারন্যাশনাল,স্বত্বাধিকারী সংস্থা শ্রীমতি রীতু সোধানি, অফিস ৯৭সি, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলকাতা ৭০০০৩৭ (বিবাদী নং ১)
সমন
১. যেহেতু আবেদনকারী ১৯৯৩ সালের ডেটস রিকভারি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি আইনের ২০ ধারা অধীনে মহামান্য ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল-১ কলকাতা নির্দেশের বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য বিষয়ে নিষ্পত্তির জন্য এতদ্বারা আপনাদের এই ট্রাইবুনাল সমীপে সকাল ১০.৩০টায় বা অব্যবহিতভাবে ট্রাইবুনালের সুবিধামতো ০৮.০৩.২০২৪ তারিখে প্রতিবেদন মাধ্যমে উত্তর দাখিলের জন্য সমন জারি করা হচ্ছে।
২. আপনারা কোনও নথিতথ্য দাখিল করতে চাইলে, লিখিত প্রতিবেদনের সঙ্গে তার একটি তালিকা সহ দাখিল করতে পারেন।
৩. আপনাদের নথিভুক্ত ঠিকানা এবং ট্রাইবুনাল সমীপে ব্যক্তিগতভাবে বা যথাযথভাবে নির্দেশিত প্লিডার/আইনজীবী মারফত হাজিরার ক্ষেত্রে হাজিরার আবেদন দাখিল করবেন।
৪. আরও অবগত হোন যে, উল্লিখিত তারিখে আপনাদের অনুপস্থিতির কারণে মামলার শুনানি হবে এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে আপনাদের অনুপস্থিতিতেই।
স্বহস্তে ট্রাইবুনালের সিলমোহর প্রদত্ত, তারিখ ৯ জানুয়ারি, ২০২৪।
সমন ইস্যুকারী অনুমোদিত অফিসারের স্বাক্ষর
স্বা/-
রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকভারি অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল
কলকাতা

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
এ কে পাওয়ার ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
CIN NO : U40104WB2008PTC130530

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য সংশ্লিষ্ট চালু সংস্থা হিসেবে এবং দেউলিয়াগ্রস্ত সম্পত্তির অংশ হিসেবে **'যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে', 'যেখানে যা আছে ভিত্তিতে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে' এবং 'কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'** বিক্রি করা হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় (স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে বিক্রয়)	০৮.০৩.২০২৪ (দুপুর ১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত) (প্রতিটি ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)
ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ	০৬.০৩.২০২৪ দুপুর ১২টার মধ্যে
উপযুক্ততার নথি দাখিলের শেষ তারিখ	২৪.০২.২০২৪
সফল ডাকদাতাদের ঘোষণা	২৬.০২.২০২৪
পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময়	০৪.০৩.২০২৪ (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত)

সম্পদের বিস্তারিত

ক্রম নং	বিবরণাদি	মোট সংরক্ষিত মূল্য (টাকা)	বায়না জমা (টাকা)	বর্ধিত পরিমাণ (টাকা)
১	জামিন এবং আর্থিক সম্পদসমূহ স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে (জামিনজমা, লেনদেনে আদায়যোগ্য ছয় মাস অতিক্রান্তে, অগ্রিম আয় কর এবং জামিন /মার্জিন মানি ঋণের জন্য, জামিন এবং অন্যান্য অঙ্গীকার)	৪,৩৪,১৩,৫৭০ টাকা	৪৩,৪১,৩৫৭ টাকা	৫,০০০ টাকা

সংশ্লিষ্ট **https://nesl.co.in/auction-notices-under-ibc/** প্রাপ্তব্য উল্লেখ্য ই-নিলাম / বিক্রয় নিয়ম এবং শর্তাদি অধীনে বিক্রয় সাপেক্ষে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি এবং সংশ্লিষ্ট ইমেল আইডিতে **cirp.akpower@gmail.com** প্রশ্ন পাঠানোর মাধ্যমে জানতে পারেন। ই-নিলাম বিষয়ে কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে যোগাযোগ করুন : লিকুইডেটর বা টিম সদস্য, ০৩৩-৭৯৬১১০২৭ নম্বরে।

স্বা/-
সিএ প্রতীম বয়াল
তারিখ : ১০.০২.২০২৪
স্থান : কলকাতা
লিকুইটেডর - এ কে পাওয়ার ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা. লি. (দেউলিয়াগ্রস্ত)
আইপি রেজিস্ট্রেশন নং : **IBBI/IPA-003/IP-N00213/2018-2019/12385**
নথিভুক্ত ঠিকানা : ১৮/১ তারাপুকুর মেন রোড, ঘোষ পাড়া আগরপাড়া-কলকাতা ৭০০১০৯
নথিভুক্ত ইমেল আইডি : **pratimbayal@gmail.com**
যোগাযোগের ঠিকানা : সিকে-১০৪, সেক্টর ২, সল্টলেক সিটি কলকাতা, ৭০০০৯১
এএফএ বৈধ ০৪.১২.২০২৪ পর্যন্ত

ত্রিপুরারি প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্থ)
CIN : U70109WB2008PTC125328
লিকুইডেটরের ঠিকানা : অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্টস, ফ্ল্যাট ১এ, ১২এ, সুহাসিনি গাঙ্গুলি সরণি, কলকাতা - ৭০০০২৫
যোগাযোগ : +৯০০৭২০৫১৪৫, ইমেল : rashmi.chhawchharia@gmail.com/cirp.tripurari@gmail.com

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড অধীনে বিক্রয় নোটিশ

কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস : ৪, ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ সরণি, ৪র্থ তল, রুম নং ৩০৩, কলকাতা - ৭০০০০১, পব
লিকুইডেটরের ঠিকানা : অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্টস, ফ্ল্যাট ১এ, ১২এ, সুহাসিনি গাঙ্গুলি সরণি, কলকাতা - ৭০০০২৫, পশ্চিমবঙ্গ
কোম্পানি, **ত্রিপুরারি প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড** (দেউলিয়াগ্রস্ত) ("কোম্পানি") বিক্রির বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশের আমন্ত্রণের জন্য সাধারণভাবে জনসাধারণকে ই-নিলামের মাধ্যমে। ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে **"যেখানে যেমন আছে, যা আছে, যেমন আছে, এবং কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** উল্লিখিত প্রস্তাবটি কোনো ধরনের ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই।

১.	নিলামের তারিখ এবং সময় :	১১.০৩.২০২৪ বেলা ১২ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ, সর্বশেষ নিলাম সময় প্রতিবারই ৫ মিনিট সম্প্রসারিত হবে শেষ ৫ মিনিটের ডাকের সঙ্গে নিলাম শেষ হওয়ার পূর্বে পর্যন্ত।
২.	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	৪৩,৫৮,০৭১ (তেতাল্লিশ লাখ আটান্ন হাজার একাত্তর টাকা) টাকা।
৩.	ইএমডি	৪,৩৫,৮০৭ টাকা (চার লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার আটশ সাত টাকা) টাকা। ইওআই দাখিলে কোনও অংশগ্রহণ ফি লাগবে না।
৪.	নিলাম প্রক্রিয়াধীন সম্পদ	অ-চলতি বিনিয়োগ, কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার। আরও বিস্তারিত জানতে ইওআই পাওয়া ইমেল মারফত।
৫.	**ইওআই দাখিলের শেষ তারিখ**	**২৪.০২.২০২৪**
৬.	নিলাম প্রক্রিয়াধীন সম্পদ পর্যবেক্ষণ শেষ করতে হবে ০৭.০৩.২০২৪ তারিখের মধ্যে।	
৭.	ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : ০৯.০৩.২০২৪ বিকেল ৫ টার মধ্যে।	
৮.	যোগ্যতার এবং অন্যান্য বিস্তারিত : ইওআই এর নিয়ম এবং শর্তাদি মেতাবেক। ইওআই নথি পাওয়া যাবে cirp.tripurari@gmail.com ইমেল মারফত।	

আগ্রহী ডাকদাতাগণকে ইমেল মারফত অনুরোধক্রমে প্রাপ্তব্য সংশ্লিষ্ট নিয়ম এবং শর্তাদি বিষয়ে সম্যক অবগত এবং সম্মত হয়েই আগ্রহ প্রকাশক আহ্বানে সাড়া দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। আরও বিস্তারিত জানতে, অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

স্বা/-
রশমি ছাউছারিয়া
ত্রিপুরারি প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিষয়ে লিকুইডেটর
আইবিবিআই রেজি নং : **IBBI/IPA-001/IP-P02016/2020-21/13148**
এএফএ বৈধ ২১.০৬.২০২৪ পর্যন্ত
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১০.০২.২০২৪ ইমেল আইডি : rashmi.chhawchharia@gmail.com/cirp.tripurari@gmail.com

এসবিআই আরএসিপিসি বেহালা (১৭৮৯৯)
২৩এ/৪৪এক্স, ৪র্থ তল, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি. এইচ. রোড, তারাতলা, কোল - ৭০০০৫৩ ইমেল - sbi.17899@sbi.co.in
পরিশিষ্ট IV (রুল-৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/c No- 39509947682 & 39510015601

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, **বজবজ ব্রাঞ্চ,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ এর ৫৪ অধীন সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে **০১.১১.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী অরুণ দাস সংশ্লিষ্ট জমির সকল অংশ পরিমাণ ১৮০০ বর্গফুট (কভারেজ এরিয়া ৭০৩ বর্গফুট এবং খালি জমি ১০৯৭ বর্গফুট) কম বেশি তদস্থিত একতলা ভবনের মৌজা - উত্তর রায়পুর, জেএল নং ১৫, তৌজি নং ৩৫৫, রেসা নং ৩৮, আরএস দাগ নং ৩৩৬/৪৭৩৩, আরএস খতিয়ান নং ২১৭৯, এলআর দাগ নং ৩৯২, এলআর খতিয়ান নং ৮৩৪৯, উত্তর রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা - বজবজ, জেলা - ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) কলকাতা - ৭০০১৩৭** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৪,২১,১০৬.০০ টাকা (চোদ্দ লাখ একুশ হাজার একশ ছয় টাকা) টাকা ০৬.০২.২০২৪** অনুযায়ী, আপনারা উল্লিখিত পরিমাণের সঙ্গে তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি সহ চুক্তির হারে পরবর্তী সুদ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, **বজবজ শাখা,** নিকট বকেয়া **১৪,২১,১০৬.০০ টাকা (চোদ্দ লাখ একুশ হাজার একশ ছয় টাকা)** টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ : -
স্বত্বাধিকারী : শ্রী অরুণ দাস
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ১৮০০ বর্গফুট (ঢাকা এরিয়া ৭০৩ বর্গফুট এবং খালি জমি ১০৯৭ বর্গফুট) কমবেশি এবং তদস্থিত একতলা ভবন মৌজা : উত্তর রাইপুর, জেএল নং ১৫, তৌজি নং : ৩৫৫, আরএস নং : ৩৮, আরএস দাগ নং ৩৩৬/৪৭৩৩, আরএস খতিয়ান নং : ২১৭৯, এলআর দাগ নং ৩৯২, এলআর খতিয়ান নং : ৮৩৪৯, উত্তর রাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : বজ বজ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০১৩৭।
স্বত্বাধিকারী : শ্রীরাম নারায়ণ কেশরী এবং শ্রীমতি রাজকুমারী কেশরী
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : পদ্ম ঘোষের জমি, **দক্ষিণে :** পরিমল মন্ডলের জমি, **পূর্বে :** ৪ ফুট চওড়া পাকা সড়ক এবং পরিমল মন্ডলের জমি, **পশ্চিমে :** পরিমল মন্ডলের জমি সমন্বিত।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ০৬.০২.২০২৪
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
দাবি নোটিশ

আসানসোল মেন ব্রাঞ্চ
৩৫৭ এবং ৩৫৮, জি. টি. রোড, আসানসোল, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান (প.ব.), পিন - ৭১৩ ৩০১, ইমেল : A659@indianbank.co.in

২০০২ (২০০২ সালের আইন নং ২) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারার সহিত পঠিত ১৩(৩) এবং ১৩(৮) অধীনে নোটিশ।
উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে তাদের গৃহীত ঋণের বিষয়ে এবং লোন অ্যাকাউন্ট এনপিএ হওয়ার পর তাদের ব্যাংকের বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য ৬০ দিনের সময় দেওয়ার জন্য দাবি নোটিশ জারি করা হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তি(গুলি) পাঠানো হয়েছে কিন্তু স্বীকৃতি এখনও প্রাপ্ত হয়নি। আমরা ৬০ দিনের মধ্যে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে নীচে বিস্তারিত জামিনদত্ত সম্পদের দখল নেওয়ার জন্য নির্দেশ করছি।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে অবগত করা হচ্ছে সারফেসি আইন অধীনে পরবর্তী পদক্ষেপ এড়াতে এই নোটিশ প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে নীচে উল্লিখিত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার জন্য। আমাদের অফিসে রাখা বিস্তারিত নোটিশ সংগ্রহ করার পরামর্শ তাদের দেওয়া হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/ জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	ক) এনপিএ-র তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১	**ক) ১. কাফিল আহমেদ খান (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা)** পিতা হায়দার জামান কান, থানা মোড়, জামুড়িয়া, মুসলিম পাড়া, বাস স্ট্যান্ডের নিকট, জেলা : বর্ধমান, পিন : ৭১৩৩৩৬। **২. লাবিব আহমেদ খান (জামিনদাতা)** পিতা হায়দারজামান বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে, জামুড়িয়া, জেলা : বর্ধমান, পিন : ৭১৩৩৩৬। **৩. শাকিল আহমেদ খান (জামিনদাতা)** পিতা হায়দার জামান খান, মুসলিম পাড়া, বাস স্ট্যান্ডের নিকট, জামুড়িয়া, জেলা : বর্ধমান, পিন : ৭১৩৩৩৬। **খ) আসানসোল মেন শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন সম্পত্তি জেলা : বর্ধমান, থানা : জামুড়িয়া, রোড থানা মোড়, জামুড়িয়া মৌজা অধীন, জেএল নং ২১, আরএস প্লট নং ১৩৯২/৩৩৬১, আরএস খতিয়ান নং ১১০৩, এলআর খতিয়ান নং ১৯১৪, থানা : জামুড়িয়া, জেলা : বর্ধমান, পরিমাণ এরিয়া : ০৩.০০ কাঠা ০৮ ছটাক ৩৩.৭৫ বর্গফুট রেজিস্ট্রিকৃত **কাফিল আহমেদ খান,** পিতা হাজি হায়দার জামান খান এর নামে উল্লেখ্য দান দলিল নং ০২৯২৫-২০০৮, ২৪.০৭.২০০৮,অফিস অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার, রানিগঞ্জ, বর্ধমান। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৫০ ফুট চওড়া ডি বি রোড, পশ্চিমে : কেশরী ধর্মশালার সম্পত্তি, দক্ষিণে : ৮ ফুট চওড়া রোড, পূর্বে : রাধেশ্যাম ডালমিয়ার সম্পত্তি।	**ক) ২৯.০১.২০২৪** **খ) ০৫.০২.২০২৪** **গ) ২,২৬,৭৪৮.০০ টাকা** (দুই লাখ ছাব্বিশ হাজার সাতশ আটচল্লিশ টাকা) ০৫.০২.২০২৪ অনুযায়ী এবং ০৫.০২.২০২৪ থেকে উক্ত পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে সুদ সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত

তারিখ : ১০.০২.২০২৪
স্থান : আসানসোল
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

THE R.M.S. CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.
(Regn . No. – 02, dated - 1935)
8, CHURCH ROAD, HOWRAH – 711101
Memo No. : 15/Delegate Election/2024 **Date: 08.02.2024**
NOTICE
This is to notify all concerned that in compliance with the Order of The Hon'ble High court, calcutta in **WPA no. 2776 dated 06.02.2024** & subsequent direction issued by the Returning Officer & ARCS, cooperation Directorate, Howrah Range vide **memo no.182/II-6/12 dated 07.02.2024,** the election of The RMS Cooperative Credit Society Ltd. will be rescheduled and next course of action regarding election process will be notified in due time.
Sd/-
(1-5) Assistant Returning Officer(s)
THE R.M.S. CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD

অন্নপূর্ণা স্বাদিষ্ট লিমিটেড
CIN : L15133WB2022PLC251553
রেজিঃ অফিস: চ্যাটার্জি ইন্টারন্যাশনাল বিল্ডিং, ১৪তম তল, ইউনিট নং এ০১ এবং এ০২, ৩৩এ, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা ৭০০০৭১
ফোন: ০৩৩-৪৬০৩ ২৮০৫
ইমেল : info@annapurnasnacks.in; ওয়েবসাইট : https://www.annapurnasnacks.in/

পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তি

অন্নপূর্ণা স্বাদিষ্ট লিমিটেড (কোম্পানি)এর সদস্যগণকে অবগত করা হচ্ছে যে, ২০১৩ সালের (আইন) কোম্পানি আইনের ধারা ১১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সংস্থান যদি কিছু থাকে, তৎসহ পঠিত ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশনস) রুলসের রুল ২০, ২২ এবং জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল ২০২০, ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে ২০২০, ২২/২০২০তারিখ ১৫ জুন ২০২০, ৩৩/২০২০তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০, ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর ২০২০, ১০/২০২১ তারিখ ২৩ জুন২০২১, ২০/২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর ২০২১, ৩/২০২২তারিখ ৫ মে ২০২২ এবং ১১/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ এবং জেনারেল সার্কলার নং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ভারত সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত (এমসিএ সার্কুলার), সেক্রেটারিয়েল স্ট্যান্ডার্ড, সাধারণ সভা বিষয়ে (এসএস-২) ইনস্টিটিউট অব কোম্পানি সেক্রেটারিজ অব ইন্ডিয়া কর্তৃক ইস্যুকৃত এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন, রুলস এবং রেগুলেশনস (কোনও বিধিবদ্ধ সংশোধনী(গুলি) বা পুন-প্রণয়ন(গুলি) সময়ে সময়ে বলবৎ) মতে কোম্পানি সদস্যগণের দ্বারা বিশেষ এবং সাধারণ বিষয়ে অনুমোদন নিমিত্ত যা ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশে উল্লিখিত মতে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে (অর্থাৎ রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে) সম্পাদনের প্রয়াস করেছে।
পোস্টাল ব্যালট নোটিসের ('নোটিস') ইলেকট্রনিক কপিগুলি ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সহ শুক্রবার, ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে যাদের নাম ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('এনএসডিএল') এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ('সিডিএসএল') থেকে প্রাপ্ত সদস্যদের রেজিস্টার/বেনিফিসিয়াল ওনারদের তালিকায় উপস্থিত রয়েছে শুক্রবার, ২ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ (কাট-অফ ডেট) অনুযায়ী এবং যারা কোম্পানি / ডিপোজিটরিতে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেছেন। এমসিএ সার্কুলারে প্রদত্ত ছাড়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং প্রি-পেইড ব্যবসার উত্তর খামের সাথে পোস্টাল ব্যালট নোটিসের প্রকৃত কপি এই পোস্টাল ব্যালটের জন্য সদস্যদের কাছে পাঠানো হচ্ছে না। পোস্টাল ব্যালট নোটিসে উল্লেখিত নথিগুলি পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ এবং পরিদর্শনের জন্য সদস্যরা একটি ইমেল পাঠাতে পারেন cs@annapurnasnacks.in -তে।
বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে অর্থাৎ https://www.annapurnasnacks.in/ এবং স্টক এক্সচেঞ্জের অর্থাৎ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের https://www.nseindia.com/ এবং এনএসডিএল এর www.evoting.nsdl.com -এ পাওয়া যাবে।
এমসিএ সার্কুলারগুলির অনুযায়ী, যে সদস্যরা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি এবং পোস্টাল ব্যালট নোটিস পাননি তারা সাময়িকভাবে কোম্পানির আরটিএ মেসার্স স্কাইলাইন ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড এর লিঙ্ক www.skylinerta.com -এ ক্লিক করে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত করতে পারেন। ই-মেইলের সফল নিবন্ধনের পরে সদস্যগণ এই পোস্টাল ব্যালটের জন্য ই-ভোটিং সক্ষম করতে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সহ নোটিসের সফ্ট কপি এবং ই-ভোটিং পদ্ধতি পাবেন। কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে সদস্যগণ admin@skylinerta.com-এ লিখতে পারেন।
কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) দ্বারা প্রদত্ত ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সদস্যদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করেছে। ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত নির্দেশাবলী বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে।
রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা নিম্নলিখিত সময়ের মধ্যে উপলব্ধ :

ই-ভোটিং শুরু	১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ রবিবার সকাল ৯.০০টা (আইএসটি)
ই-ভোটিং এর সমাপ্তি	১১ মার্চ, ২০২৪ সোমবার বিকাল ৫.০০টা (আইএসটি)

এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি এর পরে ভোট দেওয়ার জন্য নিষ্ক্রিয় করা হবে। এই সময়ের মধ্যে শুক্রবার ২ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ ('কাট-অফ তারিখ') পর্যন্ত ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা তাদের ভোট ই-ভোটিং দ্বারা দিতে পারেন। একটি রেজোলিউশনের উপর সদস্য দ্বারা একবার ভোট দেওয়া হয়ে গেলে, তিনি পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে পারবেন না। সদস্যদের ভোটের অধিকার কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার, ২ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের তাদের অংশের অনুপাতে হবে। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখ সময়ের মধ্যে সদস্য নন তাঁর শুধুমাত্র তথ্য উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞপ্তি ব্যবহার করা উচিত।
কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ শ্রী শাহনওয়াজ (সদস্য সংখ্যা এসিএস: ২১৪২৭; সিপি নং- ১৫০৭৬) মেসার্স শাহনওয়াজ অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস এর স্বত্বাধিকারী প্রাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিকে স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিযুক্ত করেছে পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার জন্য। স্ক্রুটিনাইজার তাঁর রিপোর্ট কোম্পানির চেয়ারম্যান বা কোনো অনুমোদিত ব্যক্তির কাছে জমা দেবেন এবং পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল ১৩ মার্চ, ২০২৪ বা তার আগে ঘোষণা করা হবে। উল্লিখিত ফলাফলগুলি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে প্রদর্শিত হবে এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড ('এনএসই') এ জানানো হবে যেখানে কোম্পানির শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। উপরন্তু, ফলাফলগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট https://www.annapurnasnacks.in/ এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com -এ আপলোড করা হবে।
ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা www.evoting.nsdl.com -এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন বা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০ -এ কল করতে পারেন অথবা অমিত বিশালকে evoting@nsdl.co.in -এ অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

পরিচালন পর্ষদের আদেশক্রমে
অন্নপূর্ণা স্বাদিষ্ট লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
শাকিল আহমেদ
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১০-০২-২০২৪

থার্ডওয়েভ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়ারিজ লিমিটেড
CIN L15100WB1989PLC046886
রেজি অফিস : অফিস প্লট নং ৬২, টাওয়ার-২, ১৩ তম তল, সল্টলেক, মিলেনিয়াম সিটি ইনফরমেশন টেকনোলজি পার্ক, সেক্টর-৫ , ব্লক ডিএন, বিধান নগর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৬৪ টেলিফোন ০৩৩-৪৬০৩-৯৬৩০/
www.twfil.com/investor.thiredwave@gmail.com

পোস্টাল ব্যালট নোটিশ

এতদ্বারা থার্ডওয়েভ ফিনান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়ারিজ লিমিটেড (কোম্পানি), এর সদস্যগণকে পোস্টাল ব্যালট নোটিশের মাধ্যমে অবগত করা হচ্ছে যে, নোটিশে উল্লিখিত বিশেষ প্রস্তাবগুলি পোস্টাল ব্যালট, কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমে অনুমোদনের জন্য ২০১৩ সালের কেম্পানি (আইন) আইনের ধারা ১১০ এবং প্রযোজ্য অন্যান্য সংস্থান, যদি কিছু থাকে, এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন), রুলসের রুল২০ এবং ২২ এবং (উল্লেখ্য রুলস), সেক্রেটারিয়েল স্ট্যান্ডার্ডস -২ (এসএস-২) এবং ২০১৫ সালের সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশেনসের রেগুলেশন ৪৪(সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস) এবং জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল ২০২০,২০/২০২০ তারিখ ৫ মে ২০২০ এবং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সার্কুলার এবং নোটিফিকেশন কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক (পরবর্তীতে যৌথভাবে এমসিএ সার্কুলার হিসেবে উল্লিখিত) ইস্যুকৃত এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন এবং রেগুলেশনস (বিধিবদ্ধ সংশোধনী বা পুন প্রণয়ন সময়ে সময়ে বলবৎ মতে) অনুযায়ী প্রয়াস পেয়েছে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("আইন") এর ধারা ১০৮, ১১০ এর বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪ ("আইন") এবং প্রবিধান ৪৪ এর বিধি ২২ এবং ২০ এর সাথে পড়া সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) দ্বারা জারি করা বিভিন্ন সার্কুলার সহ পঠিত, কোম্পানি শুধুমাত্র তার সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করেছে যাতে তারা ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দিতে পারে। এই উদ্দেশ্যে, কোম্পানি রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য এজেন্সি হিসাবে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) এর পরিষেবাগুলিকে নিযুক্ত করেছে।
পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি কোম্পানির ওয়েবসাইট https://www.twfil.com/বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাচ্ছে।
দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের নির্দেশাবলী পোস্টাল ব্যালট নোটিশের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।
দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু হবে শনিবার, ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ সকাল ৯টায় (আইএসটি) এবং শেষ হবে রবিবার, ১০ মার্চ, ২০২৪, বিকেল ৫টায় (আইএসটি)। দূরবর্তী ই-ভোটিং অবিলম্বে সিডিএসএল দ্বারা ব্লক করা হবে এবং উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের পরে অনুমতি দেওয়া হবে না।
ভোটের অধিকারগুলি শুক্রবার, **২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ (অর্থাৎ কাট-অফ তারিখ)** ব্যবসায়িক সময় বন্ধ হওয়ার সময় সদস্যদের নামে নিবন্ধিত ইক্যুইটি শেয়ারের পরিশোধিত মূল্যের উপর গণনা করা হবে। যে সদস্যদের নাম কাট-অফ তারিখে সদস্যদের রেজিস্টার/সুবিধাভোগী মালিকদের তালিকায় উপস্থিত থাকবে তারা কেবল দূরবর্তী ই-ভোটিং এর উদ্দেশ্যে যোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং সেই সদস্যরা তাদের ভোট দিতে এবং তাদের সম্মতি বা ভিন্নমত জানাতে সক্ষম হবেন শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রস্তাবিত রেজোলিউশনে। যে কোনো ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে পোস্টাল ব্যালট নোটিশ হিসেবে গণ্য করবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে কোম্পানির সদস্যদের কাছে নোটিশ বা পোস্টাল ব্যালট ফর্মের কোনও ফিজিক্যাল কপি পাঠানো হবে না এবং কোনও ফিজিক্যাল ব্যালট ফর্ম গ্রহণ করা হবে না। সদস্যদের এই পোস্টাল ব্যালট নোটিশের নির্দেশাবলী মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং তাদের সম্মতি (পক্ষে) বা ভিন্নমত (বিপক্ষে) শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রেকর্ড করার জন্য **রবিবার, ১০ মার্চ, ২০২৪ বিকেল ৫টা (আইএসটি)** মধ্যে হতে হবে। বিবেচিত হওয়ার জন্য যোগ্য হতে, ব্যর্থ হলে এটি কঠোরভাবে বিবেচনা করা হবে যে সদস্যের কাছ থেকে কোন ভোট গৃহীত হয়নি।
শ্রী হেমাং সাত্রা, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (ACS 54476 & COP No. 24235), একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে, দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ডাক ব্যালট পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন।
পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে (রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে) স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্টের সাথে ভোটের ফলাফল **১২ মার্চ, ২০২৪ মঙ্গলবার** বা তার আগে চেয়ারম্যান বা চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ঘোষণা করবেন। ফলাফলও হবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে, https://www. twfil.com/ ইনভেস্টর বিভাগের অধীনে, কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইটে https-://www.evotingindia.com প্রদর্শিত হবে।
কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি https://www.evotingindia.com/ এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ বা টোল ফ্রি নম্বরে কল করতে পারেন ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, সিডিএসএল -কে একটি ইমেল অনুরোধ পাঠিয়ে। যে সদস্যরা এখনও তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের নিজ নিজ ডিপি-র কাছে নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যদি শেয়ারগুলি তাদের কাছে ইলেকট্রনিক আকারে এবং কোম্পানীর ক্ষেত্রে তাদের কাছে থাকা শেয়ারগুলি ভৌত আকারে থাকে। এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে পোস্টাল ব্যালট নোটিশের সাথে সংযুক্ত তথ্যাদি পড়ুন।
সদস্যদের পোস্টাল ব্যালট নোটিশে উল্লেখ করা সমস্ত নোট এবং বিশেষ করে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি সাবধানে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

থার্ডওয়েভ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়ারিস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
শ্রী উৎকর্ষ বর্তক
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিন : ০৯৩০৬২৫৩
স্থান : মুম্বাই
তারিখ : ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

নাবালিকা ছাত্রী খুনের তদন্তে মালদা পৌঁছল রাজ্য ফরেন্সিক দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা ইংরেজবাজারে মুন্ডুচ্ছেদ করে নাবালিকা ছাত্রী খুনের ঘটনায় তদন্তে এল রাজ্য ফরেন্সিক দল। এই খুনের ঘটনায় ধৃত শ্রীকান্ত কেশরী যেভাবে তদন্তে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে তাতেও পুলিশকর্তাদের সমস্যায় পড়তে হয়েছে বলে সূত্রের খবর। শুক্রবার দুপুরে ইংরেজবাজার শহরের আম মার্কেটে তদন্তে পৌঁছয় রাজ্য ফরেন্সিক দলের প্রধান ডা চিত্রাক্ষ সরকার। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরো এক সহকর্মী। এদিন ইংরেজবাজার থানার আইসি সঞ্জয় ঘোষ সহ পদস্থ পুলিশ কর্তাদের উপস্থিতিতেই রক্তমাখা মাটি সহ বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যায় ফরেন্সিক দলের কর্তারা। যদিও এর আগে গত মঙ্গলবার শিলিগুড়ি থেকে ফরেন্সিক দলের একটি টিম এসে খুনের জায়গা তদন্ত করে বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যায়।

এদিন রাজ্য ফরেন্সিক দলের প্রধান ডা চিত্রাক্ষ সরকার জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে ঘটনার সম্পর্কে কিছু বলা যাবে না। যে জায়গায় খুনের ঘটনাটি ঘটেছে সেখানকার কিছু নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পাশাপাশি নমুনা সংঘের বিষয়গুলিও ক্ষতিয়ে দেখা হবে।

এদিকে এই নাবালিকা ছাত্রীর নৃশংস খুনের ঘটনাটি নিয়ে পরপর তিনজন তদন্তকারী পুলিশকর্তা বদল করা হল। বর্তমানে এই খুনের ঘটনার তদন্তকারী হিসেবে রয়েছেন ইংরেজবাজার থানার সাব-ইন্সপেক্টর ঝোটন প্রসাদ। এছাড়াও জেলার পুলিশ সুপার, ডিএসপি, আইসি সহ একাধিক পদস্থ কর্তারা ধৃতকে পুলিশি হেপাজতে থাকাকালীন জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত পুলিশি তদন্তে কোনওরকম সহযোগিতা করছে না ধৃত শ্রীকান্ত কেশরী বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এমনকী নানাভাবে পুলিশকে তদন্তে অসহযোগিতা করার পাশাপাশি বিভ্রান্ত তৈরি করছে। এই নাবালিকা ছাত্রী খুনের ঘটনার এগারো দিন পেরিয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত উদ্ধার হয়নি ব্যবহৃত ঘাতক অস্ত্রটি।

উল্লেখ্য, গত ২৯ জানুয়ারি ইংরেজবাজার শহরের উত্তর বালুচর এলাকার বাড়ির সামনে থেকেই নিখোঁজ হয় পঞ্চম শ্রেণির ১১ বছর বয়সি নাবালিকা ছাত্রী সৃষ্টি কেশরী। এরপরই পরিবারের লোকেরা ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। ৩১ জানুয়ারি গভীর রাতে মুন্ডুচ্ছেদ অবস্থায় আম মার্কেটের পরিত্যক্ত জঙ্গল থেকে ওই ছাত্রীর দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় মৃতের এক কাকাতো দাদা শ্রীকান্ত কেশরীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। প্রাথমিক জেরায় ধৃত খুনের কথা স্বীকার করে। মালদা আদালতের মাধ্যমে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১২ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর তারপর থেকে তদন্ত শুরু হলেও এখনো ঘাতক অস্ত্রটির উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। এছাড়াও বিভিন্ন রকমভাবে তদন্তে পুলিশকে বিভ্রান্তি তৈরি করছে ধৃত শ্রীকান্ত কেশরী বলে অভিযোগ।

এদিকে এই নাবালিকা ছাত্রী খুনের ঘটনার পর রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ, অবরোধ, মোমবাতি মিছিল করেছেন সর্বস্তরের মানুষ। চতুর্দিকে দাবি উঠেছে ধৃতকে ফাঁসির সাজা দেওয়া হোক।

পুলিশের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, ধৃত শ্রীকান্ত কেশরী পুলিশি হেপাজতে থেকেও ব্যবহৃত ঘাতক অস্ত্রের বিষয়ে পরিষ্কার করে কিছু বলেনি। তবে খুনের ঘটনার পর তার লোকেশন কি ছিল সেটা মোবাইল ট্র্যাক করেই তদন্ত করা হচ্ছে। যদি ঘাতক অস্ত্রটি মহানন্দা নদীতে ফেলে থাকে তাহলে সেটি উদ্ধার করতেও সমস্যায় পড়তে হবে পুলিশকে বলেও মনে করা হচ্ছে। তবে এদিন রাজ্য ফরেন্সিক দলের প্রধান কর্তার উপস্থিতিতে যেসব নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে, তাতে তদন্তের ক্ষেত্রে অনেকটাই অগ্রগতি আসবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

পরীক্ষা ভালো না হওয়ায় আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিবেদন, দেগঙ্গা: অঙ্ক পরীক্ষা ভালো হয়নি। সেই অবসাদে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী এক ছাত্রী। উদ্ধার হয়েছে সুইসাইড নোট। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে দেগঙ্গার বেড়াচাঁপা এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব চন্দনা গোবরা পাড়ায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম নাসিমা খাতুন (১৭)। পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বারাসত জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে মৃত নাসিমা তিন বোনের মধ্যে দ্বিতীয়। বেড়াচাঁপা বীণাপানি বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী ছিল। মাধ্যমিক পরীক্ষার সিট পড়েছিল দেগঙ্গার চৌরাশি হাইস্কুলে। বৃহস্পতিবার ছিল অঙ্ক পরীক্ষা। নাসিমার অঙ্ক পরীক্ষা ভালো হয়নি। পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে ফিরে সে কথা বাবা মাকে জানিয়েছিল নাসিমা।

শুক্রবার ছিল জীবন বিজ্ঞান পরীক্ষা। পরিবার সূত্রে জানা গেছে এদিন সকালে উঠে বাড়ির লোকজন দেখেন নাসিমার ঘরে আলো জ্বলছে। প্রথমে তারা ভেবেছিলেন ভোরে উঠে পড়াশোনা করছে নাসিমা। মা ময়রম বিবি বলেন পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় হলেও নাসিমা ঘর থেকে বের হয়নি। তাই মেয়েকে ডাকাডাকি শুরু করি। কিন্তু মায়ের ডাকে কোনও সাড়া দেয়নি নাসিমা। সন্দেহ হওয়ায় পরিবারের লোকজন দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকেন। তারা দেখেন ফ্যানের রডের সঙ্গে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে নাসিমা। খাটের ওপর পড়ে আছে ছ'পাতার একটি সুইসাইড নোট। পরিবারের লোকজনের চিৎকার চেঁচামেচিতে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। তারাই খবর দেন পুলিশকে। পরে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়।

কাকা মফিজুল ইসলাম বলেন, বৃহস্পতিবার পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে ফিরে বলেছিল তার অঙ্ক পরীক্ষা ভালো হয়নি। কিন্তু তার জন্য কেউ তাকে বকাবকি করেনি। সকালে শুনি আত্মঘাতী হয়েছে নাসিমা। কেন যে সে এমন করল বুঝতে পারছি না। দেগঙ্গা থানার পুলিশ জানিয়েছে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, অঙ্ক পরীক্ষা ভালো না হওয়ায় অবসাদে আত্মঘাতী হয়েছে ওই ছাত্রী। এ সংক্রান্ত একটি সুইসাইড নোটও পুলিশ উদ্ধার করেছে।

কারখানার বয়লারের হপারে পড়ে পাণ্ডুয়ায় শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডুয়া: গেঞ্জি কারখানার চোঙায় পড়ে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। ঘটনা পাণ্ডুয়ার হরাল দাসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হারাল গ্রামে। মৃতের নাম তাপস রায় (২৮)। বাড়ি মেমারির খেরো এলাকায়।

জানা গিয়েছে, রাইস মিল থেকে লরিতে তুষ নিয়ে আসেন সাত জন শ্রমিক। লরি খালি করে শ্রমিকরা কেউ স্নান করতে, কেউ শৌচকর্ম করতে, কেউ খেতে যান। বেশ কিছুক্ষণ তাপসকে দেখতে পাচ্ছিলেন না কেউ। তাঁর খোঁজ শুরু হয়। তাঁর একটি পা দেখা যায়। গ্যাস কাটার দিয়ে হপারের নীচের অংশটা কেটে বের করে আনা হয় শ্রমিকের। পাণ্ডুয়া হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা শ্রমিককে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশের অনুমান, ওই শ্রমিক পা পিছলে হপারে পড়ে যান। সম্ভবত দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয় চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে। পাণ্ডুয়া থানার ওসি শিবাজি গুহ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান। শ্রমিকদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। দুই শ্রমিক বলেন, 'আমরা একসঙ্গে লরি খালি করলাম। তারপর যে যাঁর কাজে চলে যাই। তাপসকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কিছু সময় পর দেখি স্টিম বয়লারের তলায় পড়ে আছেন। কী করে ওখানে পড়লেন বুঝতে পারছি না।'

প্রতিবেশীদের ভয়ে মেয়েদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে না পারার আশঙ্কায় প্রৌঢ়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, বলাগড়: কখনও চলে গালিগালাজ, কখনও মারধর অভিযোগ। প্রতিবেশীদের ভয়ে গ্রামেই ঢুকতে পারছেন না বলে দাবি। মেয়েরা পরীক্ষা দেবে কী করে, প্রশ্ন তুললেন হুগলির বলাগড়ের এক প্রৌঢ়া।

তাঁর অভিযোগ, প্রতিবেশীদের সঙ্গে চলে নিত্য অশান্তি। তাঁর নামে থাকা জমি হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হয় বলেও অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। পরিস্থিতি এতটাই চরমে পৌঁছেছে যে গত এক সপ্তাহ ধরে আত্মীয়দের বাড়ি বাড়ি ঘুরে থাকতে হচ্ছে তাঁদের। একাধিকবার এই নিয়ে অভিযোগ জানানো হয়েছে বলেও দাবি প্রৌঢ়ার। প্রৌঢ়ার দাবি, নাবালিকা তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে ঘরছাড়া প্রৌঢ়া। দিনকয়েক বলাগড় থানায় তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। বলাগড় থানা তফশিলি জাতি উপজাতি আইনে মামলা রুজু করে। চুঁচুড়া আদালতে প্রৌঢ়ার গোপন জবানবন্দির জন্য পাঠায়।

স্বামী পরিত্যক্তা প্রৌঢ়ার অভিযোগ, তাঁর দুই মেয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। তাঁর ছেলে সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। তিন সন্তানকে নিয়ে খুবই কষ্টে দিন কাটান তিনি। প্রতিবেশীরা নানা ভাবে তাঁদের হেনস্থা করেন। প্রৌঢ়ার অভিযোগ, কলে জল নিতে দেওয়া হয় না তাঁকে। জাত তুলে গালাগালি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি শুরু হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। দুই মেয়ে কী করে পরীক্ষায় বসবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় প্রৌঢ়া।

তাঁর বড় মেয়ের অভিযোগ, 'পরীক্ষার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিতে পারছি না। কী করে পরীক্ষায় বসব জানি না। আমরা দুই বোন পরীক্ষা দিতে চাই।' গ্রামবাসী সুজন মণ্ডলের পালটা অভিযোগ, যেখানে বসে শিশুরা খেলা করে, সেখানে অপকর্ম করেছিলেন ওই প্রৌঢ়া। এই ঘটনার পর পাড়ায় সালিশি সভা ডাকা হয়, সেখানে পঞ্চায়েত সদস্যরাও ছিলেন। কিন্তু প্রৌঢ়া আসেননি বলে দাবি গ্রামবাসীদের। সুজন মণ্ডলের দাবি, 'কেউ ওঁকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয়নি। উনি বাড়িতে যখন খুশি আসতে পারেন। কেউ বাধা দেবে না।' হুগলি গ্রামীণ পুলিশের ডিএসপি ক্রাইম অভিজিৎ সিনহা মহাপাত্র জানান, আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দুই মেয়ে যাতে পরীক্ষা দিতে পারে সেই ব্যবস্থা করা হবে।

পাথরপ্রতিমায় বাঘের আতঙ্কে ট্র্যাপ ক্যামেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাথরপ্রতিমা: গত চার মাস ধরে এলাকায় রয়েছে বাঘের আতঙ্ক।পাথরপ্রতিমার শ্রীধরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে বিষয়টি বিভিন্ন দপ্তরে জানানো হয়েছিল। এরপরই নড়েচড়ে বসে বন দপ্তর। সম্প্রতি এই বিষয় নিয়ে পঞ্চায়েত অফিসে একটি বিশেষ বৈঠক করলেন বন দপ্তরের আধিকারিকরা ও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা। শ্রীধরনগরের থেকে ঠাকুরান নদীর পূর্ব দিক বরাবর জঙ্গল ধরে উপেন্দ্রনগর তমলুকপাড়া পর্যন্ত বাঘের বিচরণ স্থল। বাঘের এই আসা যাওয়ার জায়গায় তিনটি পর্যায়ে ৬টি ট্র্যাপ ক্যামেরা লাগানোর বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় বৈঠকে।

বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, ওই এলাকায় ট্র্যাপ ক্যামেরা লাগানো হবে। ক্যামেরাগুলির দেখাশোনা করবে গ্রামবাসী ও পঞ্চায়েত। ওই ট্র্যাপ ক্যামেরার ছবি দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

পাশাপাশি শ্রীধরনগরের ওই এলাকা জাল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। ধনচি জঙ্গলের লাগোয়া নদীতে বন দপ্তরের কর্মীরা রাতেও লঞ্চে করে পাহারা দিচ্ছেন। এই বিষয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভাগীয় বনাধিকারিক (ডিএফও) বলেন, 'ইতিমধ্যেই বৈঠক করেছি। আতঙ্কগ্রস্ত সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে আপতত ৩টি পয়েন্টে ৬টি ক্যামেরা লাগানো হচ্ছে।'

মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার : L27100WB2010PLC144409
রেজিস্টার্ড অফিস : ৮/১, লালবাজার স্ট্রিট, বিকানির বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল : infomcmil@manaksia.com; ওয়েবসাইট : www.manaksiacoatedmetals.com,
দূরভাষ : +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩ / ৫০৫৪

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত অনিরীক্ষিত		নয় মাস সমাপ্ত অনিরীক্ষিত
	৩১.১২.২০২৩	৩১.১২.২০২২	৩১.১২.২০২৩
কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৯৪১৩.৯৪	১৭৭৫৬.২২	৫৬৬০১.২৬
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব	৫৪৩.১৬	২৯.৪৩	৮০৫.৩৫
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী	৪০৪.৫৮	২১.০২	৬১৭.৮১
মোট ব্যাপক আয় [কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং করের পরে অন্যান্য ব্যাপক আয়]	৪০২.৩৫	৪৪.৭৭	৬৩৫.১২
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪
শেয়ার প্রতি আয় (১/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়):			
(ক) মৌলিক	০.৬২	০.০৩	০.৯৪
(খ) মিশ্রিত	০.৫৯	০.০৩	০.৯০

স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের মুখ্য সংখ্যা :

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত অনিরীক্ষিত		নয় মাস সমাপ্ত অনিরীক্ষিত
	৩১.১২.২০২৩	৩১.১২.২০২২	৩১.১২.২০২৩
কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৯৪১০.৮৭	১৭৭৪৯.৯৮	৫৬৫৯০.৪৪
কর পূর্ববর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি)	৫৪৯.৯৯	৩৩.৩৫	৮২৬.২৭
কর পরবর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি)	৪১১.৪১	২৪.৯৪	৬৩৮.৭৩

দ্রষ্টব্য:
(ক) ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত কোম্পানির ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস সময়ের আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত ও সুপারিশ করা হয়েছে এবং কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের স্ব-স্ব সভায়। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ এই সকল ফলাফলের সীমায়িত পুনরীক্ষণ করেছেন।
(খ) মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, এর সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সম্পূরক, মানাকসিয়া ইন্টারন্যাশনাল এফজেডই এবং জেপিএ স্ন্যাকস্ প্রাঃ লিঃ-এর অন্তর্গত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফল।
(গ) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksiacoatedmetals.com -তেও পাওয়া যাবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
সুশীল কুমার আগরওয়াল
DIN: 00091793
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

হিন্দুস্তান মোটরস্ লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : "বিড়লা বিল্ডিং", ৯/১, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১
CIN : L34103WB1942PLC018967 টেলি: +৯১ ০৩৩ ২২৪২০৯৩২ ফ্যাক্স: +৯১ ০৩৩ ২২৪৮০০৫৫
ই-মেল : hmcosecy@hindmotor.com; ওয়েবসাইট: www.hindmotor.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সারাংশ (টাকার অঙ্ক লাখে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয় / অন্যান্য আয়	১,২৫৫	১,২৯৫	২৫
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব)	১,১২২	৯১৯	(১৪৯)
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	১,১২২	৯১৯	(১৪৯)
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	১,১২২	৯৩২	(১১৫)
মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [(কর পরবর্তী) সময়কালের জন্য অন্তর্গত লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	১,১২৩	৯৩৫	(১০৯)
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (বাজেয়াপ্ত শেয়ারের ক্ষেত্রে পরিমাণ ব্যতীত)	১০৪৩৩	১০৪৩৩	১০৪৩৩
শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু ৫/- টাকা প্রতি শেয়ার)			
মৌলিক এবং মিশ্রিত :	০.৫৪	০.৪৫	(০.০৬)

দ্রষ্টব্য :
১. ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পর্যালোচিত এবং পরিচালন পর্ষদ দ্বারা উপরের ফলাফলসমূহ অনুমোদিত করা হয়েছে।
২. ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরেরটি যা স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস্) রেগুলেশনস, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে বিএসই এবং এনএসই-র ওয়েবসাইট যথাক্রমে www.bseindia.com এবং www.nseindia.com -তে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.hindmotor.com -তে।

হিন্দুস্তান মোটরস্ লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
(উত্তম বোস)
ডিরেক্টর
তারিখ : ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
স্থান : কলকাতা

এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস্ লিঃ

রেজিঃ অফিস : "বৈভব" (৪এফ), ৪, লী রোড, কলকাতা-৭০০০২০
CIN No: L74300WB1983PLC036342
দূরভাষ : ০৩৩-২২৯০-৭৪০০/৭৪০১/৭৪০২/০৫৪৪, ফ্যাক্স নং: ০৩৩-২২৮৭-৪০৪২, ২২৪০-৬৮৮৪
ই-মেল আইডি : smifscap@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.smifscap.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন			কনসোলিডেটেড		
	তিন মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২২ পূর্ব বর্ষের অনুরূপ ৩ মাস মাপ্ত (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২২ পূর্ব বর্ষের অনুরূপ ৩ মাস মাপ্ত (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)
কার্যাদি সূত্রে মোট আয় (নিট)	২১,৫০২.৯৬	১,১৯৫.৫৫	৫,৭৩৯.১৬	২১,৫০৬.৭৫	১,২০০.২৬	৫,৭৫৭.৫৮
নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) কর পূর্ববর্তী	২১৫.২৭	৫.৮৯	৬৮.০৭	২১৩.১৫	৭.০৪	৭২.৭০
নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য	১৫৮.০৫	১৩.৭৫	৪৫.৮৯	১৫৬.৪৪	১৪.৭৬	৫১.০৪
মোট আনুপঙ্খিক আয় সময়কালের জন্য [লাভ/(ক্ষতি) করের পরে সময়ের জন্য এবং অন্যান্য আনুপঙ্খিক আয় করের পরে এর জন্য]	৫৬৩.৭৪	৯৪.২৫	১৬০.৫৬	৫৬২.০০	৮৫.৭৭	১৭১.৮৬
চুকিয়ে দেওয়া ইকুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি)	৫৫৮.৫০	৫৫৮.৫০	৫৫৮.৫০	৫৫৮.৫০	৫৫৮.৫০	৫৫৮.৫০
শেয়ার-পিছু আয় (ইপিএস) (বার্ষিকীকৃত নয়)						
ক) মৌলিক (₹)	২.৮৩	০.২৫	০.৮২	২.৮০	০.২৬	০.৯১
খ) মিশ্রিত (₹)	২.৮৩	০.২৫	০.৮২	২.৮০	০.২৬	০.৯১

১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক/নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফম্যার্টের সারাংশ। ত্রৈমাসিক/নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট সমূহ (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.smifscap.com -এ।

এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস্ লিঃ-এর পক্ষে
উৎসব পারেখ
চেয়ারম্যান
স্থান : কলকাতা
তারিখ: ০৯.০২.২০২৪

শালিমার ওয়্যারস্ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN : L74140WB1996PLC081521
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৫, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৩
টেলি: ৯১-৩৩-২২৩৪৯৩০৮/০৯/১০, **ফ্যাক্স:** ৯১-৩৩-২২১১ ৬৮৮০,
ই-মেল আইডি : kejriwal@shalimarwires.com, **ওয়েবসাইট:** www.shalimarwires.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

টাকার অঙ্ক লাখে

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস সমাপ্ত (৩১/১২/২০২৩) অনিরীক্ষিত	৩ মাস সমাপ্ত (৩০/০৯/২০২৩) অনিরীক্ষিত	৩ মাস সমাপ্ত (৩১/১২/২০২২) অনিরীক্ষিত	নয় মাস সমাপ্ত (৩১/১২/২০২৩) অনিরীক্ষিত	নয় মাস সমাপ্ত (৩১/১২/২০২২) অনিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত (৩১/০৩/২০২৩) নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	২,৯৩৪.৭৯	৩,৩৩৩.৭০	৩,০৩২.৫৩	৯,৪২৯.১৫	৮,৯৭৩.৩২	১২,০৭৯.৯৫
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	(১০৯.৯২)	১৭৩.০৪	১০৬.৬৭	১৫৭.০১	২৩৩.৭০	৫১.৬৪
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(১০৯.৯২)	১৭৩.০৪	১০৬.৬৭	১৫৭.০১	২৩৩.৭০	৬৫২.৯২
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(১০৯.৯২)	১৭৩.০৪	১০৬.৬৭	১৫৭.০১	২৩৩.৭০	৬৫২.৯২
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [(কর পরবর্তী) সময়কালের জন্য অন্তর্গত লাভ/(ক্ষতি) এবং (কর পরবর্তী) অন্যান্য ব্যাপক আয়]	(১০৯.৯২)	১৭৩.০৪	১০৬.৬৭	১৫৭.০১	২৩৩.৭০	৬৩৭.১২
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০
৭	শেয়ার প্রতি আয় (২/- টাকা প্রতিটি) (চলতি এবং অচলতি কার্যাদির জন্য)						
	মৌলিক	(০.২৬)	০.৪০	০.২৫	০.৩৭	০.৫৫	১.৫৩
	মিশ্রিত	(০.২৬)	০.৪০	০.২৫	০.৩৭	০.৫৫	১.৫৩

দ্রষ্টব্য :
১. উপরের ফর্ম্যাট ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে ৩য় ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের কোম্পানির অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ যা সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। কোম্পানির ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটটি কোম্পানির এবং স্টক এক্সচেঞ্জ(সমূহ)-র ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে।

শালিমার ওয়্যারস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
সুনীল খৈতান
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN No. 00385961
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

ঊমা এক্সপোর্টস লিমিটেড

CIN: L14109WB1988PLC043934
রেজিস্টার্ড অফিস : গঙ্গা যমুনা অ্যাপার্টমেন্ট ২৮/১, শেক্সপীয়র সরণি, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০১৭
ওয়েবসাইট: www.umaexports.net.in; ইমেল: cs@umaexports.net.in; ফোন নং : ০৩৩ ২২৮১১৩৯৬ / ১৩৯৭

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারাংশ (লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১-১২-২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০-০৯-২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১-১২-২০২২ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩১-১২-২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১-১২-২০২২ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১-০৩-২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	৩৪,৫১৫.৪০	২৬,০৮৪.২৬	২৬,২৪৭.৪৭	৯০,৭৮৪.৩৭	৯২,৮২৯.৩৬	১,৪৩,৪৩৩.৫১
২	ত্রৈমাসিক / বর্ষের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	১৪১.১৯	২৮.০৮	৯২২.৯২	২৪৫.৪	২৪৬৩.৯৯	৩,৫৮৩.৬৩
৩	কর পূর্ব ত্রৈমাসিক / বর্ষের নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	১৪১.১৯	২৮.০৮	৯২২.৯২	২৪৫.৪০	২,৪৬৩.৯৯	৩,৫৮৩.৬৩
৪	কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	১০৯.৭০	২৭.৬৩	৭০২.৬৯	১৯১.৭৮	১,৮৪৩.৬২	২,৬৭০.৪৪
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [(লাভ/ (ক্ষতি) সম্বিত সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	১০৬.৫৬	২৪.৬৪	৭০৮.৮৫	১৮০.৪২	১,৮৫১.১১	২,৬৮২.৯৫
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮
৭	পূর্ব বর্ষের নিরীক্ষিত ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিতমতো সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	-	-	-	-	১৩,৩২৩.৪১
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (চলতি এবং অচলতি কাজকর্মের জন্য) -						
	মৌলিক	০.৩২	০.০৮	২.০৮	০.৫৭	৫.৪৫	৭.৯০
	মিশ্রিত	০.৩২	০.০৮	২.০৮	০.৫৭	৫.৪৫	৭.৯০

ক্র. নং	বিবরণ	কনসোলিডেটেড: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১-১২-২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০-০৯-২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১-১২-২০২২ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩১-১২-২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১-১২-২০২২ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১-০৩-২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	৪৩,১৮৪.৯৬	২৮,৫৮৪.০৬	২৭,৩৩০.৪০	১,০৪,১৩৮.৮৭	৯৬,৩৩৭.২৮	১,৪৮,৮২৫.৭৬
২	ত্রৈমাসিক / বর্ষের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	১৬৮.৫	৩৩.৬	১,০৪১.৩৭	২৮১.০৫	২৬৩৬.৪২	৩,৭১৫.৪০
৩	কর পূর্ব ত্রৈমাসিক / বর্ষের নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	১৬৮.৫০	৩৩.৬০	১,০৪১.৩৭	২৮১.০৫	২৬৩৬.৪২	৩,৭১৫.৪০
৪	কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	১৩৭.০১	৩৩.১৫	৮২১.১৪	২২৭.৪৩	২,০১৬.০৫	২,৮০২.২১
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [(লাভ/ (ক্ষতি) সম্বিত সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	১২৪.১৯	৪৮.৭২	৮৪০.৭৫	২২২.২৬	২,১১৯.৮৩	২,৯১৮.৪৪
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮
৭	পূর্ব বর্ষের নিরীক্ষিত ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিতমতো সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	-	-	-	-	১৪,৬০৪.৪৪
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (চলতি এবং অচলতি কাজকর্মের জন্য) -						
	মৌলিক	০.৪১	০.১০	২.৪৩	০.৬৭	৫.৯৬	৮.২৯
	মিশ্রিত	০.৪১	০.১০	২.৪৩	০.৬৭	৫.৯৬	৮.২৯

দ্রষ্টব্য :
ক) উপরোক্তটি এসইবিআই (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জ(গুলি) এবং তালিকাভুক্ত সংস্থার ওয়েবসাইট যথা http://www.umaexports.net/ -তে।
খ) উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা এবং সুপারিশ করা হয়েছিল এবং ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ -এ অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত এবং রেকর্ডে নেওয়া হয়েছে।
গ) সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)) রেগুলেশনস ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে প্রয়োজনীয় সীমিত পর্যালোচনা কোম্পানির অডিটরগণ সম্পন্ন করেছে।

ডিরেক্টরস বোর্ডের পক্ষে
স্বা/-
রাকেশ খেমকা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00335016
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

আমফানের ক্ষতিপূরণের টাকা রিফান্ডের নোটিস ব্লকের, শোরগোল তারকেশ্বরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আমফানের চার বছর পর ক্ষতিপূরণের টাকা রিফান্ড চেয়ে নোটিশ ব্লক প্রশাসনের। আমফানের নামে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। ক্ষতিগ্রস্ত না হয়েও অনেকে আমফানের টাকা পান বলে অভিযোগ ওঠে। এবার প্রশাসনের গাফিলতিতে আমফানে সত্যিকারের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির কাছ থেকে টাকা রিফান্ড চেয়ে নোটিশ পাঠানোয় দিশাহারা পরিবারগুলি।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ২০ মে সুপার সাইক্লোন আমফানের তাণ্ডবে রাজ্যে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েন বহু মানুষ। কেন্দ্রের তরফ থেকে এ রাজ্যের জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ ৩,৭০৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ক্ষতির পরিমাণ পরিমাপ করে ক্ষতিগ্রস্তদের অনুদান বণ্টন করে রাজ্য সরকার। আংশিক ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য পাঁচ হাজার টাকা, মাঝারি ক্ষতিগ্রস্তদের দশ হাজার টাকা এবং সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ২০ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়। তবে সেই সময় আমফানে ক্ষতিপূরণের নামে ব্যাপক আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল রাজ্যের

বিভিন্ন প্রান্তে। সেই সময় হাইকোর্টের নির্দেশে সিএজি ক্ষতিপূরণ প্রাপকদের তালিকা যাচাই করে।

সিএজির রিপোর্ট অনুযায়ী, ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে একই ব্যক্তিকে দু'বার করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে বলে একটি তালিকা প্রকাশ করে এবং প্রতিটি জেলায় সেই তালিকা পাঠিয়ে দেওয়া হয় জেলা প্রশাসনের কাছে। সেইমতো টাকা ফেরতের জন্য সেই সময় ব্যাপক তৎপরতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল সমস্ত জেলায়। তবে কিছুদিনের মধ্যেই সেই প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। এবার চার বছর পর ক্ষতি পূরণের অতিরিক্ত টাকা ফেরৎ চেয়ে নোটিস পাঠানো হয়েছে তারকেশ্বর ব্লকের বেশ কয়েকজন আমফানে অনুদান প্রাপককে।

এর মধ্যে নোটিশ প্রাপক তারকেশ্বরের চাঁপাডাঙা পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা প্রশান্ত চক্রবর্তী জানান, আমফানের ক্ষতিপূরণের আবেদন করে দশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ পান। বর্তমানে ভিক্ষাবৃত্তি করে ও সরকারি অনুদানে সংসার চলে বলে জানান। তবে ২০ সালের অগস্ট মাসে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার পর ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে অতিরিক্ত টাকা ফেরত চেয়ে ২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইস্যু হওয়া একটি নোটিশ পান ২২ সালের জানুয়ারি মাসে। দেড় বছর পর আবার কেন নোটিস এই নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন।

যদিও তারকেশ্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কৃষ্ণা অধিকারীর দাবি, আমফানে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারে গাফিলতির বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। যাদের টাকা ফেরত দেওয়ার মতো অবস্থা নেই তাঁদের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা হবে। সবমিলিয়ে আমফানে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের টাকা ফেরত দেওয়ার নোটিস জারি হওয়ায় শোরগোল এলাকায়।

পুকুর ভরাট ও বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ, পরিদর্শনে চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: শহর বর্ধমানের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বড়নীলপুর মোড় ছোট বালিডাঙা এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দা সুদীপ্ত কুমার রায় নামে এক ব্যক্তি পুকুর ভরাট করে বেআইনি নির্মাণ করছেন বলে অভিযোগ করা হয় বর্ধমান পুরসভায়। অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তৎপর হয় বর্ধমান পুরসভা। শুক্রবার সেই পুকুর পরিদর্শনে যান বর্ধমান পুরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার সহ অন্যান্য আধিকারিক বৃন্দরা। বর্ধমান পুরসভার চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র সরকারের দাবি, 'আমাদের কাছে অভিযোগ জমা পড়ে এই সুদীপ্ত রায় লোকটি পুকুর ভরাট করে বেআইনি নির্মাণ করছেন। তারপরই আমরা আজ পরিদর্শন এসেছিলাম। আমরা চেয়েছিলাম তাঁর সঙ্গে বসে কথা বলব। কিন্তু তিনি আমাদের সঙ্গে দেখাই করেননি। তিনি যে অন্যায় ভাবে কাজটি করছেন সেটি এখন পরিষ্কার। পুরসভার পক্ষ থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

অন্যদিকে যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই সুদীপ্ত কুমার রায়ের দাবি, এখানে যে কটা বাড়ি হচ্ছে সবকটাই পুকুরের আওতায়। তৎকালীন পুরসভার চেয়ারম্যান সুরেন মণ্ডল আমাদের পারমিশন দিয়েছিলেন বাড়ি করার জন্য। পুকুর ভরাট করা হয়নি এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ। আমার কাছে সমস্ত কাগজপত্র রয়েছে।'

কেন্দ্রীয় সরকারের স্বৈরাচারী পরিবহণ নিয়মের খেসারতের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আজকাল বাইক চালকরা পুলিশের চালান দ্বারা অত্যন্ত সমস্যায় পড়ছেন বলে অভিযোগ। বিভিন্ন স্থানে চেকপোস্ট বসিয়ে বাইক চালকদের চালান দিচ্ছে পুলিশ। তাও ৫ হাজার থেকে ৭ হাজার টাকার। হুগলি জেলা থেকে লাগাতারই এমন অভিযোগ আসছে।

জানা গিয়েছে, বাবা সকালে মেয়ের ওষুধ আনতে বেরিয়েছিলেন। শ্রীরামপুরের ঘোষপাদা এলাকায় বাইক চালক রবীন্দ্র শর্মাকে থামায় পুলিশ। যদিও তাঁর পরনে ছিল হেলমেট। কিন্তু তাড়াহুড়ো করে তিনি সঙ্গে ড্রাইভিং লাইসেন্স নিতে ভুলে যান। তিনি কর্তব্যরত অফিসার উত্তম কুমার ভৌমিকের কাছে অনুরোধ করেছিলেন যে, তাঁর মেয়ে অসুস্থ এবং তিনি তাড়াহুড়ো করে ড্রাইভিং লাইসেন্স আনতে ভুলে গিয়েছেন। কিন্তু তিনি বলেন, 'আমি যদি কোনও নেতাকে চিনি কিনা এবং তিনি ফোন করলে, আমি ছেড়ে দিতে পারি।' এরপর তিনি ৫ হাজার টাকার চালান দেন।

তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারের স্বৈরাচারী পরিবহণ নিয়মের খেসারত দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। প্রথমত, মানুষের কর্মসংস্থান নেই। জীবিকা নির্বাহ করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এমন পরিস্থিতিতে পুলিশ যথেচ্ছ চালান দিচ্ছে। কিছু পুলিশ কর্মকর্তা যাঁদের সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও মানবতা রক্ষা করার কথা, তাঁরা চালান দেওয়ার সময় সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা শোনেন না। এ ব্যাপারে পুলিশের কিছু দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

পরীক্ষা কেন্দ্রে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: শনিবার মাদ্রাসা পর্ষদের আলিম এবং হাইমাদ্রাসার অঙ্ক পরীক্ষা। তার আগে শুক্রবার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল আমডাঙা ব্লকের কেএ এইচ রাহানা সিনিয়র মাদ্রাসায়। স্কুলের দোতলায় বন্ধ অফিস ঘরেই আগুন লাগে। শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে বলেই জানা গিয়েছে দমকল এবং মাদ্রাসা সূত্রে। দমকলের একটা ইঞ্জিন এসে এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রনে আসে। কিন্তু ততক্ষণে আগুনে পুড়ে গিয়েছে শনিবারের অঙ্ক পরীক্ষার খাতা, কম্পিউটার, প্রিন্টার সহ কাঠের আসবাবপত্র। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিষয়টি তদারকি করেন রাজ্য মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সদস্য একেএম ফারহাদ। তাঁর প্রচেষ্টায় অবশ্য শুক্রবার বিকেলেই আলিম এবং হাইমাদ্রাসার অঙ্ক পরীক্ষার খাতা আনা হয়েছে স্কুলে। ফলে শনিবারের পরীক্ষা হতে কোনও সমস্যা হবে না বলেই জানান ফারহাদ।

শুক্রবার কোনও পরীক্ষা ছিল না। তবে, উৎকর্ষ বাংলার একটা প্রশিক্ষণ চলছিল আমডাঙার কেএসএইচ রাহানা সিনিয়র মাদ্রাসায়। এদিন আনুমানিক ১১টায় দোতলার একটি অফিস ঘর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্যরা। সহকারী প্রধান শিক্ষকের পাশের ওই ঘরেই রাখা ছিল শনিবারের আলিম এবং হাইমাদ্রাসার অঙ্ক পরীক্ষার খাতা সহ অন্যান্য সামগ্রী। মাদ্রাসায় অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়েই চলে আসেন আমডাঙা থানার পুলিশ এবং মাদ্রাসা পর্ষদের সদস্য একেএম ফারহাদ। দমকলের একটা ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে, এদিন পরীক্ষা না থাকায় বড় ধরনের ঘটনা এড়ানো গিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে এ কে এম ফারহাদ বলেন, 'দমকলের কর্মীরা তৎপরতা সঙ্গে আগুন নিয়ন্ত্রণ করেছেন। আলিম এবং হাইমাদ্রাসার অঙ্ক পরীক্ষার সব খাতা পুড়ে গিয়েছে। এদিন বিকেলেই অবশ্য রাজ্য মাদ্রাসা পর্ষদের অফিস থেকে অঙ্ক পরিক্ষার খাতা আনা হয়েছে। পরীক্ষা হতে কোনও সমস্যা হবে না।'

প্রকাশিত চন্দন মিত্রের গল্প সংকলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার: সম্প্রতি বার্ণিক প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে চন্দন মিত্রের গল্প সংকলন 'লাল পিঁপড়েদের উপযোগিতা'। ডায়মন্ড হারবার হাইস্কুলের একটি কক্ষে আনুষ্ঠানিক ভাবে বইটির মোড়ক উন্মোচন করলেন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়। বই নিয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক রূপম প্রামাণিক। লেখকের মোট ১৪টি গল্প রয়েছে এই বটিতে। চন্দন মিত্র মূলত কবি ও প্রাবন্ধিক হলেও এটি তাঁর দ্বিতীয় গল্প সংকলন।

এদিনের বই প্রকাশ উপলক্ষে কবিতা বন্দর পত্রিকার পক্ষ থেকে সাহিত্য উৎসবেরও আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কবি রফিক উল ইসলাম, খায়রুল আনাম, অরুণ পাঠক, নাগসেন, গৌতম মণ্ডল, দিলীপ প্রামাণিক, অমলেন্দু বিকাশ দাস প্রমুখ। অধ্যাপক রূপম প্রামাণিক বলেন, 'চন্দন মিত্র অন্য ধারায় গল্প লিখছেন। আশা করব সিরিয়াস পাঠক তাঁকে ঠিক খুঁজে নেবে।'

বাংলাদেশে থাকা দাদাদের রেশন তোলার অভিযোগে ধৃত ভাই

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: দুই উপভোক্তা বাংলাদেশে অথচ ভাই রেশন তুলছেন বলে অভিযোগ। হাতেনাতে ধরল গাইঘাটা খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক।

উত্তর ২৪ পরগনা গাইঘাটা ব্লক খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক সঞ্জীব চক্রবর্তী সূত্র মারফত খবর পান, দোগাছিয়ার বাসিন্দা অনিমেষ মণ্ডলের দুই দাদা মণিলাল মণ্ডল ও সুকান্ত মণ্ডল, যাঁরা বাংলাদেশে বরিশালে থাকেন, তাঁরা শেষ ২ বছর ভারতে আসেননি, তবুও তাঁদের রেশন ভাই তুলছেন বলে অভিযোগ। দোগাছিয়ায় অনিমেষ মণ্ডলের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই তিনি প্রাথমিক ভাবে খাদ্য দপ্তরের আধিকারিককে ভুল তথ্য দিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন, দাদারা ভিন রাজ্যে থাকেন। পরবর্তীতে আধিকারিকের জেরার মুখে স্বীকার করে জানান, তাঁর দুই দাদা দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশে থাকেন। আধার কার্ড আছে তা থেকেই রেশন কার্ড হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে আধিকারিকের কাছে তিনি ভুল স্বীকারও করেন। এই বিষয়ে অনিমেষ মণ্ডলের দাবি, তাঁর পরিবারের সদস্য সেই কারণেই তিনি রেশন তুলেছেন। তিনি ভুল করেছেন। এই বিষয়ে গাইঘাটা ব্লক খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক সঞ্জীব চক্রবর্তী বলেন, 'আমরা তথ্য পেয়ে অনিমেষ মণ্ডলের বাড়িতে গিয়ে জানতে পেরেছি তাঁর দুই দাদা বাংলাদেশে থাকেন। কিন্তু তিনি এখানে রেশন তোলেন। আমরা প্রশাসনিক পদক্ষেপ করার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলছি এবং দু'টি রেশন কার্ড অবিলম্বে যাতে ব্লক করা যায় সেই ব্যবস্থা করছি।'

প্রতিমা তৈরিতে মাটির চরম আকালের দাবি মৃৎশিল্পীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রতিমা তৈরির ক্ষেত্রে মাটির চরম আকাল দেখা দিয়েছে বলে দাবি। যার ফলে সমস্যায় পড়েছেন মালদার কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীরা। অধিকাংশ মৃৎশিল্পীই ছোট থেকে বড় গড়ে ১০০ থেকে ১৫০টি করে সরস্বতী প্রতিমা তৈরি করে থাকেন। কিন্তু এখন মৃৎশিল্পীরা প্রতিমা তৈরির জন্য পর্যাপ্ত এঁটেল মাটি পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। যার কারণে সরস্বতী প্রতিমা তৈরিতে ব্যাপক সমস্যায় পড়েছেন মৃৎশিল্পীদের একাংশ। তাঁদের দাবি, একেই তো মাটির দাম আকাশ ছোঁয়া। তার ওপর প্রয়োজন মতো সরস্বতী প্রতিমা তৈরির এঁটেল মাটি পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে প্রতিমার বায়নাও নেওয়া যায়নি। এবছর অনেকটাই কম প্রতিমা তৈরি করতে হচ্ছে অধিকাংশ মৃৎশিল্পীদের।

উল্লেখ্য, বিদ্যার দেবী সরস্বতী।

প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাঘ মাসে সরস্বতী পুজো হয়ে থাকে। এমনকি সিংহভাগ ছাত্র-ছাত্রী থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকা বিভিন্ন ছাপাখানা সহ নানান জায়গাতে দেবী সরস্বতী পূজিত হয়ে থাকে। অনেক ক্লাবগুলোও বড় মাপের প্রতিমা তৈরি করে পুজো দিয়ে থাকে। কিন্তু এরই মধ্যে মৃৎশিল্পীদের এই সমস্যা এখন নতুন করে দুর্ভোগ বাড়িয়েছে।

পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিতলা বাজার এলাকার মৃৎশিল্পী বিমল পালের দাবি, 'গত বছর এক হাজার টাকা ট্রলি হিসেবে এঁটেল মাটি কিনেছিলাম। এবছর দাম আড়াই থেকে তিন হাজার হয়েছে। প্রতিমা তৈরির জন্য মাটি পাওয়া যাচ্ছে না। গত ৩৫ বছর ধরে এই মৃৎশিল্পীর পেশায় জড়িত থাকলেও, এবছরই প্রথম এত সমস্যায় পড়তে হয়েছে। যাঁরা মাটি সরবরাহ করতেন তাঁরা বলছেন যে কোনও ধরনের মাটি সরবরাহের ক্ষেত্রে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের মোটা টাকার রয়্যালটি কাটাতে হচ্ছে। এরপর যেখানে সেখানে পুলিশ গাড়ি ধরে নিচ্ছে, ফাইন করছে। লাভের থেকে লোকসান বেশি হচ্ছে। তাই একাজ থেকে অনেকেই সরে এসেছেন।'

মৃৎশিল্পী বিমল পাল জানিয়েছেন, এবছর তিনি ১৪০টি সরস্বতী প্রতিমা তৈরি করছেন। এক হাজার টাকা থেকে শুরু করে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত প্রতিমার দাম রয়েছে। তবে এরকম মাটির সমস্যা চলতে থাকলে আগামীতে অন্যান্য প্রতিমা তৈরির ক্ষেত্রেও তাঁদের বিপাকে পড়তে হবে।

Office of the Councillors of the GHATAL MUNICIPALITY
Ghatal, Paschim Medinipur

ABRIDGED TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the Chairman, Ghatal Municipality, Ghatal, Paschim Medinipur for the work:- **05 (Five) Nos. of Development work under Municipal Area Scheme and 01 No. Construction of Boundary wall work unedr Development of Minorities Scheme within Ghatal Municipality as per N.I.T. no. : WBMAD/GHATAL/NIT-17e/2023-24, Date: 09.02.2024, Tender ID: 2024_MAD_664010_1 to 6.** Details of the tender may be seen from the website https://wbtenders.gov.in and www.ghatalmunicipality.com
Sd/-
Chairman
Ghatal Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. টিআরডি–ডব্লুসি–টি–২০২৩–২৪–১৬, তারিখঃ ০৮.০২.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন–৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য বৈধ ইলেকট্রিক কন্ট্র্যাক্টর লাইসেন্স ও সুপারভাইজারী লাইসেন্স আছে এমন এবং আর্থিকভাবে নিম্নলিখিত কাজ পূরণে সক্ষম নামী টেন্ডারদাতাদের থেকে ই–টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার কেস নং.ঃ টিআরডি–ডব্লুসি–টি–২০২৩–২৪–১৬। কাজের নামঃ** আসানসোল ডিভিসন–২৫ কেভি সিঙ্গল পোল ভ্যাকুয়াম ইন্টারাপ্টার এবং ২৫ কেভি এবং ১৩২ কেভি সার্কিট ব্রেকার প্রতিস্থাপন। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,৭৫,৬৮,৭২৯.৭৭ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ২,৩৭,৯০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** স্বীকৃতিপত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ মাস। **কাজের জন্য প্রস্তাবের বৈধতাঃ** খোলার তারিখ থেকে ৪৫ দিন। **খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ১১.০৩.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা। রেলওয়ে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in–তে সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যাবে। ASN-220/2023-24
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in –এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. No: - ADDA/DGP/ED/N-98/2023-24
Exe. Engr., ADDA, Durgapur invites Percentage Rate Tender (ONLINE BID SYSTEM) for the works **(1)** Tender ID No. 2024_ADDA_662663_1, **(2)** Tender ID No. 2024_ADDA_662687_1, **(3)** Tender ID No. 2024_ADDA_666299_1. For other details visit our website www.addaonline.in or http://wbtenders.gov.in or contact Exe. Engr. (Civil), ADDA, Durgapur. **Sd/- Exe. Engr., ADDA, Durgapur**

BELDANGA MUNICIPALITY
Murshidabad
E-bid is invited by the authority of Beldanga Municipality for –

Sl. No.	Name of Work	Ref. of Tender
1	Supply and Installation of Kirloskar 82.5 KVA Three Phase Silent Diesel Generator.	WBMAD/ULB/BEL/NIT-15/2023-24

Last date for submission of bid on 17.02.2024 at 2.00 PM.
For details visit : www.municipalitybeldanga.org, www.wbtenders.gov.in

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Tender No.-
WBMAD/UM/612/e-Tender/2023-24 Dated : 08.02.2024,
WBMAD/UM/613/e-Tender/2023-24 Dated : 08.02.2024
(Construction of Cement Concrete Road, Drain & Bullah Piling in different ward under Uluberia Municipality.)
Details are available in the www.wbtender.gov.in Sd/-
Executive Officer,
Uluberia Municipality

e-TENDER NOTICE
e-tender notice invited by the Pradhan Deypara Gram Panchayat, Shimulia, P.O.- Krishnagar, Nadia. E-tender no: WBMAD/KGR-I/DGP/NIT-47/23-24 under 5th SFC Fund 2023-24 (Untied) Memo No. 46/DEY/2023-24 Date 09/02/2024. Last date of submission BID 15/02/2024 at 11.00 A.M. ... at 11.00 A.M. More details please visit ... Sd/- Pradhan Deypara Gram Panchayat, Shimulia, Krishnagar, Nadia

e-TENDER NOTICE
E-tender notice invited by the Pradhan Deypara Gram Panchayat, Shimulia, P.O. Krishnagar, Nadia. E-tender no: WBMAD/KGR-I/DGP/NIT-46/23-24 under 5th FC Fund 2023-24 (Tied & Untied) Memo No. 44/DEY/2023-24 Date 09/02/2024. Last date of submission BID 15/02/2024 at 11.00 A.M. ... 17/02/2024 at 11.00 A.M. More details please visit ... Sd/- Pradhan Deypara Gram Panchayat, Shimulia, Krishnagar, Nadia

E-TENDER
e-Tenders are invited by the D.P.O, WBCADC Ranaghat-II Project against NIT No. :- 2/2023-2024, Dated :- 07.02.2024 for Construction of Approach Road Inside the Project, Last Date of Submission of Tender Paper - 20.02.2024 up to 06:30 P.M. For details please contact to the Office or Visit www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Deputy Project Officer
WBCADC, Ranaghat-II Project

BASUBATI GRAM PANCHAYAT
P.O.- Basubati, P.S.- Singur, Dist.- Hooghly
E-mail ID: gpbasubatisingur@yahoo.in
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from reputed contractors for execution of 1 no. development works vide **NIeT No.: 24/BGP/2024, Date: 09/02/2024. Fund:5th SFC-TIED.** Tender has been published and for detail information visit our G.P. Office.
Sd/-
Pradhan
Basubati Gram Panchayat

Office of the RANGILABAD GRAM PANCHAYAT
(Under Magrahat-I Panchayat Samity)
Vill & P.O.- Kamalpur, P.S. Usthi, South 24 Parganas
Notice Inviting Tender
Rangilabad Gram Panchayat, under Magrahat-I Dev. Block are invited the following Nit viz under 5th S.F.C. (Tied & United)
1) NIT 022 (34/RGP/24 Dt- 09-02-2024
From experienced bidders. For details intending bidders may contact office of the Rangilabad G.P. from **(12-02-2024 to 16-02-2024)** or visit official site
Sd/-, Pradhan
Rangilabad Gram Panchayat

TENDER
Tender are invited under following.
1) NIT NO:-17/BANNYESWAR GP/2023-24, DATE:- 08.02.2024
The last date for online submission of all tender is **19.02.2024 up to 16:00hours**
Details Please Visit Office Notice Board .
Sd/- Prodhan
Bannyeswar Gram Panchayat.

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 31/EO/2023-24
E-Tenders are invited for 3 nos Civil works. Bid Submission start- **09/02/2024**, Ends- **24/02/2024** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

BIRNAGAR MUNICIPALITY
Tender Notice
Name of Work:- Construction of Surface Drain within Birnagar Municipality.

Sl No.	NIT No.	Tender ID	Date of Publishing	Bid submission closing date online
1.	WBMAD/BM/16e/2023-24 Memo No. 57/PWD dt. 09.02.2024	2024_MAD_663796_1 to 8	09.02.2024 at 05.00 PM	20.02.2024 at 12.00 pm
2.	WBMAD/BM/17e/2023-24 Memo No. 58/PWD dt. 09.02.2024	2024_MAD_663890_1 to 7		
3.	WBMAD/BM/18e/2023-24 Memo No. 59/PWD dt. 09.02.2024	2024_MAD_663938_1 to 7		

For details please visit www.wbtenders.gov.in & www.birnagarmunicipality
Partha Kumar Chatterjee
Chairman,
Birnagar Municipality

Government of West Bengal
Press Notice
e-Tender are hereby invited from bonafide experienced & reliable contractors for execution of the works vide **NIT No. -7(e)/Soil Conservation- DPAP/2023-24: Datedro 9/02/2024.** For details please visit : **www.wbtenders.gov.in**; Memo No.-31/(15); Dt 09/02/2024.
Sd/- R. Hansda
Assistant Director of Agriculture (Admn)
Soil Conservation, DPAP, Purulia

TENDER NOTICE
E-TENDER invited by the Pradhan Jaleswar-II Gram Panchayat, Gaighata Block, North 24 Parganas. e-NIT No - 2024_ZPHD_662151_1, e-NIT No-2024_ZPHD_663161_2 Date of Closing – 15.02.2024 at 3.00 PM. Date of Opening 17.02.2024 at 10.30 A.M. For all detail please visit Website: http://etender.wb.nic.in or http://wb-tenders.gov.in
Sd/- Pradhan,
Jaleswar-II Gram Panchayat
Gaighata Development Block,
North 24 Parganas

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the work : Repairing of B.T. Road from Kartick Mondal House to Roy Hardware, Ward-14 under DMC area
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-420/23-24
Tender ID : 2024_MAD_664468_1 ● Est. Amt. : Rs. 9,41,516.00
2) Name of the work : Construction of drain and culvert at Natunpally E-Block, Ward-14 under DMC
e-Tender No. WBDMC/DRGSW/NIT-161/23-24
Tender ID : 2024_MAD_664563_1 ● Est. Amt. : Rs. 7,87,210.00
Last Date : **17-February-2024 upto 5:00 p.m.**
For details : **wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, DMC

Notice Inviting e-Tender
NIT No.: JOY2/22 of 2023-24, Date: 02.02.2024. It is here invited by the BDO/EO, Joynagar-II for e-Tender of 19 nos. of Work vide **Tender Id: 2024_ZPHD_664085_1 to 19** and Last Date of Bid Submission is **23.02.2024.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
BDO/EO
Joynagar-II Dev. Block/PS
Nimpith, South 24 Parganas

OFFICE OF THE CHARKALGRAM GRAM PANCHAYAT
PAPURI NANOOR :: BIRBHUM :: PIN-731240
e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the work(s) mentioned the **e-NIT-22/90/2023-24/CGP/2024 Dated-07-Feb-24** which is uploaded in the office website- **http://wbtenders.gov.in/** Last Date of Dropping: **01-Mar-24** (Before **03:00 PM**). Date of Opening: **04-Mar-24 at 10:30 AM**
FUND:- 15th CFC_Tied
Sd/- Pradhan
Charkalgram Gram Panchayat

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 247 & 248 Dated- 09-02-2024
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil works at North 24 PGS, South 24 Parganas, Burdwan, Purulia, Birbhum, Howrah, Hooghly, Purba and Paschim Medinipur, Jhargram, Bankura, Nadia, Murshidabad Malda, Darjeeling, Kalimpong, Alipurduar, Coochbehar, Uttar & Dakshin Dinajpur and Jalpaiguri District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **10-02-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **24-02-2024 upto 3.00 pm** as per.
Date: 09.02.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

NOTICE INVITING TENDER
Sealed tender hereby invited by the undersigned against N.I.T No-23/2023-24 Dated-05/02/2024-8 Nos scheme under 5th SFC Fund & N.I.T No – 24/2023-24 Dated-05/02/2024-6 nos scheme under 15th F.C fund. Bid Submission End Date: 14/02/2024 upto 9.00 AM. Technical Bid Opening Date-16/02/2024. Detailed information may be obtained from the office of the undersigned in any working day.
Sd/-Pradhan
Chandpara Gram Panchayat
Gaighata Block, N.24 Pgs.

e-Tender Notice
E-tender invited by The Pradhan Ganganandapur Gram Panchayat under Bongaon Dev. Block, North 24 Pgs. e-tender Notice 2024_ZPHD_661487_1. Memo No. 45/GANGA/23-24, Dated-05.02.2024 & 2024_ZPHD_660934_1, 43/GANGA/23-24, Dated-05.02.2024 & 2024_ZPHD_664649_1, 2024_ZPHD_664629_1, 2024_ZPHD_664610_1, 2024_ZPHD_664598_1. Memo No.-52/ Ganga/2024. Dated- 09.02.2024. More details please visit: **https://wbtenders.gov.in** or office of the undersigned.
Sd/-Pradhan
Ganganandapur Gram Panchayat,
Bongaon Block,
North 24 Pgs.

দ্য জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ)
আঞ্চলিক অফিস- কৃষ্ণনগর
৫, আর.কে. মিত্র লেন, পোস্ট-কৃষ্ণনগর, জেলা-নদীয়া, পঃবঃ-৭৪১ ১০১
রেফা নং- ৫৮৮ **টেন্ডার নোটিশ** তারিখ- ০৫-০২-২৪
কৃষ্ণনগর অঞ্চল, জেসিআই-এর অধীনে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে কলকাতা এবং আশেপাশের বিভিন্ন পাটকলগুলিতে পাটের বেল (১৫০ কেজি) বহন করার জন্য পরিবহন মালিকদের কাছ থেকে দুটি বিড সিস্টেম (কারিগরি ও আর্থিক) দ্বারা সিল করা দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। আগ্রহী দলগুলি আমাদের আঞ্চলিক অফিস থেকে ১২.০২.২০২৪ থেকে ০৩.০৩.২০২৪ পর্যন্ত সমস্ত কার্যদিবসে ১২PM থেকে ০৩PM এর মধ্যে টেন্ডার পেতে পারে। টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ০৪.০৩.২০২৪ এর দুপুর ১২টা পর্যন্ত। ০৪.০৩.২০২৪ তারিখে ০১ PM এ টেন্ডার খোলা হবে। অফিসের ওয়েবসাইট **www.jutecorp.in**-এও বিস্তারিত পাওয়া যাবে।
CBC 41122/12/0032/2324

ছোটদের বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠা অস্ট্রেলিয়ার সুবিধা, অসুবিধা কী

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের মতো একটিও ম্যাচ না হেরে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছে অস্ট্রেলিয়া। তবে একটি ম্যাচ ভেস্তে গিয়েছিল তাদের। সেই ম্যাচ বাদ দিয়ে বাকি সব ম্যাচ জিতে ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার ছোটদের দল। ফাইনালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হারের মুখ থেকে ফিরে এসে ম্যাচ জিতে নেয় তারা। সেই দলের শক্তি এবং দুর্বলতাগুলি কী কী?

এ বারের বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম শক্তি বোলিং। সব ম্যাচেই বিপক্ষকে অল আউট করেছে তারা। অস্ট্রেলিয়ার দুই পেসার টম স্ট্রেকার এবং ক্যালাম ভিডলার মিলে ২৪টি উইকেট তুলে নিয়েছেন। ভারতের বিরুদ্ধে ফাইনালেও অস্ট্রেলিয়ার প্রধান শক্তি হবেন তাঁরা। ভারতীয় ব্যাটারদের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার পেসারদের লড়াই দেখার অপেক্ষায় ক্রিকেট বিশ্ব।

এ বারের প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শ্রীলঙ্কা ছাড়া আর কোনও দল ২০০ রানের গণ্ডি পার করতে পারেনি। নামিবিয়া এবং জ়িম্বাবোয়ের মতো দলকে তো ১০০ রানের গণ্ডিও পার করতে দেননি অস্ট্রেলিয়ার বোলারেরা। এ বারের প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়া তিনটি ম্যাচ জিতেছে প্রথমে বল করে। দু'টি ম্যাচ জিতেছে প্রথমে ব্যাট করে। একটি ম্যাচে ফলাফল হয়নি। তাই ফাইনালে ভারত টসে জিতলে অস্ট্রেলিয়াকে প্রথমে ব্যাট করানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

অস্ট্রেলিয়ার মানসিকতা তাদের সব থেকে বড় শক্তি। ফাইনালে উঠলে যে কোনও স্তরের ক্রিকেট প্রতিযোগিতাতেই অস্ট্রেলিয়া ভয়ঙ্কর। ৫০ ওভারের ক্রিকেটে সদ্য বিশ্বকাপ জিতেছে অস্ট্রেলিয়ার সিনিয়র দল। জুনিয়র দলের সামনেও সেই সুযোগ রয়েছে। তাই ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে রবিবার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখার অপেক্ষায় সমর্থকেরা।

অস্ট্রেলিয়ার পেস আক্রমণ শক্তিশালী হলেও স্পিন আক্রমণ সে ভাবে দাগ কাটতে পারেনি। রাফ ম্যাকমিলান, টম ক্যাম্পবেলের মতো স্পিনারেরা উইকেট নিলেও সে ভাবে নজর কাড়তে পারেননি। এই দুই স্পিনার মিলে ১০টি উইকেট তুলেছেন। ভারতীয় ব্যাটারেরা সাধারণত স্পিন ভাল খেলেন। তাই অস্ট্রেলিয়ার স্পিনারদের আক্রমণ করার লক্ষ্য নিতে পারেন মুশির খানেরা।

অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং এখনও সে ভাবে পরীক্ষিত নয়। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে মাত্র ১৮০ রান তুলতে গিয়েই ভেঙে পড়েছিল তারা। ৯ উইকেট হারিয়ে সেই ম্যাচ জিতেছিল শেষ মুহূর্তে। ভারতীয় বোলারদের বিরুদ্ধে তাই কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে হবে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটারদের। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে এই প্রতিযোগিতায় সব থেকে বেশি রান করেছেন হ্যারি ডিক্সন। তিনি ৬ ম্যাচে করেছেন ২৬৭ রান। প্রতিযোগিতায় সব থেকে বেশি রান করার তালিকায় পাঁচ নম্বরে ডিক্সন। ফাইনালে বড় রান করতে চাইবেন তিনি।

বাঁহাতি স্পিনারদের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটারেরা বার বার আউট হয়েছেন। বিভিন্ন ম্যাচে বাঁহাতি স্পিনারেরা অস্ট্রেলিয়ার উইকেট তুলেছেন। ভারতীয় দলে মুশির খান রয়েছেন। তিনি ব্যাটিংয়ের সঙ্গে বাঁহাতি স্পিনটাও করেন। তাঁর বোলিংয়ের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটারেরা কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়বেন তা বলাই যায়।

জয়াসুরিয়াকে ছাড়িয়ে শ্রীলঙ্কার প্রথম ডাবল সেঞ্চুরিয়ান নিশাঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৩ বলে ১৩ রান দরকার। হবে তো? ১৩ বলে ১৩ রান করা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। তারপরও তুমুল রোমাঞ্চ নিয়ে প্রশ্নটি সবাই করে যাচ্ছিল। কারণ একটাই, এই প্রয়োজনটা যে দলীয় নয়, একজন ব্যাটসম্যানের ব্যক্তিগত। আফগানিস্তানের বিপক্ষে আজ ডাবল সেঞ্চুরি থেকে শ্রীলঙ্কার ব্যাটসম্যান পাতুম নিশাঙ্কা তখন মাত্র ১৩ রান দূরে, ইনিংস শেষ হতে বলও বাকি ছিল ১৩টি। কিন্তু এই ১৩ বলে তিনি কত বল পাবেন, সে কারণেই প্রশ্নটি সবার মনে জেগেছিল।

অবশেষে সেই প্রশ্নের অবসান ঘটিয়ে বিশ্বের দশম এবং শ্রীলঙ্কার প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে ওয়ানডেতে দ্বিশতক করলেন নিশাঙ্কা। এই কীর্তি গড়ার আগে তিনি ছাড়িয়ে গেছেন শ্রীলঙ্কার সাবেক ক্রিকেটার সনাৎ জয়াসুরিয়াকে। এতদিন ওয়ানডেতে শ্রীলঙ্কার ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের ইনিংসটি ছিল জয়াসুরিয়ার। তাঁর ১৮৯ রানের ইনিংসটি নিশাঙ্কা ছাড়িয়ে যাওয়ার সময় জয়াসুরিয়া মাঠেই ছিলেন। হাততালি দিয়ে তিনি অভিনন্দন জানান উত্তরসূরিকে।

নিশাঙ্কার আগে ওয়ানডেতে ডাবল সেঞ্চুরি ছিল ১১টি। সেই ১১টি ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন ৯ জন ব্যাটসম্যান মিলে। ওয়ানডেতে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরিটি কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকারের। এই কীর্তি তিনি গড়েন ভারতের গোয়ালিয়রে ২০১০ সালে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। টেন্ডুলকারের ইনিংসটি ছিল অপরাজিত ২০০ রানের। ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রানের ইনিংসটিও একজন ভারতীয়র। ২০১৪ সালের নভেম্বরে কলকাতার ইডেন গার্ডেনে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে রোহিত শর্মা করেছিলেন ২৬৪ রান।

ওয়ানডেতে সবচেয়ে বেশি ডাবল সেঞ্চুরিও রোহিতের, ৩টি। রোহিতের বাকি দুটি ডাবল সেঞ্চুরির একটি শ্রীলঙ্কা ও অন্যটি অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। দেশ হিসেবেও ওয়ানডেতে ডাবল সেঞ্চুরিতে এগিয়ে ভারত। রোহিতের তিনটি ও টেন্ডুলকারের একটি ছাড়াও একটি করে ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন শুবমান গিল, ঈশান কিষান ও বীরেন্দ্র শেবাগ। এ ছাড়া ওয়ানডেতে ডাবল সেঞ্চুরি আছে নিউজিল্যান্ডের মার্টিন গাপটিল, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিস গেইল, পাকিস্তানের ফখর জামান ও অস্ট্রেলিয়ার গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের।

পাল্লেকেলেতে আজ টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে নিশাঙ্কার ডাবল সেঞ্চুরিতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে নির্ধারতি ৫০ ওভারে ৩ উইকেটে ৩৮১ রান করেছে শ্রীলঙ্কা। নিশাঙ্কা ২০টি চার ও ৮টি ছয়ে ১৩৯ বলে ২১০ রান করে অপরাজিত ছিলেন। এ ছাড়া ৮৮ বলে ৮৮ রান করেছেন আভিস্কা ফার্নান্ডো। ৩৬ বলে ৪৪ রান করেছেন সাদিরা সামারাবিক্রমা।

রুটেরও বাজবল খেলার কী দরকার, প্রশ্ন ভনের

নিজস্ব প্রতিনিধি: টেস্টে এত রান করার পর জো রুটের মতো ব্যাটসম্যানের 'বাজবল' খেলার দরকার নেই বলে মনে করেন সাবেক ইংল্যান্ড অধিনায়ক মাইকেল ভন। তাঁর শঙ্কা, অনেক 'দারুণ' কাজ করলেও বেন স্টোকসদের দলটি তেমন কিছু জিতবে না;এমন হতে পারে। 'উইকেট ছুড়ে এলে' ভারতেও সিরিজ জিতবে না ইংল্যান্ড, এমন মত ভনের।

হায়দরাবাদে স্পিন,সহায়ক উইকেটে ভারতকে হারিয়ে সিরিজে এগিয়ে গিয়েছিল ইংল্যান্ড, তবে বিশাখাপট্টনমে প্রথম ইনিংসে ব্যাটিং, ধসের পর হেরে গেছে তারা। দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৯৯ রানের রেকর্ড লক্ষ্য তাড়া করতে গিয়ে ২৯২ রানে আটকে যায় সফরকারীরা। হায়দরাবাদে ওলি পোপ ১৯৬ রানের ইনিংস খেললেও দ্বিতীয় টেস্টে দুই ইনিংস মিলিয়ে অর্ধশতক পেয়েছেন শুধু জ্যাক ক্রলি।

দ্বিতীয় ইনিংসে রুট খেলেছেন খ্যাপাটে এক ইনিংস। ২ চার ও ১ ছক্কায় ১০ বলে ১৬ রানের সে ইনিংস শেষ হয়েছে রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে খেলতে গিয়ে। রুট কেন অমন শট খেলতে গেলেন, সে আলোচনাও চলছে। এমনিতে ব্রেন্ডন ম্যাককালাম ও স্টোকসের অধীনে ইংল্যান্ড বেশ আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করে প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলার চেষ্টা করে। যদিও স্টোকস বলেছেন, 'বাজবল' বা তাঁদের এই ধরনটি মূলত মানসিকতারই।

তবে সেটির মধ্যে পড়ে রুট নিজের খেলা হারিয়ে ফেলছেন কি না, সে প্রশ্ন তুলেছেন ভন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফে এক কলামে ২০০৫ সালের অ্যাশেজজয়ী অধিনায়ক লিখেছেন, 'প্রথম বল থেকেই তারা পঞ্চম গিয়ারে শুরু করে। তাদের কেউ কেউ এভাবে খেললে আমার কোনোই আপত্তি নেই। কারণ, তারা এসবে ভালো। তবে জো রুটের এসব ভুলে যাওয়া উচিত। জো রুটের মতো করে খেলেই সে ১০ হাজার টেস্ট রান করেছে। তার ত্বাজবলারদ হওয়ার দরকার নেই।'

এ ক্ষেত্রে টিম ম্যানেজমেন্টেরও এগিয়ে আসতে হবে বলে মনে করেন ভন, 'ম্যানেজমেন্টের কেউ রুটের কাঁধে হাত রেখে বলবে ত্ঃয়া করে নিজের খেলাটাই খেলোদ;এ সময়টা চলে এসেছে। আমার মনে হয়, সে বাজবলে বেশি মাথা ঘামিয়েছে, এই রোমাঞ্চ আর বিনোদনের যে তত্ত্ব, বিশেষ করে স্পিনের বিপক্ষে (রুটের নিজের মতো খেলা গুরুত্বপূর্ণ)। গ্রাহাম গুচের সঙ্গে রুটই স্পিনের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের সেরা ব্যাটসম্যান।'

দ্বিতীয় ইনিংসে রুটকে মোটেও তাঁর মতো মনে হয়নি ভনের, 'দ্বিতীয় ইনিংসে যেভাবে খেলেছে, এটা তো রুট নয়। এভাবে উইকেট ছুড়ে দিলে ইংল্যান্ড ভারতে জিতবে না। আমি বুঝেছি, কিছু একটা হয়েছে। যখন দুই ইনিংসেই রিভার্স সুইপে প্রথম রান করেছে। সে এভাবে খেলে না। সে সময় নেয়, এরপর ঝুঁকি নেয়। জোয়ের সেই শক্ত ভিতটা হতে হবে, যাকে ঘিরে বাকিরা খ্যাপাটে আক্রমণ চালাবে।'

রুটের এমন খেলা নিয়ে এর আগে প্রশ্ন করা হয়েছিল স্টোকসকেও। ইংল্যান্ড অধিনায়ক বলেছিলেন, কাউকে নির্দিষ্ট কোনোভাবে খেলতে বলা হয়নি, প্রত্যেকেই নিজের কাজটি জানেন। ইংল্যান্ডের ইতিহাসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানের মালিক রুট এ সিরিজে এখন পর্যন্ত ৪ ইনিংসে করেছেন ৫২ রান। রুটের রানে ফেরা নিয়ে অবশ্য কোনো সংশয় নেই কোচ ম্যাককালামের, 'এখনো তিনটি টেস্ট বাকি, অনেক রান করার সুযোগ এখনো আছে।'

তবে ইংল্যান্ডের দীর্ঘ মেয়াদে সাফল্য নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন ভন। তাঁর মতে, 'আমার চিন্তা হয়; তারা হয়তো এমন একটা দল হয়ে উঠবে, অনেক ভালো কাজ করেও যারা খুব বেশি কিছু জিতবে না।' গত বছর অ্যাশেজের উদাহরণ টেনে তিনি বলেছেন, 'তারা অ্যাশেজ জেতেনি, যেটি জেতা উচিত ছিল। এখন ভারতকে সিরিজে ফেরার সুযোগ দিয়েছে। ভারতের যখন বিরাট কোহলির মতো বড় খেলোয়াড় নেই, ইংল্যান্ড এ সফরে অনেক কিছুই ঠিক করেছে, আমি বিশ্বাস করি তারা জিততে পারবে। তবে সেটি করতে গেলে ব্যাটিংয়ে দ্রুতই তাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হবে।'

ফুটবলে নতুন নিয়ম! লাল, হলুদ, সাদার পর এ বার দেখা যেতে পারে নীল কার্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিয়ম ভাঙলে লাল বা হলুদ নয় ফুটবলে রেফারিরা দেখাতে পারেন নীল কার্ডও। নতুন নিয়ম আসতে চলেছে ফুটবলে। আন্তর্জাতিক ফুটবল সংস্থা (আইএসএবি) কিছু দিনের মধ্যেই এই নিয়মের ঘোষণা করতে পারে। এফএ কাপে এই নীল কার্ড দেখা যেতে পারে।

কোনও ফুটবলারকে নীল কার্ড দেখানো হলে, তাঁকে ১০ মিনিটের জন্য মাঠের বাইরে বসতে হবে। এই কার্ড ব্যবহার করা হতে পারে।

ওয়েলসের তৃণমূল স্তরের ফুটবলে নীল কার্ড ব্যবহার শুরু হয়েছে। লাল এবং হলুদ রঙের থেকে একদম আলাদা একটি রং হিসাবে নীলকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

গত বছর জানুয়ারি মাসে একটি ম্যাচে সাদা কার্ড দেখিয়েছিলেন রেফারি। পর্তুগিজ মহিলা রেফারি ক্যাটারিনা ক্যাম্পোস সাদা কার্ড দেখিয়েছিলেন। ফেয়ার প্লে-র

কোনও ফুটবলার যদি দু'টি নীল কার্ড দেখেন, তাহলে তাঁকে মাঠের বাইরে চলে যেতে হবে। একটি নীল এবং একটি হলুদ কার্ড দেখলেও একই শাস্তি হবে। বড় কোনও প্রতিযোগিতায় নীল কার্ড ব্যবহার করার আগে এফএ কাপে ব্যবহার করার পরিকল্পনা রয়েছে। পুরুষ এবং মহিলা দু'ধরনের এফএ কাপেই প্রতীক হিসাবে এই কার্ড ব্যবহার করেছিলেন তিনি। দু'দলের মেডিক্যাল স্টাফদের ভূমিকার প্রশংসা করার জন্য রেফারি পকেট থেকে সাদা কার্ড বের করে সেটি মেডিক্যাল স্টাফদের দেখিয়েছিলেন। ক্যাম্পোস বলেছিলেন, ফুটবলের মূল্যবোধ বাড়াতেই তিনি এই কাজ করেছিলেন।

এক মাস পর মাঠে হেরে মেজাজ হারালেন রোনাল্ডোর

নিজস্ব প্রতিনিধি: চোট সারিয়ে এক মাস পর মাঠে ফিরলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। মাঠে নেমে তিন বার মেজাজ হারালেন আল নাসেরের ফুটবলার। বিশেষ এক জনের নাম শুনে নিজেকে আর সংলযত রাখতে পারেননি সিআর সেভেন।

সিজন কাপের ফাইনালে আল নাসের মুখোমুখি হয়েছিল আল হিলালের। পায়ের চোট সারিয়ে এই ম্যাচে মাঠে ফেরেন রোনাল্ডো। তাঁর চোটের জন্য চিন সফর বাতিল করেছিল আল নাসের। কয়েক দিন আগে প্রীতি ম্যাচে লিয়োনেল মেসির ইন্টার মায়ামির বিরুদ্ধেও খেলতে পারেননি। তবু মেসি তাঁর সঙ্গ ছাড়ছেন না।

রোনাল্ডোকে উত্যক্ত করার জন্য আল হিলাল সমর্থকেরা ব্যবহার করছেন মেসির নাম বা ছবি। মরসুমের প্রথম থেকে এই পন্থা নিয়েছেন আল নাসেরের অন্যতম প্রধান প্রতিপক্ষ ক্লাবের সদস্য, সমর্থকেরা। সেই ফাঁদে পা দিয়েছেন রোনাল্ডো। বৃহস্পতিবার সিজন কাপের ফাইনালেও রোনাল্ডোকে দেখে 'মেসি, মেসি' চিৎকার শুরু করেন তাঁরা। আর তাতে মেজাজ হারান রোনাল্ডো। পাল্টা উত্তর দেন তিনিও। তাঁকে বলতে শোনা যায়, ''আমি ক্রিশ্চিয়ানো। মেসি এখানে নেই।'' ম্যাচের মধ্যে দু'বার মেসির নাম শুনে মেজাজ হারান তিনি। খেলা শেষ হওয়ার পর আল হিলালে এক রোনাল্ডোকে নিজের ক্লাবের একটি জার্সি ছুড়ে দেন। জার্সিটি উরুসন্ধিতে ঘষে সাজঘরে চলে যান রোনাল্ডো। যে ঘটনায় তৈরি হয়েছে বিতর্ক। দুই ঘটনার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে। গত ৩০ ডিসেম্বর আল নাসেরের হয়ে শেষ বার মাঠে নেমেছিলেন রোনাল্ডো। এক মাসের বেশি সময় পর মাঠে ফিরেও দলকে জেতাতে পারলেন না। আল হিলালের কাছে ০-২ ব্যবধানে হেরেছে আল নাসের। ৯০ মিনিট মাঠে থেকেও গোল করতে পারেননি রোনাল্ডো।

ওয়ার্নারের ম্যাচে দারুণ লড়ে হার ওয়েস্ট ইন্ডিজের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১ ওভার শেষে ১৬/০, ৩ ওভার শেষে ৪০/০, ৬ ওভার শেষে ৭২/০; কী দুর্দান্ত গতিতেই না এগোচ্ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংস! ২১৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ যেভাবে ব্যাটিং করছিল, এমনটাই হওয়ার কথা। টেস্ট ও ওয়ানডেতে যেনতেন মানের ওয়েস্ট ইন্ডিজ তো বরাবরই টি,টোয়েন্টিতে 'বিধ্বংসী' আর 'দোর্দণ্ড প্রতাপশালী' এক দল! গত মঙ্গলবার এই তো অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষেই তৃতীয় ওয়ানডেতে ৮৬ রানে অলআউট হয়ে ৮ উইকেটে হেরে সিরিজে ধবলধোলাই হওয়ার পর প্রথম টি,টোয়েন্টিতে তাদের এমন শুরুও তো সেটাই বলে।

কিন্তু চিরকালীন অননুমেয় দল পাকিস্তানের মতো বিধ্বংসী বা প্রতাপশালী ওয়েস্ট ইন্ডিজেরও যে 'ছন্নছাড়া' হতে সময় লাগে না, আজ হোবার্টে তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি,টোয়েন্টিও সেটা দেখাল। ৮.২ ওভারে বিনা উইকেটে ৮৯ রান তোলা ওয়েস্ট ইন্ডিজ হঠাৎই পথ হারায়। প্রথম উইকেট হারায় তারা ৮.৩ ওভারে, ওই ৮৯ রানেই। এরপর দেখতে দেখতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্কোর হয়ে যায় ৮ উইকেটে ১৬৩। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি তারা হারে ১১ রানে।

ম্যাচ হারার আগে অবশ্য ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটিং দেখেছে উত্থানপতন। এটাও দেখিয়েছে; ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি,টোয়েন্টিতে কখন কী করবে, সেটা আসলে কেউ জানে না। ব্রান্ডন কিং ও জনসন চার্লসের উদ্বোধনী জুটিতে ৮৯ রান ওঠার পর ছোট একটা ধস নামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংসে। ৮৯/১, ১০০/২, ১১৫/৩;উইকেট পড়তে থাকার এই গতিতে বাধ দেন শাই হোপ ও নিকোলাস পুরান। কিন্তু সেই বাধও ভেঙে যায় হোপ আউট হয়ে ফিরলে।

১৪১/৪, ১৪২/৫, ১৪৯/৬, ১৫৮/৭, ১৬৩/৮;ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংসে আবার শুরু হয় উইকেট পতনের গান। সেটা এখানে যখন থামে, ১৫ বলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয়ের জন্য দরকার ছিল ৫১ রান। উইকেটে ছিলেন জেসন হোল্ডার ও আকিল হোসেন। অনেকেই ধরে নিয়েছেন, একেবারেই প্রতিযোগিতার বাইরে ছিটকে পড়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কিন্তু ১৮তম ওভারের শেষ তিন বলে দুজনে মিলে ১১ রান নিয়ে হিসাবটাকে নিয়ে আসেন ১২ বলে ৪০,এ।

পরের ওভারে আসে ১৩ রান। শেষ ওভারের হিসাবটা দাঁড়ায় এ রকম;জিততে হলে ২৭ রান লাগবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের। ৬, ৪, ০, ৩;প্রথম ৪ বলে ১৩ রান নেন হোল্ডার। শেষ ২ বলে আসে মাত্র ২ রান। সব মিলিয়ে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ২০২ রানে থামে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

এর আগে টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে অস্ট্রেলিয়া যে ৭ উইকেটে ২১৩ রান করে, এতে বড় অবদান এই ম্যাচে দুর্দান্ত এক মাইলফলকে পৌঁছানো ডেভিড ওয়ার্নারের। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনারের এটি ১০০তম টি,টোয়েন্টি ম্যাচ। রস টেলর ও বিরাট কোহলির পর ক্রিকেট ইতিহাসের তৃতীয় খেলোয়াড় হিসেবে তিন সংস্করণেই ১০০ ম্যাচ খেলার কীর্তি গড়া ওয়ার্নার আজ ১২ চার ও ১ ছয়ে ৩৬ বলে করেছেন ৭০ রান। ওয়ার্নার ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার হয়ে বলার মতো রান পেয়েছেন জশ ইংলিশ (২৫ বলে ৩৯), টিম ডেভিড (১৭ বলে ৩৭*) ও ম্যাথু ওয়েড (১৪ বলে ২১)।

রোববার অ্যাডিলেড ওভালে হবে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অস্ট্রেলিয়া ২০ ওভারে ২১৩/৭ (ওয়ার্নার ৭০, ইংলিস ৩৯, ডেভিড ৩৭*, ওয়েড ২১, মার্শ ১৬, ম্যাক্সওয়েল ১০, স্টয়নিস ৯, জাম্পা ৪*, অ্যাবট ০; রাসেল ৪,০, ৪২,৩, জোসেফ ৪,০,৪৬,২, হোল্ডার ৩,০,৩৭,১, শেফার্ড ৪,০, ৩৮,১, পাওয়েল ১,০,৬,০, আকিল ৪,০,৪২,০)।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২০ ওভারে ২০২/৮ (কিং ৫৩, চাল/স ৪২, হোল্ডার ৩৪*, পুরান ১৮, হোপ ১৬, পাওয়েল ১৪, আকিল ৭*, রাদারফোর্ড ৭, শেফার্ড ২, রাসেল ১; জাম্পা ৪,০,২৬,৩, স্টয়নিস ৩, ০,২০,২, ম্যাক্সওয়েল ২,০,৩১,১, বেহরেনডর্ফ ৩,০,৩৮,১, অ্যাবট ৪, ০,৪১,১, হ্যাজলউড ৪,০,৪৪,০)।

ফল অস্ট্রেলিয়া ১১ রানে জয়ী।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ ডেভিড ওয়ার্নার (অস্ট্রেলিয়া)।

সিরিজ ৩ ম্যাচ সিরিজে অস্ট্রেলিয়া ১,০ ব্যবধানে এগিয়ে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**